ملاحظة روضة الأدب

تاليف: مولانا مشتاق أحمد الجرتهاولي

ملاحظ: مولانا مصدق بن جمشيد

معلم: إقرأ مدرسة- دوهار، داكا

فاضل: الجامعة الاسلامية قاسم العلوم جميل مدرسة-بغورا

ملاحظة روضة الأدب

বইয়ের ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি মানবজাতিকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন এবং আল-কুরআনের ভাষা হিসেবে আরবিকে এক অনন্য মর্যাদায় আসীন করেছেন। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত, আরবের শ্রেষ্ঠ সুবক্তা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি, এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর।

আরবি ভাষা কেবল একটি অঞ্চলের বা জাতির ভাষা নয়, বরং এটি দ্বীন ইসলামের মূল উৎস-পবিত্র কুরআন, হাদিস শরিফ এবং ইসলামী শরিয়তের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার বোঝার একমাত্র চাবিকাঠি। তাই দ্বীনি শিক্ষার সঠিক মর্ম উপলব্ধি করার জন্য এই ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি। মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাসে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বুনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য 'রাওদাতুল আদব' (روضة الادب) একটি অত্যন্ত চমৎকার ও জনপ্রিয় পাঠ্যবই। কিন্তু অনেক শিক্ষার্থীর জন্যই এর গূঢ় অর্থ, ব্যাকরণগত কাঠামো এবং অনুশীলনীগুলো শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া পুরোপুরি আয়ত্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

আর এই কথাটাকে বিবেচনা করে, এই কিতাবটি বাজারে প্রচলিত অন্যান্য সাধারণ বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা নোটবইয়ের মতো কেবল আক্ষরিক অনুবাদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়নি। আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের সামনে প্রতিটি অধ্যায়ের ভেতরের প্রকৃত পাঠ ও মূল বিষয়গুলোকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা। প্রচলিত ধারার মতো আরবি থেকে বাংলা কিংবা বাংলা থেকে আরবি করার পেছনে আমি সময় ব্যয় করিনি বা এগুলো আমি এই কিতাবে রাখিনি; বরং আমার মূল লক্ষ্য ছিল প্রতিটি অধ্যায়ের তাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত বুনিয়াদ স্পষ্ট করা। এবং প্রত্যেকটার তারকিব কি হবে তা উল্লেখ করা।

আমি আশাবাদি কেউ যদি এই কিতাবটি ভালোভাবে আয়ত্ব করে তাহলে তার জন্য তারকিব বুঝার পথটা অনেকটা সুগম হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ!

বইটির বৈশিষ্ট্য ও আমার কর্মপ্রয়াস:

শিক্ষার্থীদের এই পথচলাকে সহজ ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াসেই মূলত 'মুলাহিযাতু রাওদাতুল আদব' (ملاحظة روضة الأدب) কিতাবটি সংকলন করা হয়েছে। মূল কিতাবের আলোকেই এটি সাজানো হয়েছে, তবে শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এখানে আমি নিজস্ব কিছু জরুরি ও গঠনমূলক কাজ যুক্ত করেছি:

- অধ্যায় পরিচিতি: মূল কিতাবের প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে সেই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়, তার পরিচয়, প্রেক্ষাপট এবং উদ্দেশ্য অত্যন্ত সহজ ভাষায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী অধ্যায়টি পড়ার আগেই স্পষ্ট ধারণা পায় যে এই অধ্যায়ে পড়ার বিষয়টি কি।
- তারকিব (قواعد التركيب): আরবি সাহিত্যের সঠিক অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের জন্য ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ বা তারকিব জানা অপরিহার্য। কিতাবের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বাক্যগুলোর সহজ ও সাবলীল তারকিব উল্লেখ করা হয়েছে।
- অনুশীলনীর সমাধান: শিক্ষার্থীদের আত্মমূল্যায়ন ও অনুশীলনের সুবিধার্থে প্রতিটি পাঠের শেষে থাকা প্রশ্নাবলি ও অনুশীলনীগুলোর (تمرينات) নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ উত্তর সহজভাবে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

নিয়ত ও আকুল আবেদন:

এই কিতাবটি লেখার পেছনে পার্থিব কোনো খ্যাতি বা বৈষয়িক লাভের উদ্দেশ্য নেই। মহান আল্লাহর দ্বীনের খেদমত এবং তালিবুল ইলমদের (শিক্ষার্থীদের) উপকারের একনিষ্ঠ নিয়তেই এই পরিশ্রমটুকু করেছি। আমার মনের গভীরের আকুল আশা ও দোয়া-এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যেন শিক্ষার্থীদের জন্য আরবি ভাষা শেখার পথকে সুগম করে এবং তাদের দ্বীনি ইলম অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

"হে আল্লাহ! আমার এই অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য দ্বীনি খেদমতটুকুকে কবুল ও মঞ্জুর ফরমান। একে আমার পরকালের নাজাতের অসিলা এবং সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন। আমিন।"

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুলত্রুটি সুধী পাঠক বা গুণী ওস্তাদদের চোখে পড়লে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার এবং সংশোধনের জন্য পরামর্শ দেওয়ার অনুরোধ রইল। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের ইলম ও আমলে বরকত দান করুন।

বিনীত,

مولانا مصدق بن جمشيد

শিক্ষক, ইকরা মাদ্রাসা
দোহার, ঢাকা
(ফাযেল: আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়া কাসেমুল উলূম জামিল মাদ্রাসা, বগুড়া)

মুকাদ্দামা

علم الادب: এর সজ্ঞা: ادب শব্দের অর্থ হলো দাওয়াত, ডাকা, আহবান করা, ভদ্রতা ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ: ইলমুল আদব বলা হয় ওই ইলমকে যার প্রতি লক্ষ্য রাখলে কোন ভাষা লেখা ও বলার ক্ষেত্রে যাবতীয় ভুল-ত্রুটি থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

উদ্দেশ্য: ইলমুলের আদবের উদ্দেশ্য হলো মনের ভাব অন্যের নিকট অতি উত্তমরূপে ব্যক্ত করা।

আলোচ্য বিষয়: কারো কারো মতে ইলমুল আদাবের আলোচ্য বিষয় হলো গদ্য। আবার কারো কারো মতে পদ্য।

নামকরণের কারণ: একে আদব বলা হয় এজন্য যে, এই বিদ্যা মানুষকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। এছাড়াও শব্দ বা লেখার ভুলের কারণে ভায়ায় যে ত্রুটি ও বিকৃতি সৃষ্টি হয় যা প্রবাদ বা প্রচলিত ব্যবহারের মাধ্যমে ঘটে এই বিদ্যার মাধ্যমে সেগুলোর সংশোধন ও সংরক্ষণ করা হয়। অথবা বলা হয়, এই বিদ্যা মানুষকে সভ্য ও ভদ্র করে তোলে এবং অশোভন ও অশালীন কথা ও কাজ থেকে বিরত রাখে। এই কারণেই এর নাম রাখা হয়েছে ইলমুল আদব।

কিতাবের নাম: এই কিতাবের নাম হলো (روضة الادب) রওযাতুল আদব। روضة শব্দের অর্থ হলো বাগান আর الادب শব্দের অর্থ হলো সাহিত্য। অতএব পূর্ণ অর্থ হলো সাহিত্যের বাগান। কিন্তু এই কিতাবের পূর্ণ নাম হলো روضة الادب في تسهيل كلام العرب এর অর্থ হলো, আরবদের ভাষাকে সহজভাবে শেখানোর জন্য আদবের এক মনোরম বাগান।

লেখকের নাম: এই কিতাবের লেখকের নাম হলো মুসতাক আহমেদ চরথাওয়ালী।

সবক:১

ضمير مرفوع متصل

ضمير: বা সর্বনাম বলা হয় যা ইসমে যাহের বা প্রকাশ্য নামের পরিবর্তে ব্যাবহার হয়ে غائب،حاضر،متكلم বুঝায়। যেমন: কেউ বলল রাশেদ প্রতিদিন ফযরের নামাযের সময় ঘুম থেকে উঠে। অতঃপর সে অযু করে নামায পড়ে। এখানে লক্ষ করুন, প্রথমবার সরাসরি রাশেদের নাম নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরের-বার নাম উল্যেখ না করে তার পরিবর্তে “সে” উল্যেখ করা হয়েছে । এই “সে” টাই হলো যমির বা সর্বনাম। (আমরা ইংরেজিতে যাকে বলি pronoun,) এই যমির মোট ৫ প্রকার। যথা:

(১) ضمير مرفوع متصل : বলা হয় فاعل (subject) এর ওই যমির কে যা فعل (verb) এর সাথে মিলিত হয়ে আসে। এবং তারকিবে فاعل হয়। যেমন ضربتُ এর মধ্যে ت হলো যমিরে মারফুয়ে মুত্তাসিল যা ضرب ফেলের সাথে মিলিত হয়ে এসেছে।

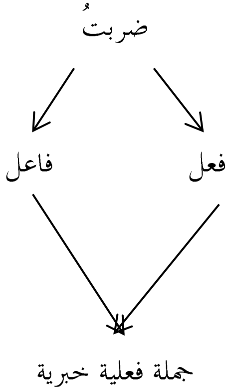

বি.দ্র. (১) জেনে রাখা উচিত, যে বাক্য فعل দিয়ে শুরু হয় সেই বাক্য কে جملة فعلية خبرية বলা হয়।

(২) আমরা জানি যে ফেয়েলের ১৪ টি ছিগাহ। জেনে রাখা উচিত যে, এই ১৪ টি ছিগার মধ্য হতে শুধু মাত্র واحد مذكر غائب এর ছিগাটিই মূল ছিগাহ। এছাড়া বাকি ১৩ টি ছিগার শেষে যে অতিরিক্ত হরফগুলো থাকে তা মূলত فاعل এর আলামত। অর্থাৎ কর্তা (কাজ সম্পাদন কারী) ভেদে তা মূল ছিগার সাথে তার শেষে যোগ করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে সহজেই فاعل বা কর্তা চেনা যায়। নিম্নে ফায়েলের আলামত গুলো উল্লেখ করা হলো।

এর দৃশ্যমান কোন আলামত নেই বরং এর ভিতরে গোপন থাকা যমির هو হলো তার ফায়েল।	هُوَ	ضَرَبَ
এখানে ফায়েল হলো শুধু মাত্র আলিফ।	ا	ضَرَبَا
এখানে ফায়েল হলো শুধু মাত্র ওয়াও। আর তার পরবর্তী আলিফ শুধু মাত্র লেখার নিয়মের কারনে এসেছে।	و	ضَرَبُوْا
এর দৃশ্যমান কোন আলামত নেই বরং এর ভিতরে তার ফায়েল هي যমির গোপন আছে। আর সাকিন যুক্ত ت হলো মুয়ান্নাসের আলামত।	هِيَ	ضَرَبَتْ
এখানেও আলিফ হলো ফায়েল। আর ت হলো মুয়ান্নাসের আলামত।	ا	ضَرَبَتَا
এখানে যবর যুক্ত নূন বা নুনুন নেসওয়াহ হলো যমির বা ফায়েল।	نَ	ضَرَبْنَ
এখানে تَ হলো যমির বা ফায়েল।	تَ	ضَرَبْتَ
এখানে تما হলো যমির বা ফায়েল।	تُمَا	ضَرَبْتُمَا
এখানে تم হলো যমির বা ফায়েল।	تُمْ	ضَرَبْتُمْ
এখানে تِ হলো যমির বা ফায়েল।	تِ	ضَرَبْتِ
এখানে تما হলো যমির বা ফায়েল।	تُمَا	ضَرَبْتُمَا
এখানে تُنَّ হলো যমির বা ফায়েল।	تُنَّ	ضَرَبْتُنَّ
এখানে تُ হলো যমির বা ফায়েল।	تُ	ضَرَبْتُ
এখানে نَا হলো যমির বা ফায়েল।	نَا	ضَرَبْنَا

উপরে উল্লেখিত ضَرَبَ এর পরে অতিরিক্ত যেই শব্দগুলো যুক্ত হয়েছে এগুলোর পরিচয় বা নাম হলো যমিরে মারফুয়ে মুত্তাসিল। আর তারকিব করার সময় এগুলোকে বলতে হবে فاعل।

নিম্নে فعل مضارع এর ছিগাগুলোকেও যমিরে মারফুয়ে মুত্তাসিল বা ফায়েল সহ উল্লেখ করা হলো। যথা:-

এই ছিগার প্রকাশ্য কোন আলামত নাই। বরং هو যমির হলো ফায়েল যা গোপন আছে।	هو	يَضْرِبُ
এখানে আলিফ হলো ফায়েল, আর ن হলো নুনে এ'রাবী।	ا	يَضْرِبَانِ
এখানে ওয়াও হলো ফায়েল, আর ن হলো নুনে এ'রাবী।	و	يَضْرِبُوْنَ
এই ছিগার প্রকাশ্য কোন আলামত নাই। বরং هي যমির হলো ফায়েল যা গোপন আছে।	هي	تَضْرِبُ
এখানে আলিফ হলো ফায়েল, আর ن হলো নুনে এ'রাবী।	ا	تَضْرِبَانِ
এখানে নূন হলো ফায়েল। যাকে نون النسوة বলা হয়।	ن	يَضْرِبْنَ
এই ছিগার প্রকাশ্য কোন আলামত নাই। বরং اَنْتَ যমির হলো ফায়েল যা গোপন আছে।	اَنْتَ	تَضْرِبُ
এখানে আলিফ হলো ফায়েল, আর ن হলো নুনে এ'রাবী।	ا	تَضْرِبَانِ
এখানে ওয়াও হলো ফায়েল, আর ن হলো নুনে এ'রাবী।	و	تَضْرِبُوْنَ
এখানে ইয়া হলো ফায়েল, আর ن হলো নুনে এ'রাবী।	ي	تَضْرِبِيْنَ
এখানে আলিফ হলো ফায়েল, আর ن হলো নুনে এ'রাবী।	ا	تَضْرِبَانِ
এখানে নূন হলো ফায়েল। যাকে نون النسوة বলা হয়।	ن	تَضْرِبْنَ
এই ছিগার প্রকাশ্য কোন আলামত নাই। বরং انا যমির হলো ফায়েল যা গোপন আছে।	انا	أَضْرِبُ
এই ছিগার প্রকাশ্য কোন আলামত নাই। বরং نَحْنُ যমির হলো ফায়েল যা গোপন আছে।	نَحْنُ	نَضْرِبُ

আমরা ইতিপূর্বেও বলেছি কেবল মাত্র واحد مذكر غائب এর ماضي مطلق এর ছিগাটাই হলো মূল ছিগাহ। আর বাকি অতিরিক্ত হরফ যদি এই মূল ছিগার শুরুতে যুক্ত হয় তাহলে তা বাহাসের আলামত, আর যদি শেষে যুক্ত হয় তাহলে তা ফায়েলের আলামত যেগুলোকে যমিরে মারফুয়ে মুত্তাছিল বলা হয়। সেই হিসেবে মুজারের ছিগার শুরুতে যেই ا-ي-ن-ت যুক্ত হয়েছে তা হলো بحث اثبات فعل مضارع معروف এর আলামত। আর শেষে দিয়ে যেগুলো হয়েছে তা হলো যমিরে মারফুয়ে মুত্তাসিল, তবে তারকিবের সময় এগুলোকে فاعل বলতে হবে। যেমন তারকিব এমন হবে:-

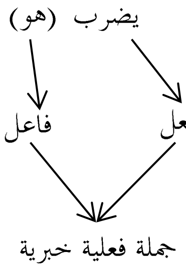

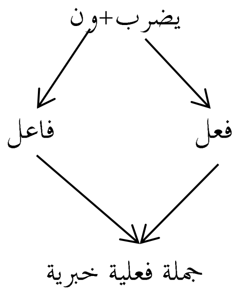

সবক:২

ضمير مرفوع منفصل

(২) ضمير مرفوع منفصل : বলা হয় فاعل এর ওই যমির কে যা فعل এর সাথে মিলিত হয়ে আসে না। বরং তা فعل থেকে পৃথক হয়ে ব্যবহৃত হয়। এবং তারকিবে মুব'তাদা অথবা খবর হয়। যদি বাক্যের শুরুতে আসে তাহলে মুব'তাদা হবে, আর যদি বাক্যের মাঝে বা শেষে আসে তাহলে খবর হবে। আর এমন যমির হলো ১৪ টি। যথা:

اَنَا- نَحْنُ- اَنْتَ- اَنْتُمَا- اَنْتُمْ- اَنْتِ- اَنْتُمَا- اَنْتُنَّ- هُوَ- هُمَا- هُمْ- هِيَ- هُمَا- هُنَّ

আমি (একজন পুরুষ/মহিলা)	واحد متكلم	اَنَا
আমরা (সকল পুরুষ/মহিলা)	جمع متكلم	نَحْنُ
তুমি (একজন পুরুষ)	واحد مذكر حاضر	اَنْتَ
তোমরা (দুইজন পুরুষ)	تثنية مذكر حاضر	اَنْتُمَا
তোমরা (সকল পুরুষ)	جمع مذكر حاضر	اَنْتُمْ
তুমি (একজন মহিলা)	واحد مذكر حاضر	اَنْتِ
তোমরা (দুইজন মহিলা)	تثنية مذكر حاضر	اَنْتُمَا
তোমরা (সকল মহিলা)	جمع مذكر حاضر	اَنْتُنَّ
সে (একজন পুরুষ)	واحد مذكر غائب	هُوَ
তারা (দুইজন পুরুষ)	تثنية مذكر غائب	هُمَا
তারা (সকল পুরুষ)	جمع مذكر غائب	هُمْ
সে (একজন মহিলা)	واحد مذكر غائب	هِيَ
তারা (দুইজন মহিলা)	تثنية مذكر غائب	هُمَا
তারা (সকল মহিলা)	جمع مذكر غائب	هُنَّ

এর তারকিব এমন হবে:

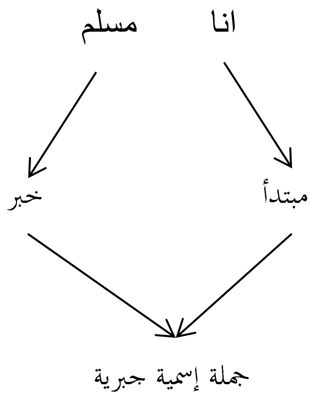

বি. দ্র. (১) যে বাক্যের শুরু হয় ইসিম দিয়ে সেই বাক্য কে جملة اسمية خبرية বলা হয়।
(২) জেনে রাখা উচিত যে মুবতাদা ও খবরের ক্ষেত্রে সাধারণত দুটি বিষয়ে সামঞ্জস্য বা মিল থাকা জরুরি। (তবে মনে রাখতে হবে এই নিয়ম মূলত তখনই প্রযোজ্য হবে যখন খবরটি কোন اسم مشتاق বা صفت হবে)।

(ক) প্রথম মিল হলো লিঙ্গগত মিল (التذكير و التانيث)। অর্থাৎ মুবতাদা যদি مذكر হয় তবে খবরটিও مذكر হতে হবে। আর যদি মুবতাদা مؤنث হয় তবে খরটিও مؤنث হতে হবে। যেমন: الولد صالح، البنت صالحة। লক্ষ করুন, এখানে الولد শব্দটা مذكر তাই الولد শব্দটিও مذكر আনা হয়েছে। আবার البنت শব্দটা مؤنث তাই صالحة শব্দটিও مؤنث আনা হয়েছে।

(খ) দৃতীয় হলো সংখ্যাগত মিল (الافراد و التثنية و الجمع)। অর্থাৎ বচন বা সংখ্যার ক্ষেত্রেও মুবতাদা ও খবরের মাঝে পূর্ণ মিল থাকতে হবে। মুবতাদা একবচন হলে খবরটিও একবচন হবে, আবার মুবতাদা দ্বিবচন হলে খবরটিও দ্বিবচন হবে, আবার মুবতাদা বহুবচন হলে খবরটিও বহুবচন হবে। যেমন: أنا مسلم، أنتما سامعان، أنتم مسلمون। এখানে লক্ষ করুন, أنا শব্দটি مفرد আর তাই مسلم শব্দটাও مفرد আনা হয়েছে, أنتما শব্দটি تثنية আর তাই سامعان শব্দটাও تثنية আনা হয়েছে, أنتم শব্দটি جمع আর তাই مسلمون শব্দটাও جمع আনা হয়েছে।

তবে কিছু ক্ষেত্রে এর ভিন্নতাও রয়েছে, অর্থাৎ অনেক সময় মুবতাদা ও খবরের মাঝে মিল হয় না। তা হলো:–
(ক) মুবতাদা যদি অপার্থিব বা জড়বস্তুর বহুবচন (جمع لغير العاقل) হয় তাহলে মুবতাদা ও খবরের মাঝে মিল থাকে না। আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী মানবজাতী ছাড়া অন্য সব কিছুর বহুবচনকে مفرد مؤنث হিসাবে গণ্য করা হয়। অতএব مبتدأ কোন বহুবচন শব্দ হলে তার খবরটা واحد مؤنث হবে। যেমন: الكُتُبُ مُفِيْدَةٌ (বইগুলো উপকারী) এখানে الكُتُبُ বহুবচন হলেও তার খবর مُفِيْدَةٌ কে একবচন আনা হয়েছে।
(খ) খবরটি যদি اسم جامد হয় তাহলেও মুবতাদা ও খবরের মাঝে মিল থাকে না। অর্থাৎ খবরটি যদি কোন গুনবাচক শব্দ না হয়ে নির্দিষ্ট কোন সত্তার নাম বা জড় বস্তু

বুঝায় তবে লিঙ্গ বা বচনের ক্ষেত্রে মিল থাকা জরুরি নয়। যেমন: المرأةُ انسانٌ (নারী একজন মানুষ)।এখানে المرأةُ শব্দটি নির্দিষ্ট একটি নারী সত্তা বুঝায়, একক কোন নারী নয় । আর তাই তার খবরটি মুবতাদার সাথে কোন মিল নাই। অর্থাৎ বচন ও লিঙ্গের ক্ষেত্রে মিল নেই।

(গ) খবরটি যদি شبه الجملة হয় তাহলেও মুবতাদা ও খবরের মাঝে মিল থাকে না। অর্থাৎ খবরটি যদি جر-مجرور বা ظرف زمان\ظرف مكان হয়, তাহলে লিঙ্গ কিংবা বচনের কোন পরিবর্তনের সুযোগ থাকে না। যেমন: الرجل في الدار হোক বা المرأة في الدار হোক। উভয়টিই সঠিক। এখানে কোনটিই ভুল নয়।

সবক:৩

ضمير مجرور متصل

(৩) ضمير مجرور متصل : বলা হয় ওই যমিরকে যা হরফে যর অথবা মুযাফের সাথে মিলিত হয়ে আসে। এবং তারকিবে মাযরুর অথবা মুযাফ ইলাই হয়। অর্থাৎ হরফে যরের পরে যে জমিরটা মিলিত হয়ে আসে তাকে যমিরে মাজরুরের মুত্তাসিল বলে, এমনিভাবে ইসিমের সাথে যেই জমিরটা মিলিত হয়ে আসে তাকেউ যমিরে মাজরুরে মুত্তাসিল বলে। এমন জমির হলো ১৪ টি। যথা:-

يْ-نَا-كَ-كُمَا-كُمْ-كِ-كُمَا-كُنَّ-هُ-هُمَا-هُمْ-هَا-هُمَا-هُنَّ

তোমাদের	جمع مؤنث حاضر	كُنَّ	আমার	واحد متكلم	ي
তার	واحد مذكر غائب	هُ	আমাদের	جمع متكلم	نا
তাদের	تثنية مذكر غائب	هُمَا	তোমার	واحد مذكر حاضر	كَ
তাদের	جمع مذكر غائب	هُمْ	তোমাদের	تثنية مذكر حاضر	كُمَا
তার	واحد مؤنث غائب	هَا	তোমাদের	جمع مذكر حاضر	كُمْ
তাদের	تثنية مؤنث غائب	هُمَا	তোমার	واحد مؤنث حاضر	كِ
তাদের	جمع مؤنث غائب	هُمْ	তোমাদের	تثنية مؤنث حاضر	كُمَا

যদি যমিরে মাজরুরের মুত্তাসিল হরফে যরের সাথে মিলিত হয়ে আসে তাহলে তা মাযরুর হয়। অর্থাৎ তারকিব করার সময় হরফে জর কে হরফে জরি বলা হয়, আর যমিরে মাজরুরে মুত্তাসিল কে মাজরুর বলা হয়। আর যর-মাযরুর মিলে (متعلق) মুতাআল্লাক হয় (فعل) ফে'ল অথবা (شبه الفعل) শিবহুল ফে'লের সাথে যদি তা বাক্যে উল্যেখ থাকে। আর যদি বাক্যে উল্লেখ না থাকে তাহলে ফে'ল অথবা শিবহে ফে'ল মেনে তারকিব করতে হবে। যেমন:

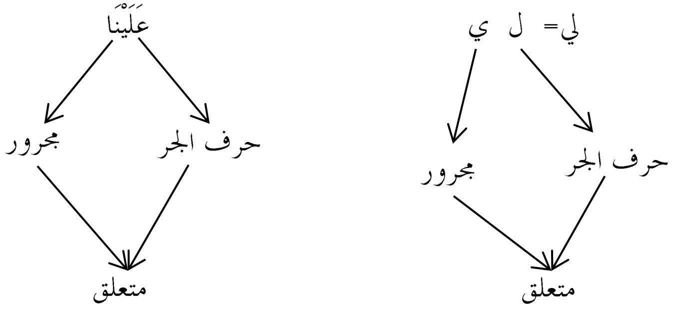

বি.দ্র. হরফে জর মোট ১৭ টি।

بِ-تَ-كَ-لِ-وَ-مُنْذُ-مُذْ-خَلَا-رُبَّ-حَاشَا-مِنْ-عَدَا-فِيْ-عَنْ-عَلي-حَتّي-إلي

কবিতা আকারে বলা হয়:

با و تا و كاف و لام و واو و منذ مذ خلا

رب حاشا من عدا في عن علي حتي الي

এই ১৭ টি হরফে জরের মধ্য হতে কিতাবে শুধু মাত্র ৭ টি হরফে জর উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো: من،في،الي،عن،علي،ل،ب

এই ৭ টিকে উল্লেখ করার কারণ হলো, এই ৭ টি হরফে জর যমিরে মাজরুরে মুত্তাসিলের সাথে অধিক প্রচলিত। বাকি হরফে জরের সাথে সাধারণত ব্যবহার হয় না। নিম্নে এই ৭ টি হরফে জর দিয়ে যমিরগুলোকে অর্থসহ উল্লেখ করা হলো:

আমার দিকে	اِلَيَّ	আমার মধ্যে	فِيَّ	আমার থেকে	مِنِّيْ
আমাদের দিকে	اِلَيْنَا	আমাদের মধ্যে	فِيْنَا	আমাদের থেকে	مِنَّا
তোমার দিকে	اِلَيْكَ	তোমার মধ্যে	فِيْكَ	তোমার থেকে	مِنْكَ
তোমাদের দিকে	اِلَيْكُمَا	তোমাদের মধ্যে	فِيْكُمَا	তোমাদের থেকে	مِنْكُمَا
তোমাদের দিকে	اِلَيْكُمْ	তোমাদের মধ্যে	فِيْكُمْ	তোমাদের থেকে	مِنْكُمْ
তোমার দিকে	اِلَيْكِ	তোমার মধ্যে	فِيْكِ	তোমার থেকে	مِنْكِ
তোমাদের দিকে	اِلَيْكُمَا	তোমাদের মধ্যে	فِيْكُمَا	তোমাদের থেকে	مِنْكُمَا
তোমাদের দিকে	اِلَيْكُنَّ	তোমাদের মধ্যে	فِيْكُنَّ	তোমাদের থেকে	مِنْكُنَّ
তার দিকে	اِلَيْهِ	তার মধ্যে	فِيْهِ	তার থেকে	مِنْهُ
তাদের দিকে	اِلَيْهِمَا	তাদের মধ্যে	فِيْهِمَا	তাদের থেকে	مِنْهُمَا
তাদের দিকে	اِلَيْهِمْ	তাদের মধ্যে	فِيْهِمْ	তাদের থেকে	مِنْهُمْ
তার দিকে	اِلَيْهَا	তার মধ্যে	فِيْهَا	তার থেকে	مِنْهَا
তাদের দিকে	اِلَيْهِمَا	তাদের মধ্যে	فِيْهِمَا	তাদের থেকে	مِنْهُمَا
তাদের দিকে	اِلَيْهِنَّ	তাদের মধ্যে	فِيْهِنَّ	তাদের থেকে	مِنْهُنَّ

আমার জন্য	لِيْ	আমার উপর	عَلَيَّ	আমার হতে	عَنِّيْ
আমাদের জন্য	لَنَا	আমাদের উপর	عَلَيْنَا	আমাদের হতে	عَنَّا
তোমার জন্য	لَكَ	তোমার উপর	عَلَيْكَ	তোমার হতে	عَنْكَ
তোমাদের জন্য	لَكُمَا	তোমাদের উপর	عَلَيْكُمَا	তোমাদের হতে	عَنْكُمَا
তোমাদের জন্য	لَكُمْ	তোমাদের উপর	عَلَيْكُمْ	তোমাদের হতে	عَنْكُمْ
তোমার জন্য	لَكِ	তোমার উপর	عَلَيْكِ	তোমার হতে	عَنْكِ
তোমাদের জন্য	لَكُمَا	তোমাদের উপর	عَلَيْكُمَا	তোমাদের হতে	عَنْكُمَا
তোমাদের জন্য	لَكُمْ	তোমাদের উপর	عَلَيْكُنَّ	তোমাদের হতে	عَنْكُنَّ
তার জন্য	لَهُ	তার উপর	عَلَيْهِ	তার হতে	عَنْهُ
তাদের জন্য	لَهُمَا	তাদের উপর	عَلَيْهِمَا	তাদের হতে	عَنْهُمَا
তাদের জন্য	لَهُمْ	তাদের উপর	عَلَيْهِمْ	তাদের হতে	عَنْهُمْ
তার জন্য	لَهَا	তার উপর	عَلَيْهَا	তার হতে	عَنْهَا
তাদের জন্য	لَهُمَا	তাদের উপর	عَلَيْهِمَا	তাদের হতে	عَنْهُمَا
তাদের জন্য	لَهُنَّ	তাদের উপর	عَلَيْهِنَّ	তাদের হতে	عَنْهُنَّ

তাদের সাথে	بِهِمْ	তোমার সাথে	بِكِ	আমার সাথে	بِيَّ
তার সাথে	بِهَا	তোমাদের সাথে	بِكُمَا	আমাদের সাথে	بِنَا
তাদের সাথে	بِهِمَا	তোমাদের সাথে	بِكُنَّ	তোমার সাথে	بِكَ
তাদের সাথে	بِهِنَّ	তার সাথে	بِهِ	তোমাদের সাথে	بِكُمَا
		তাদের সাথে	بِهِمَا	তোমাদের সাথে	بِكُمْ

সবক:৪

আর যদি জমিরে মাজরুরে মুত্তাসিল اسم এর সাথে মিলিত হয়ে আসে তাহলে জমিরে মাজরুরে মুত্তাসিল তারকিবে مضاف اليه হবে, আর اسم টি مضاف হবে। আর মুযাফ ও মুযাফ ইলাই মিলে (مركب إضافي) মুরাক্কাবে ইযাফি হয়। আর মুরাক্কাবে ইযাফি সবসময় বাক্যের অংশ হয়, পরিপূর্ন বাক্য হয় না।

তারকিব

বি.দ্র. এখানে دار শব্দটি একটি ইসম। এর সাথে বা যেকোনো ইসিমের সাথে যদি কোন ضمير মিলে আসে তাহলে বুঝতে হবে এটাও ضمير مجرور متصل । আর তারকিব করার সময় সেই প্রথমে আসা ইসিমটিই হবে مضاف আর তার সাথে আসা জমিরটি হবে مضاف اليه । তবে মনে রাখতে হবে مركب إضافي সবসময় বাক্যের অংশ হয়, পরিপূর্ন বাক্য হয় না। তাহলে এটা পূর্ণ বাক্য কখন হবে? যখন এই مركب إضافي এর আগে বা পরে অন্য কোন ইসিম বা ফেয়েল থাকবে। যেমন:-

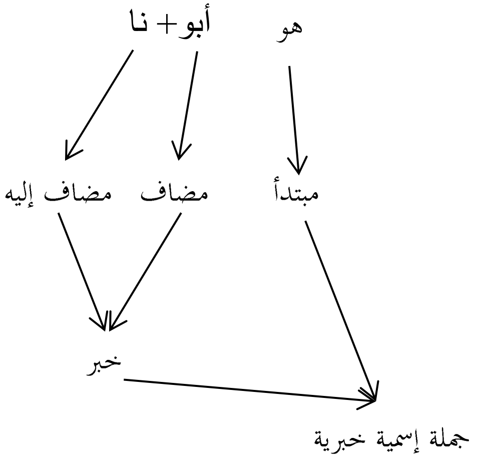

বি.দ্র. ফায়েদা-(১): এখানে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পায় مضاف الیه ও مضاف এর পূর্বে একটা هو অর্থাৎ ضمير مرفوع متصل এসেছে। আর আমরা ইতিপূর্বেই ২ নং সবকের মধ্যে জেনেছি যে ضمير مرفوع متصل যদি বাক্যের শুরুতে আসে তাহলে তা তারকিবে مبتدأ হয়। আর সেই নিয়ম অনুযায়ী এখানেও هو টা مبتدأ হবে। এবং ابونا মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহি মিলে خبر হবে।

ফায়েদা-(২): مضاف الیه ও مضاف যদি বাক্যের শুরুতে আসে তাহলে مركب اضافي হয়ে مبتدأ হবে। আর যদি বাক্যের শুরুতে না এসে ইসিম এর পরে আসে তাহলে مركب اضافي হয়ে خبر হবে। আর যদি فعل এর পরে আসে তাহলে فاعل অথবা নائب فاعل অথবা مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فيه،حال،مجرور،معطوف عليه হতে পারে। আমরা বুঝার জন্য নিম্নে প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ উল্ল্যেখ করবো। ইনশাআল্লাহ!

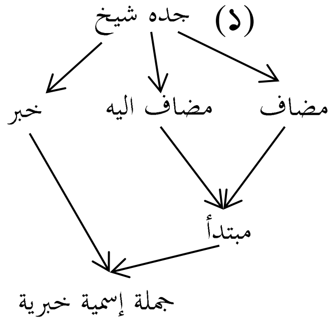

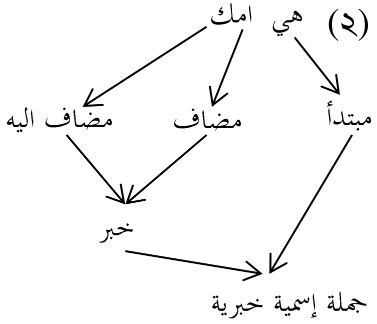

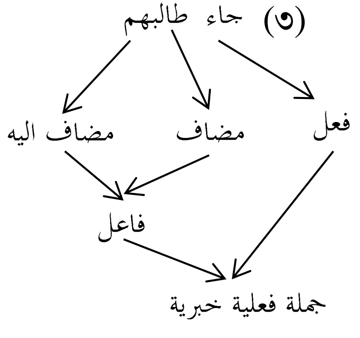

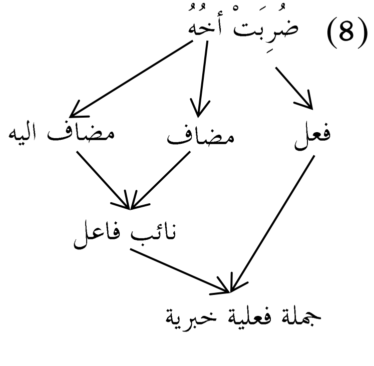

(৫)

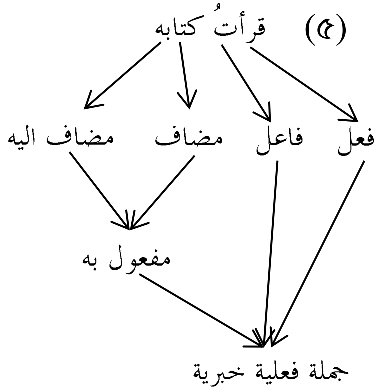
قرأتُ كتابه
فعل
فاعل
مضاف
مضاف اليه
مفعول به
جملة فعلية خبرية

(৬)

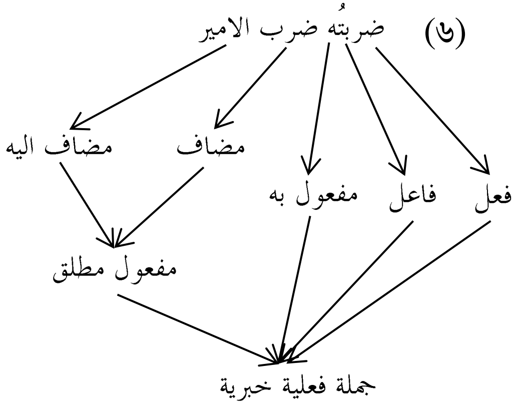
ضربتُه ضرب الامير
فعل
فاعل
مفعول به
مضاف
مضاف اليه
مفعول مطلق
جملة فعلية خبرية

(৭)

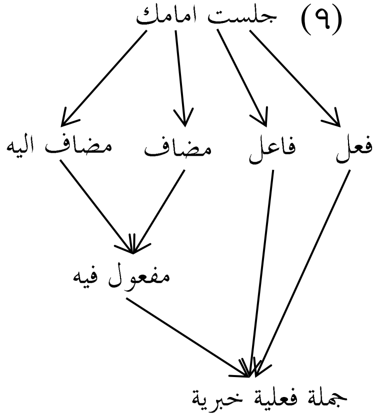
جلستُ امامكَ
فعل
فاعل
مضاف
مضاف اليه
مفعول فيه
جملة فعلية خبرية

(৮)

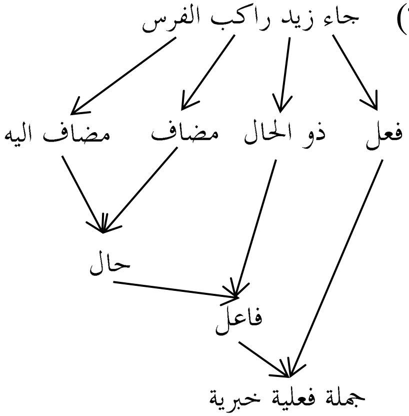
جاء زيدٌ راكبَ الفرس
فعل
ذو الحال
مضاف
مضاف اليه
حال
فاعل
جملة فعلية خبرية

(৯)

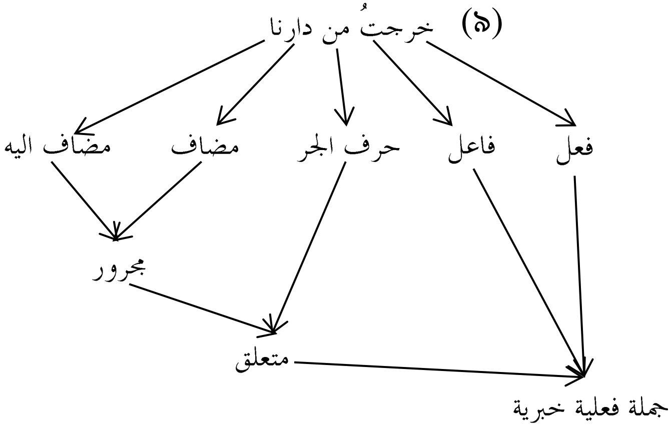
خرجتُ من دارنا
فعل
فاعل
حرف الجر
مضاف
مضاف اليه
مجرور
متعلق
جملة فعلية خبرية

(১০) بنتُكَ جالسةٌ و بنتُهَا نائمةٌ

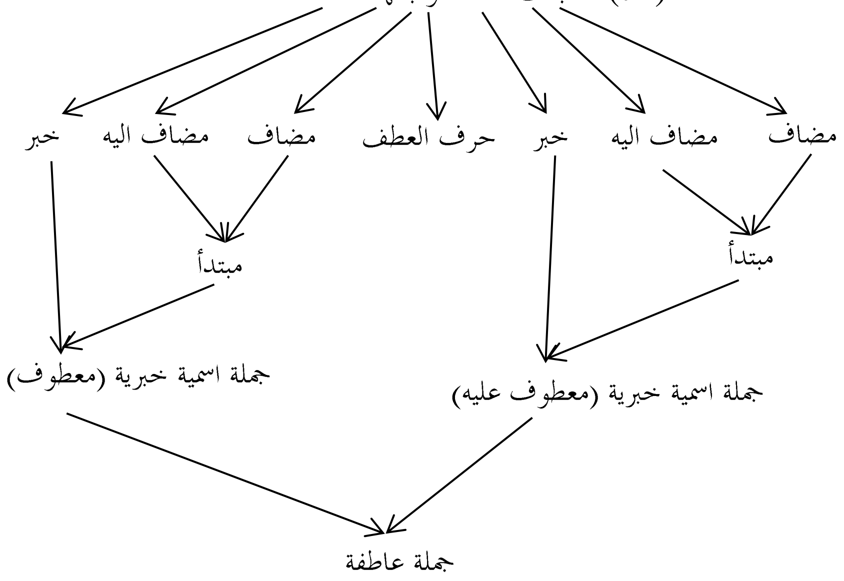

সবক:৫

ضمير منصوب متصل

(৪) ضمير منصوب متصل : বলা হয় (مفعول) মাফউল এর ওই (ضمير) যমির কে যা ফে'লের সাথে মিলে আসে। এবং তারকিবে (مفعول به) মাফউলে বিহি হয়। এমন যমির হলো ১৪ টি। যথা:-

نِيْ، نَا، كَ، كُمَا، كُمْ، كِ، كُمَا، كُنَّ، هُ، هُمَا، هُمْ، هَا، هُمَا، هُنَّ

نِيْ	আমাকে	كِ	তোমাকে	هُمْ	তাদেরকে
نَا	আমাদেরকে	كُمَا	তোমাদেরকে	هَا	তাকে
كَ	তোমাকে	كُنَّ	তোমাদেরকে	هُمَا	তাদেরকে
كُمَا	তোমাদেরকে	هُ	তাকে	هُنَّ	তাদেরকে
كُمْ	তোমাদেরকে	هُمَا	তাদেরকে		

তারকিব

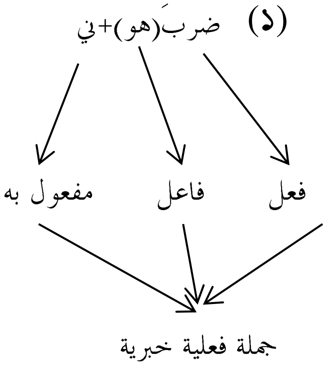

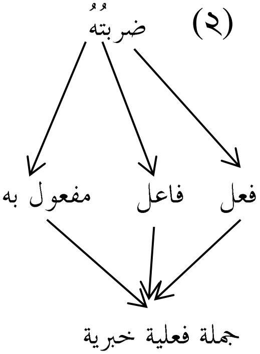

বি.দ্র. (১) মাফউলে বিহি বলা হয় যার উপর فاعل এর فعل পতিত হয়।

(২) মনে রাখতে হবে ضمير منصوب متصل টা ضمير مرفوع متصل এর পরে থাকবে। সহজভাবে বলতে গেলে আমরা যে সিগাগুলো মিজানের মধ্যে পড়েছি প্রত্যেকটি সিগার সাথেই যমিরে মারফুয়ে মুত্তাসিল যুক্ত থাকে যেমনটি আমরা ১ নং সবকের মধ্যে পড়েছি। এখন যদি কোথাও দেখা যায় যে ওই যমিরগুলোর পরেও অন্য আলাদা কোন যমির সেই যমিরগুলোর সাথে মিলে এসেছে, সেই যমির গুলোকেই ضمير منصوب متصل বলা হয়। যেগুলোকে তারকিবে مفعول به বলা হয়।

যেমন: ضربتُهُ এখানে লক্ষ্য করুন, আমরা আগেই পড়েছি যে ضرب হলো মূল ফেয়েল। আর تُ হলো ضمير مرفوع متصل যা ফায়েল হয়েছে। এরপরে লক্ষ্য করুন, এখানে ضربتُ এর পরে একটা هُ যুক্ত হয়েছে এটাই হলো ضمير منصوب متصل যা তারকিবে مفعول به হয়েছে।

সবক:৬

এই সবকের মধ্যে নতুন কোন পড়া নেই। এটা ৫ নং সবকের অনুশীলন। তবে এখানে কিছু পাথ্যর্ক রয়েছে যা বুঝার জন্য আমরা প্রথমে তারকিব করবো, এরপর আমরা দেখবো যে কি পাথ্যর্ক রয়েছে।

(১)
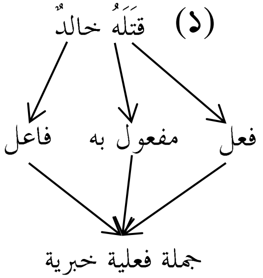

(২)
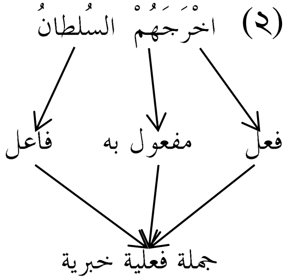

বি.দ্র. (১) উপরে একটু ভালো করে খেয়াল করলেই আমরা বুঝতে পারবো! ইতিপূর্বে আমরা যতগুলো فعل পরেছি সবগুলো فعل এর فاعل ছিলো ضمير مرفوع متصل। কিন্তু এখানে ضمير টা فاعل হয়নি বরং সরাসরি اسم ظاهر বা প্রকাশ্য ইসম فاعل হয়েছে। আর তা হলো خالد\السلطان শব্দটি। যদি خالد\السلطان উল্লেখ না থাকতো তাহলে قتل\اخرج এর মধ্যে فاعل হতো هو গোপন যমিরটি।

(২) فاعل যদি ضمير না হয়ে اسم ظاهر হয় তাহলে তা সবসময় رفع হবে।

(৩) যেই اسم ظاهر টা فاعل হবে তার শুরুতে যদি ال না হয় তাহলে رفع হিসাবে তার উপর দুই পেশ হবে। যেমন: قتله خالدٌ এর মধ্যে دال এর উপর দুই পেশ হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি اسم ظاهر এর শুরুতে ال হয় তাহলে رفع হিসাবে তার উপর দুই পেশের পরিবর্তে শুধু এক পেশ হবে। যেমন: أخرجهم السلطانُ এখানে দেখেন السلطانُ ইসমটি فاعل কিন্তু দুই পেশ না হয়ে এক পেশ হয়েছে। এর কারণ হলো ال তানভীনকে কবুল করে না। অর্থাৎ যেই শব্দের শুরুতে ال থাকে সেই শব্দের শেষে কখনই তানভীন হয় না। যেমন: كِتَابٌ হবে الكِتَابٌ হবে না, বরং الكتابُ হবে।

সবক:৭

ضمير منصوب منفصل

(৫) ضمير منصوب منفصل : বলা হয় (مفعول) মাফউল বা কৃত এর ওই (ضمير) যমির কে যা, ফে'লের সাথে মিলিত হয়ে আসে না। এবং তারকিবে (مفعول به مقدَّم)

মাফউলে বিহি মুকাদ্দাম হয়। তবে যমিরে মানসুবে মুনফাসিল সবসময় ফে'লের পূর্বে আসে কখনই ফে'লের পরে আসে না। এবং অর্থের মধ্যে تخصيص (সীমাবদ্ধতা বা কেবল তাকেই বোঝানো) এর অর্থ নিয়ে আসে। যেমন: إياك نعبد - (আমরা তোমারই ইবাদাত করি) । পক্ষান্তরে যদি এভাবে না এসে নعبدك এভাবে আসতো, তাহলে এর অর্থ হতো: (আমরা তোমার ইবাদাত করি)। ضمير منصوب منفصل মোট ১৪ টি। যথা:-

আমিই (একজন পুরুষ/মহিলা)	واحد متكلم	اِيَّايَ
আমরাই (সকল পুরুষ/মহিলা)	جمع متكلم	اِيَّانَا
তুমিই (একজন পুরুষ)	واحد مذكر حاضر	اِيَّاكَ
তোমরাই (দুইজন পুরুষ)	تثنية مذكر حاضر	اِيَّاكُمَا
তোমরাই (সকল পুরুষ)	جمع مذكر حاضر	اِيَّاكُمْ
তুমিই (একজন মহিলা)	واحد مؤنث حاضر	اِيَّاكِ
তোমরাই (দুইজন মহিলা)	تثنية مؤنث حاضر	اِيَّاكُمَا
তোমরাই (সকল মহিলা)	جمع مؤنث حاضر	اِيَّاكُنَّ
সেই (একজন পুরুষ)	واحد مذكر غائب	اِيَّاهُ
তারাই (দুইজন পুরুষ)	تثنية مذكر غائب	اِيَّاهُمَا
তারাই (সকল পুরুষ)	جمع مذكر غائب	اِيَّاهُمْ
সেই (একজন পুরুষ)	واحد مؤنث غائب	اِيَّاهَا
তারাই (দুইজন পুরুষ)	تثنية مؤنث غائب	اِيَّاهُمَا
তারাই (সকল পুরুষ)	جمع مؤنث غائب	اِيَّاهُنَّ

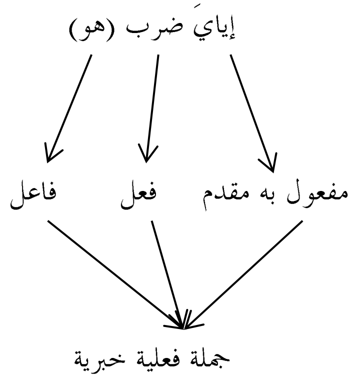
إيايَ ضرب (هو)
مفعول به مقدم
فعل
فاعل
جملة فعلية خبرية

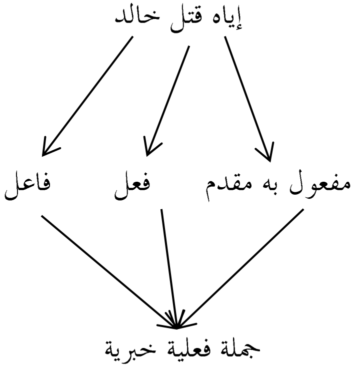
إياه قتل خالدٌ
مفعول به مقدم
فعل
فاعل
جملة فعلية خبرية

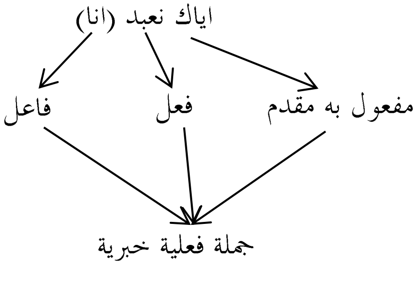
اياك نعبد (انا)
مفعول به مقدم
فعل
فاعل
جملة فعلية خبرية

সবক:৮

ماضي معروف

ماضي معروف: বলা হয় ওই فعل কে যার দ্বারা অতীত কালে কোন কাজ করা হওয়া বুঝায় এবং তার فاعل বা কর্তা জানা থাকে। যেমন: جاء সে এসেছে।

ماضي معروف গঠনের নিয়ম: ماضي معروف মূলত গঠিত হয় মাছদার থেকে। প্রথমে মাছদার থেকে তার আলামত ال কে ফেলে দিতে হবে। অতঃপর فاء ও لام কালিমাতে যবর দিতে হবে। এবং عين কালিমাতে তার বাব অনুযায়ী যবর, যের, পেশ দিতে হবে। তাহলেই ماضي معروف গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: النصر থেকে نَصَرَ।

তারকিব

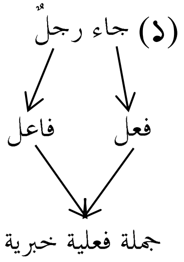

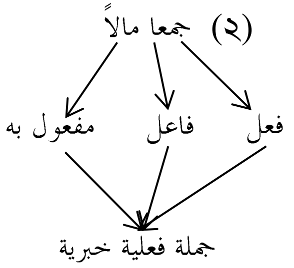

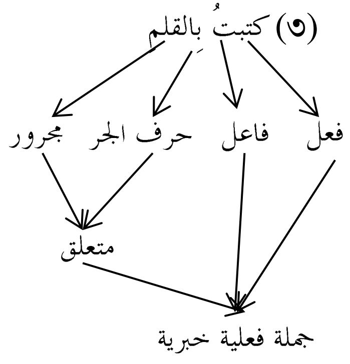

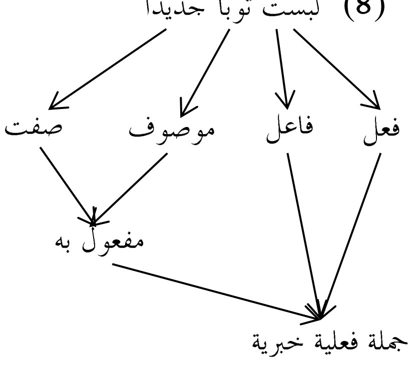

বি.দ্র. ১ নং তারকিবের দিকে একটু লক্ষ্য করি। আমরা ইতিপূর্বে পড়েছি ضمير مرفوع متصل যা ফেয়েলের সাথে মিলিত থাকে তা فاعل হয়। আর ২ টি ছিগার ضمير গোপন থাকে তা হলো واحد مذكر غائب ও واحد مؤنث غائب । এখানে আমরা একটা নতুন বিষয় জানবো আর তা হলো শুধু ضمير مرفوع متصل নয় বরং فعل ও فعلتْ এর পরে যদি কোন اسم ظاهر বাক্যে উল্যেখ থাকে তবে সেটিও فاعل হতে পারে। যেমন: جاء رجلٌ এর মধ্যে رجلٌ টা فاعل হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে فعل ও فعلتْ ব্যাতিত অন্য ছিগার পরে اسم ظاهر উল্যেখ থাকলেও তা فاعل হবে। কারণ অন্য **১২** টি ছিগার فاعل একমাত্র ضمير مرفوع متصل হবে।

সবক:৯

ماضي قريب و ماضي بعيد

ماضي قريب: বলা হয় ওই فعل কে যার দ্বারা নিকটবর্তী অতীতকালে কোন কাজ করা বা হওয়া বুঝায়। যেমন: قد ضرب সে মারল।

ماضي قريب গঠনের নিয়ম: ماضي مطلق এর শুরুতে قد বাড়িয়ে দিলেই ماضي قريب গঠিত হয়ে যায়। এবং ماضي এর মধ্যে يقين বা নিশ্চিত বিশ্বাসের অর্থও চলে আসে। যেমন: قد ضرب নিশ্চয় সে মারল। তবে মনে রাখতে হবে এই قد তারকিবের মধ্যে তার কোন আলাদা অবস্থান নেই।

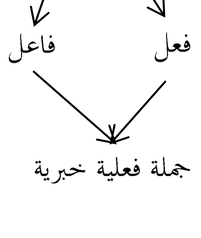

ماضي بعيد: বলা হয় ওই فعل কে যার দ্বারা দূরবর্তী অতিতকালে কোন কাজ করা বা হওয়া বুঝায়। যেমন: كان ضرب সে মেরেছিল।

ماضي بعيد গঠনের নিয়ম: ماضي مطلق এর শুরুতে كان এর গরদান বাড়িয়ে দিলেই ماضي بعيد গঠিত হয়ে যায়। যেমন: كان ضرب । তবে মনে রাখতে হবে এই كان ও তারকিবের মধ্যে তার কোন আলাদা অবস্থান নেই।

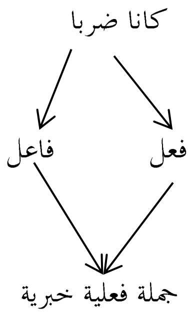

সবক:১০

এই সবকে আমরা ৫ প্রকার যমিরগুলোকে উদাহরণ থেকে বের করবো।

أنا ضربتُهُ بالعصا		كانوا طلبُوْنِيْ	
أنا	ضمير مرفوع منفصل	وْ	ضمير مرفوع منفصل
تُ	ضمير مرفوع متصل	نِيْ	ضمير منصوب متصل
هُ	ضمير منصوب متصل		
قد أطْعَمْتَهُمْ		سَأَلَهَا	
تَ	ضمير مرفوع متصل	هو	ضمير مرفوع متصل(مستتر)
هُمْ	ضمير منصوب متصل	هَا	ضمير منصوب متصل

كُنَّا أَخْرَجْنَاكُمْ		قَدْ أَيْقَظَتْنَا	
نَا	ضمير مرفوع متصل	هي	ضمير مرفوع متصل (مستتر)
كُمْ	ضمير منصوب متصل	نَا	ضمير منصوب متصل

كُنَّ أَدْخَلْنَكَ		إِيَّاكُنَّ مَنَعَا	
نَ	ضمير مرفوع متصل	إِيَّاكُنَّ	ضمير منصوب منفصل
كَ	ضمير منصوب متصل	ا	ضمير مرفوع متصل

كُنْتَ أَكْرَمْتَهُمْ		قَدْ أَنْذَرْتُمُوهُمْ	
تَ	ضمير مرفوع متصل	و	ضمير مرفوع متصل
هُمْ	ضمير منصوب متصل	هُمْ	ضمير منصوب متصل

كَانَا طَلَبَاكَ		أَنَا عَلَّمْتُكُمَا	
ا	ضمير مرفوع متصل	أنا	ضمير مرفوع منفصل
كَ	ضمير منصوب متصل	تُ	ضمير مرفوع متصل
		كُمَا	ضمير منصوب متصل

كُنْتُمَا عَرَفْتُمَاهُمْ		إِيَّاهَا أَمَرْنَا	
تُمَا	ضمير مرفوع متصل	إِيَّاهَا	ضمير منصوب منفصل
هُمْ	ضمير منصوب متصل	نَا	ضمير مرفوع متصل

قَدْ أَخْرَجَتَاهُ		إِيَّاهُمْ جَرَّبْنَا	
ا	ضمير مرفوع متصل	إِيَّاهُمْ	ضمير منصوب منفصل
هُ	ضمير منصوب متصل	نَا	ضمير مرفوع متصل

هُمْ أَعَانُوْكُمْ		قَدْ مَنَعَانِيْ	
هُمْ	ضمير مرفوع منفصل	ا	ضمير مرفوع متصل
وْ	ضمير مرفوع متصل	نِيْ	ضمير منصوب متصل
كُمْ	ضمير منصوب متصل		

كَانَتْ سَأَلَتْكُمْ			
هي	ضمير مرفوع متصل (مستتر)		
كُمْ	ضمير منصوب متصل		

সবক:১১

ماضي مجهول

ماضي مجهول: ওই فعل কে বলে যার দ্বারা অতীত কালে কোন কাজ করা বা হওয়া বুঝায়। এবং তার কর্তা জানা থাকে না যেমন: قتل زيدٌ যায়েদকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু কে হত্যা করেছে তা জানা নাই। তবে صيغة المجهول এর ক্ষেত্রে مفعول به কে فاعل এর স্থানে রেখে তারকিব করতে হবে। তখন مفعول به কে نائب فاعل বলা হবে। অর্থাৎ مفعول به টাই এখন فاعل এর স্থানে থেকে তারকিব হবে।

ماضي مجهول গঠনের নিয়ম: প্রথমে لام كلمة তে যবর দিতে হবে এবং লাম কালিমার পূর্বের হরফে كسرة বা যের না থাকলে যের দিতে হবে। আর অবশিষ্ট সকল হরকত যুক্ত হরফগুলোকে পেশ দিলেই ماضي مجهول واحد غائب এর ছিগাহ্ গঠিত হয়ে যাবে। বাকি ১৩ ছিগার জন্য শেষে শুধুমাত্র ضمير مرفوع متصل যোগ করলেই পূর্ণ ماضي مجهول এর গরদান গঠিত হয়ে যাবে। যেমন:

সে (একজন পুরুষ) নিহত হয়েছে	واحد مذكر غائب	قُتِلَ
তারা (দুইজন পুরুষ) নিহত হয়েছে	تثنية مذكر غائب	قُتِلاَ
তারা (সকল পুরুষ) নিহত হয়েছে	جمع مذكر غائب	قُتِلُوْا
সে (একজন পুরুষ) নিহত হয়েছে	واحد مؤنث غائب	قُتِلَتْ
তারা (দুইজন পুরুষ) নিহত হয়েছে	تثنية مؤنث غائب	قُتِلَتَا
তারা (সকল পুরুষ) নিহত হয়েছে	جمع مؤنث غائب	قُتِلْنَ
তুমি (একজন পুরুষ) নিহত হয়েছ	واحد مذكر حاضر	قُتِلْتَ
তোমরা (দুইজন পুরুষ) নিহত হয়েছ	تثنية مذكر حاضر	قُتِلْتُمَا
তোমরা (সকল পুরুষ) নিহত হয়েছ	جمع مذكر حاضر	قُتِلْتُمْ
তুমি (একজন মহিলা) নিহত হয়েছ	واحد مؤنث حاضر	قُتِلْتِ
তোমরা (দুইজন মহিলা) নিহত হয়েছ	تثنية مؤنث حاضر	قُتِلْتُمَا
তোমরা (সকল মহিলা) নিহত হয়েছ	جمع مؤنث حاضر	قُتِلْتُنَّ
আমি নিহত হয়েছি	واحد متكلم	قُتِلْتُ
আমরা নিহত হয়েছি	جمع متكلم	قُتِلْنَا

তারকিব

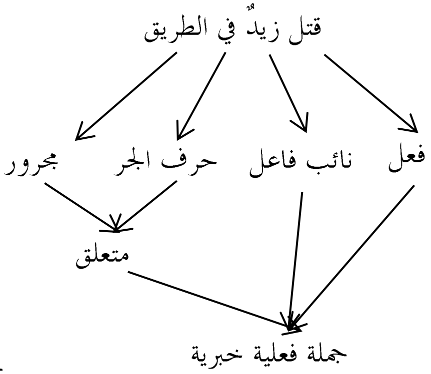

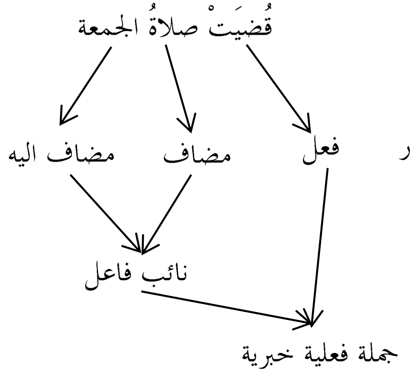

সবকঃ ১২

فعل مضارع

فعل مضارع বলা হয় ওই فعل কে যার দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা হওয়া বুঝায়। যেমন: يفعل সে করেছে বা করবে।

فعل مضارع এর গঠন প্রণালী: فعل مضارع সাধারণত فعل ماضي থেকে গঠিত হয়। فعل ماضي এর প্রথম হরফ فاء কালিমাতে সাকিন করে فعل مضارع এর আলামত ا،ت،ي،ن এই ৪টি হরফের যে কোন একটি হরফ যুক্ত করে শেষ অক্ষর لام কালিমাতে পেশ দিলেই فعل مضارع গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: حَمِدَ থেকে يَحْمَدُ ।
আর ৭ ছিগার শেষে نون إعرابي যুক্ত হবে। সেগুলো হলো: চার تثنية দুই جمع مذكر حاضر و غائب এবং এক واحد مؤنث حاضر।
যেমন: يفعلان،تفعلان،تفعلان،تفعلان،يفعلون،تفعلون،تفعلين । আর جمع مؤنث غائب و حاضر এর নূন যেমন মাঝি এর মধ্যে ছিল ঠিক তেমনি مضارع এর মধ্যেও থাকবে।
যেমন: يفعلْنَ،تفعلْنَ ।

তারকিব

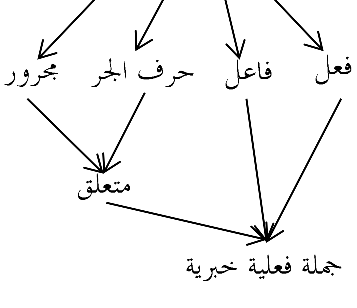

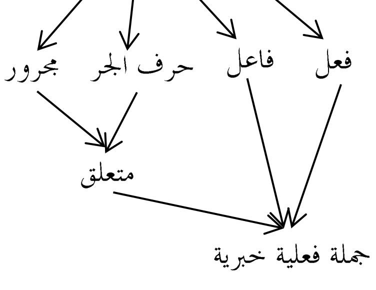

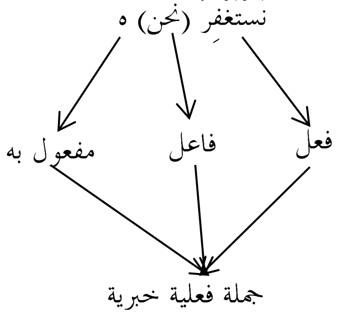

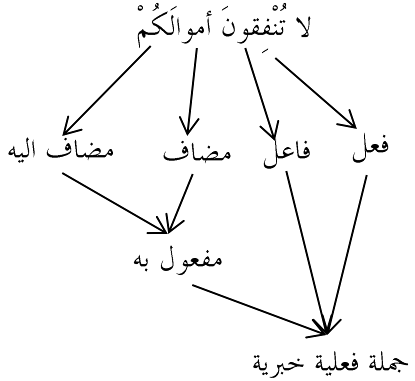

বি.দ্র. فعل ماضي ও فعل مضارع এর তারকিব একই রকম। فعل ماضي এর মতো فعل مضارع এর মধ্যেও ضمير مرفوع متصل ফায়েল হয়। তবে فعل ماضي এর ২ ছিগাতে ضمير গোপন থাকে, আর فعل مضارع এর পাঁচ ছিগাতে যমির গোপন থাকে। আর তা হলো واحد مذكر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذكر حاضر، واحد متكلم، جمع متكلم। যেমন:

اَنْتَ	واحد مذكر حاضر	تفعل	هو	واحد مذكر غائب	يفعل
اَنَا	واحد متكلم	أفعل	هي	واحد مؤنث غائب	تفعل
			نَحْنُ	جمع متكلم	نفعل

সবকঃ ১৩

ماضي استمراري

ماضي استمراري: বলা হয় ওই فعل কে যার দ্বারা অতীত কালে কোন কাজ ব্যাপক সময় পর্যন্ত করতেছিল বা হচ্ছিল বুঝায় এবং তার فاعل বা কর্তা জানা থাকে, তাকে ماضي استمراري বলে। যেমন: كان يضرب সে মারতো, বা মারতেছিল।

ماضي استمراري **গঠনের নিয়ম:** فعل مضارع **এর গরদানের শুরুতে** كان **এর গরদান বাড়িয়ে দিলেই** ماضي استمراري **গঠিত হয়ে যায়। তবে তারকিবের ক্ষেত্রে** كان **এর বিশেষ কোন স্থান নেই।**

তারকিব

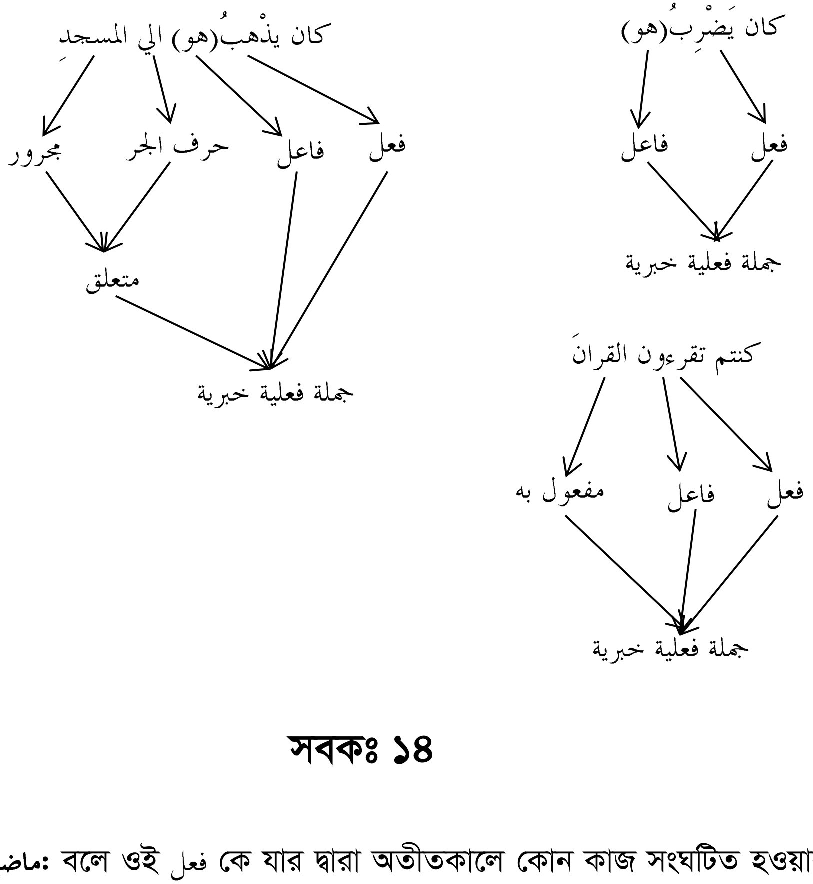

সবকঃ ১৪

ماضي احتمالي: বলে ওই فعل কে যার দ্বারা অতীতকালে কোন কাজ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ বুঝায়। যেমন: لعلما ضرب সম্ভবত সে প্রহার করেছে।

ماضي احتمالي গঠনের নিয়ম: ماضي مطلق এর শুরুতে لعلما শব্দটি বাড়িয়ে দিলেই ماضي احتمالي গঠিত হয়ে যায়। আর তারকিবের ক্ষেত্রে এর কোন আলাদা স্থান নাই।

তারকিব

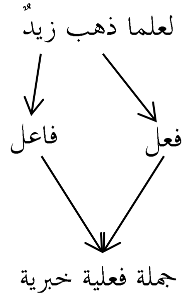

ماضي تمّنائي: ওই فعل কে বলে যার দ্বারা অতীতকালে কোন কাজ করার ব্যাপারে আকাঙ্খা বুঝায়। যেমন: ليتما ضرب যদি সে মারতো।

ماضي تمّنائي গঠনের পদ্ধতি: ماضي مطلق এর শুরুতে ليتما শব্দটি বাড়িয়ে দিলেই ماضي تمّنائي গঠিত হয়ে যায়। আর তারকিবের ক্ষেত্রে এর কোন আলাদা স্থান নেই।

তারকিব

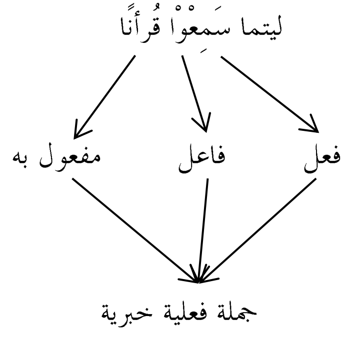

সবকঃ ১৫

এখানে নতুন কোন পড়া নেই। তবে এই অধ্যায়ের মধ্যে তারকিবের ক্ষেত্রে مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور হয় ও مفعول به হয় এটা দেখানো হয়েছে। যা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। প্রত্যেকটি তারকিব একই রকম।

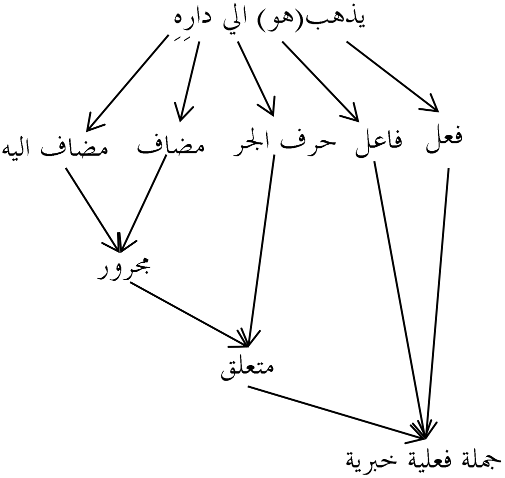

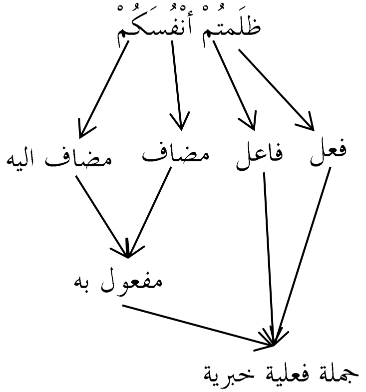

সবকঃ ১৬

مضارع بالَنْ

مضارع بالن معروف ওই فعل কে বলে যার দ্বারা ভবিষ্যৎ কালে কোন কাজ করবে না বা হবে না এ ব্যাপারে দৃঢ়তা বুঝায় এবং তার فاعل বা কর্তা জানা থাকে। যেমন- لَنْ يَّفْعَلَ সে কখনো করবে না।

مضارع بالن معروف গঠনের পদ্ধতি : فعل مضارع معروف-এর পূর্বে لن যোগ করলেই مضارع بالنْ معروف গঠিত হয়ে যায়। এবং لنْ আসার কারণে فعل مضارع এর মধ্যে দুই ধরনের পরিবর্তন হয়। এক. শাব্দিক পরিবর্তন, দুই, আর্থিক পরিবর্তন।

এক. শব্দগত ভাবে ৩ টি পরিবর্তন আসে। আর তা হলো:-

(১) لنْ এসে পাঁচটি ছিগার শেষে نَصْب বা যবর দেয়। সেই পাঁচটি সীগাহ হলো:

واحد مذكر غائب (يفعل)، واحد مؤنث غائب (تَفْعَلُ)، واحد مذكر حاضر (تفعَلُ)،

واحد متكلم (أفْعَلُ)، جمع متكلم (نفْعَلُ)

(২) সাতটি ছিগাহ হতে نُون اعرابى-কে বিলুপ্ত করে দেয়। সে সাতটি সীগাহ হল:

চার تثنية **দুই** حاضر و غائب جمع مذكر আর واحد مؤنث حاضر এর এক ছিগাহ। (অর্থাৎ (تفعلان،تفعلان،تفعلان،يفعلان،تفعلون،تفعلين)

(৩) দুই সীগাতে কোন পরিবর্তন করে না। সেই দুইটি ছিগাহ হলো: (১)- جمع مؤنث حاضر(تَفْعَلْنَ)-(২) غائب(يفعلنَ)

দুই. অর্থের দিক থেকে দুইটি পরিবর্তন আসে। আর তা হলো:-

(১) এই لَن হাঁ-বাচক অর্থকে দৃঢ়তাসূচক না-বাচক করে দেয়।

(২) এবং فعل مُضَارِع কে مستقبل (ভবিষ্যৎ কাল)-এর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়। অর্থাৎ, لن আসার পর فعل مضارع এর মধ্যে আর বর্তমান কালের অর্থ থাকে না বরং তা ভবিষ্যৎ কালের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

مضارع بالنْ مجهول: বলা ওই فعل কে বলে যার দ্বারা ভবিষ্যৎ কালে কোন কাজ করবে না বা হবে না এ ব্যাপারে দৃঢ়তা বুঝায় এবং তার فاعل বা কর্তা জানা থাকে না। যেমন- لَنْ يُفْعَلَ তাকে কখনোই করা হবে না।

এর গঠন পদ্ধতি مضارع بالن معروف এর মতোই। مضارع مجهول এর শুরুতে لن যোগ করলেই مضارع بالنْ مجهول গঠিত হয়ে যাবে। এবং لن আসার কারণে مضارع بالن معروف এর মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে ঠিক একই পরিবর্তন مضارع بالنْ مجهول এর মধ্যেও হবে।

তারকিব

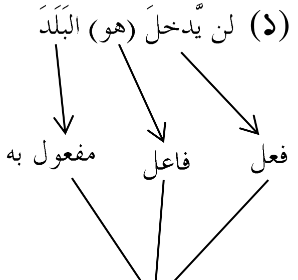

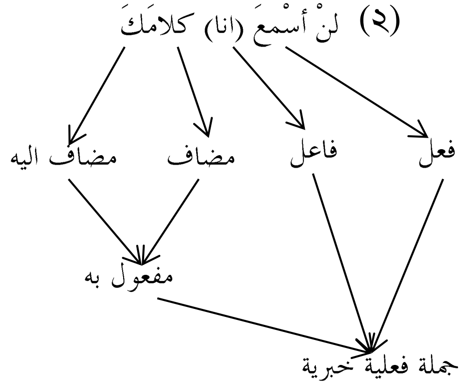

(৩) لن نُشْرِكَ (نحن)بِرِبِّنَا احَدً

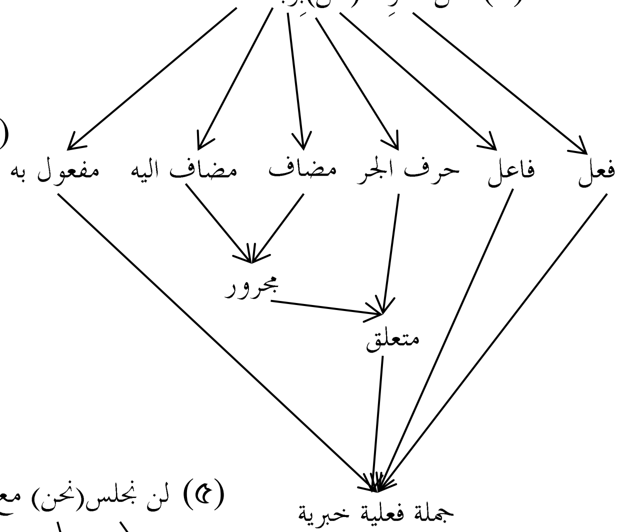

(৪) لن تُضْرَبَ (أنْتَ)اليَوْمَ

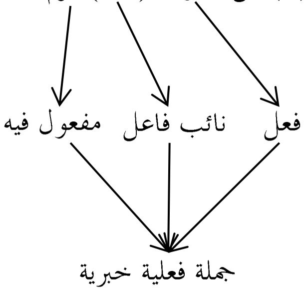

(৫) لن نجلس(نحن) مع الفساق

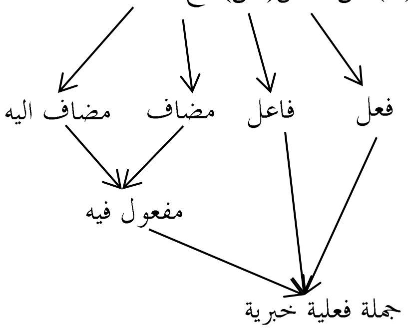

সবকঃ ১৭

مضارع بالمْ

مضارع بالمْ ওই فعل কে বলে যার দ্বারা অতীত কালে কোন কাজ করেনি না বা করা হয়নি এ ব্যাপারে দৃঢ়তা বুঝায় এবং তার فاعل বা কর্তা জানা থাকে। যেমন- لمْ يَفْعَلْ সে করেনি।

مضارع بالَمْ معروف গঠনের পদ্ধতি : فعل مضارع معروف-এর পূর্বে لَمْ যোগ করলেই مضارع بالَمْ معروف গঠিত হয়ে যায়। এবং لَمْ আসার কারণে فعل مضارع এর মধ্যে দুই ধরনের পরিবর্তন হয়। এক. শাব্দিক পরিবর্তন, দুই, আর্থিক পরিবর্তন।

এক. শব্দগত ভাবে ৪ টি পরিবর্তন আসে। আর তা হলো:-

(১) لَمْ এসে পাঁচটি ছিগার শেষে جَزَمْ জযম দেয়। সেই পাঁচটি সীগাহ হলো:

واحد مذكر غائب (يفعل)، واحد مؤنث غائب (تَفْعَلْ)، واحد مذكر حاضر (تفعَلْ)، واحد متكلم (أفْعَلْ)، جمع متكلم (نفْعَلْ)

(২) সাতটি ছিগাহ হতে نُون اعرابى -কে বিলুপ্ত করে দেয়। সে সাতটি সীগাহ হলো: চার تثنية দুই جمع مذكر غائب و حاضر আর واحد مؤنث حاضر এর এক ছিগাহ। (অর্থাৎ (تفعلان،تفعلان،تفعلان،يفعلان،يفعلون،تفعلون،تفعلين)

(৩) দুই সীগাতে কোন পরিবর্তন করে না। সেই দুইটি ছিগাহ হলো: (১)- جمع مؤنث غائب(يفعلنَ) (২)- جمع مؤنث حاضر(تَفْعَلْنَ)

(৪) لام কলিমাতে হরফে ইল্লত থাকলে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

দুই. অর্থের দিক থেকে একটি পরিবর্তন আসে। আর তা হলো:-

(১) এবং فعل مُضَارِع কে ماضي مَنْفِيْ এর অর্থে পরিবর্তন করে দেয়।

مضارع بالَمْ مجهول: বলা ওই فعل কে বলে যার দ্বারা অতীত কালে কোন কাজ করেনি বা করা হয়নি এ ব্যাপারে দৃঢ়তা বুঝায় এবং তার فاعل বা কর্তা জানা থাকে। যেমন- لَمْ يُفْعَلْ সে কৃত হয় নি।

এর গঠন পদ্ধতি مضارع بالَمْ معروف এর মতোই। مضارع مجهول এর শুরুতে لَمْ যোগ করলেই مضارع بالَمْ مجهول গঠিত হয়ে যাবে। এবং لَمْ আসার কারণে مضارع بالَمْ معروف এর মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে ঠিক একই পরিবর্তন مضارع بالَمْ مجهول এর মধ্যেও হবে।

তারকিব

(১) لم يَنْصُرْنِي اَحَدٌ

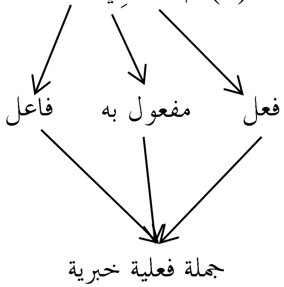

(২) لَمْ يَسْمَعُوْا كَلاَمِي

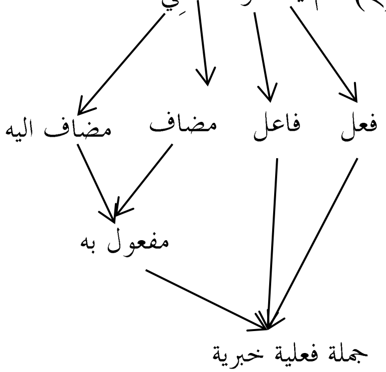

(৩) لَمْ يُوْقِظْنِي أَبِي لِلصَّلاةِ

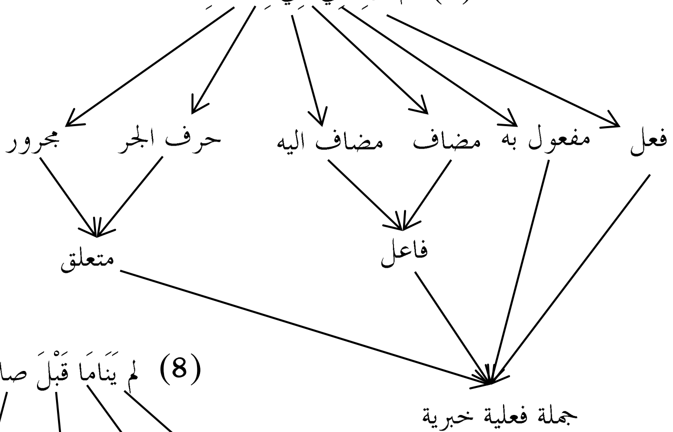

(৪) لم يَنَامَا قَبْلَ صلاةِ العشَاءِ

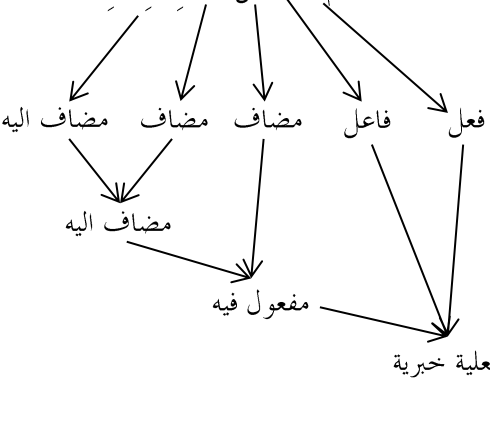

সবকঃ ১৮

نون تاكيد

لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة: বলা হয় ওই فعل কে যার দ্বারা ভবিষ্যৎকালে কোন কাজ নিশ্চিতভাবে করা বা হওয়া বুঝায়। যেমন: لَيَفْعَلَنَّ নিশ্চয় সে করবে।

لام تاكيد যবর যুক্ত لام কে বলে। এবং لام تاكيد সর্বদা فتحة বা যবর বিশিষ্ট হয়। আর نون تاكيد দু'প্রকার। যথা:- (১) **نون ثقيلة : نون ثقيلة** নون তাশদীদযুক্ত نون কে বলে। (২) **نون خفيفة : نون خفيفة** সাকিনযুক্ত نون কে বলে। نون ثقيلة ১৪ ছিগাতেই ব্যবহার হয়। কিন্তু نون خفيفة কেবল মাত্র ৮ ছিগার মধ্যে আসে। বাকি ৬ টি ছিগাতে আসে না। সেই ৬ টি ছিগাহ হলো:- فعل مضارع এর যে ৬ টি ছিগার শেষে نون ثقيلة এর পূর্বে আলিফ থাকে। আর তা হলো:- لَيفعلانِّ، لَتفعلانِّ،لَيفعلْنَانِّ، لَتفعلانِّ، لَتفعلانِّ،لَتفعلْنَانِّ।

গঠনপ্রণালি: لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বানাতে হলে مضارع مثبت এর শুরুতে لام تاكيد ও শেষে نون ثقيلة যোগ করতে হবে। এই لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة আসার কারণে فعل مضارع এর মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন আসবে।

(১)- فعل مضارع এর ৭ ছিগাহ হতে نون إعرابي পরে যাবে। সেই ৭টি ছিগাহ হলো:- চার تثنية দুই جمع مذكر غائب و حاضر আর واحد مؤنث حاضر এর এক ছিগাহ। (অর্থাৎ (تفعلان،تفعلان،تفعلان،يفعلون،تفعلون،تفعلين)

(২)- فعل مضارع এর جمع مذكر غائب ও جمع مؤنث حاضر এই দুই ছিগাহ এর শেষে যুক্ত ফায়েল واو (অর্থাৎ ضمير مرفوع متصل) বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এবং তার পূর্বের হরফে তার পরিবর্তে পেশ দিতে হবে। যেমন: يَفْعَلُوْنَ থেকে لَيَفْعَلُنَّ এবং تَفْعَلُوْنَ থেকে لَتَفْعَلُنَّ ।

(৩)- فعل مضارع এর এক ছিগাহ অর্থাৎ واحد مؤنث حاضر এর শেষে যুক্ত ফায়েল يا (অর্থাৎ ضمير مرفوع متصل) ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এবং তার পূর্বের হরফে তার পরিবর্তে যের দিতে হবে। যেমন: تَفعلِيْنَ থেকে لَتَفْعَلِنَّ ।

(৪)- ৬ টি ছিগায় نون ثقيلة এর পূর্বে الف হবে। উক্ত ৬ টি ছিগাহ হলো:- تثنية এর ৪টি ছিগাহ ও جمع مونث غائب و حاضر এর ২ টি ছিগাহ। যেমন:- لَيفعلانِّ، لَتفعلانِّ،لَيفعلْنَانِّ، لَتفعلانِّ، لَتفعلانِّ،لَتفعلْنَانِّ ।

(৫)- যেই ৬ টি ছিগার পূর্বে الف হবে সেই ৬ টি ছিগার মধ্যে نون ثقيلة যের যুক্ত হবে। আর বাকি ৮ টি ছিগার মধ্যে فتحة বা যবর যুক্ত হবে।

তারকিব

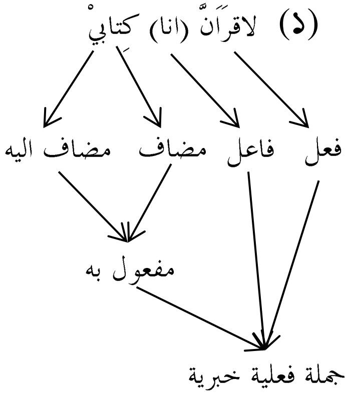

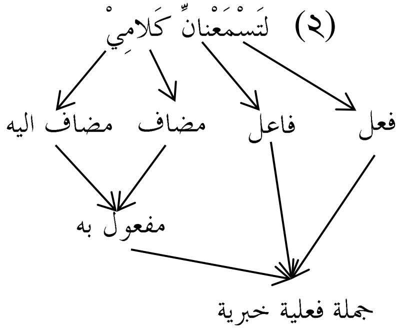

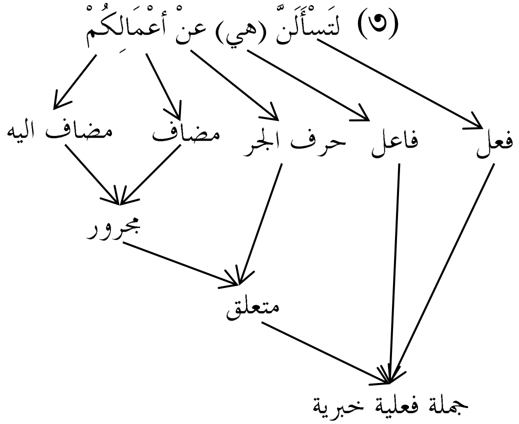

(8) لَنَأْمُرَنَّ (نحن) أَوْلَادَنَا بِالصَّلَاةِ

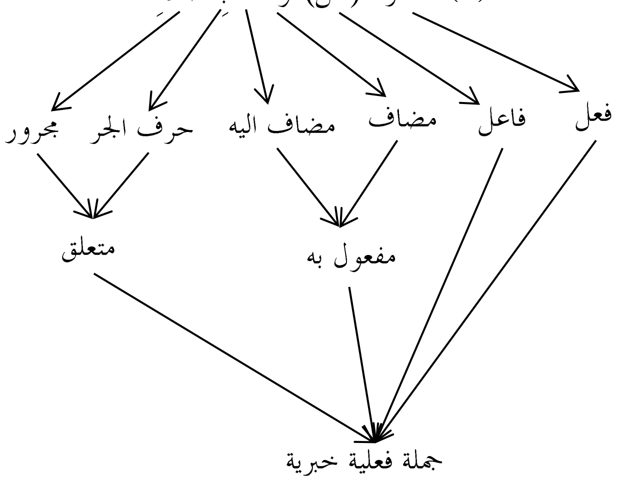

সবকঃ ১৯

فعل أمر و نهي

فعل أمر: বলা হয় ওই فعل কে যার দ্বারা কোন কাজ করার ব্যাপারে আদেশ বা অনুরোধ বুঝায়।

গঠনপ্রণালী: فعل أمر গঠিত হয় فعل مضارع থেকে। أمر غائب معروف و مجهول গঠিহ হয় مضارع غائب معروف و مجهول থেকে। أمر حاضر معروف و مجهول গঠিত হয় مضارع حاضر معروف و مجهول থেকে। أمر متكلم معروف و مجهول গঠিত হয় مضارع متكلم معروف و مجهول থেকে।

فعل أمر গঠনের পদ্ধতি হলো দুইটি। أمر حاضر معروف গঠনের পদ্ধতি একরকম আর বাকি أمر এর অন্যান্য যত ছিগাহ রয়েছে সবগুলোর পদ্ধতি একরকম।

أمر حاضر معروف গঠনের পদ্ধতি

প্রথমে فعل مضارع থেকে আলামতে مضارع কে ফেলে দিতে হবে। এরপর দেখতে হবে প্রথম হরফটি হরকত বিশিষ্ট নাকি সাকিন বিশিষ্টি। যদি হরকত বিশিষ্ট হয় তাহলে আর কোন কাজ নেই শুধু মাত্র শেষ হরফে সাকিন করে দিবে। যেমন: تَضَعُ থেকে ضَعْ । এবং শেষে হরফে حرف علت থাকলে বিলুপ্ত করে দেবে। যেমন: تَقِيْ থেকে قِ । ও نون إعرابي কে শেষে থেকে বিলুপ্ত করে দিবে।

আর যদি আলামতে মুযারে কে ফেলে দেওয়ার পর প্রথম হরফটি হরকত বিশিষ্ট না হয়ে সাকিন বিশিষ্ট হয় তাহলে عين كلمة দেখতে হবে। যদি عين كلمة যবর অথবা যের বিশিষ্ট হয় তাহলে শুরুতে একটা যের বিশিষ্ট همزة الوصل আনতে হবে। আর যদি عين كلمة পেশ বিশিষ্ট হয় তাহলে শুরুতে একটা পেশ বিশিষ্ট همزة الوصل আনতে হবে। যেমন:- تَسْمَعُ থেকে اِسْمَعْ - تَضْرِبُ থেকে اِضْرِبْ - تنصرُ থেকে اُنْصرْ। আর শেষ হরফে حرف العلة থাকলে তা বিলুপ্ত করে দিতে হবে। যেমন:- تَرمِيْ থেকে اِرْمِيْ। এবং শেষে দিয়ে نون إعرابي কেও বিলুপ্ত করতে হবে।

فعل أمر এর অন্যান্য ছিগাহ গঠনের পদ্ধতি

فعل أمر এর অন্যান্য যত ছিগাহ রয়েছে অর্থাৎ أمر غائب معروف،أمر غائب مجهول، أمر حاضر مجهول، أمر متكلم معروف، أمر متكلم مجهول সবগুলো ছিগাহ গঠনের পদ্ধতি একই রকম। فعل مضارع এর শুরুতে শুধুমাত্র لام أمر অর্থাৎ যের বিশিষ্ট একটি লাম যুক্ত করতে হবে। এবং শেষ হরফে সাকিন দিবে যদি হরফে ইল্লত না থাকে। যেমন:- يَفعَلُ থেকে لِيَفْعَلْ - يُفعَلُ থেকে لِيُفْعَلْ - تُفْعَلُ থেকে لِتُفعَلْ - اَفْعَلُ থেকে لِاَفْعَلْ - اُفْعَلُ থেকে لِاُفْعَلْ। আর যদি হরফে ইল্লত থাকে তাহলে তা বিলুপ্ত করতে হবে। আর نون إعرابي কে বিলুপ্ত করতে হবে, তবে جمع مؤنث এর নূন কে আপন অবস্থায় বহাল থাকবে।

ফায়েদা: (১) فعل أمر এর মধ্যে جمع مؤنث غائب و حاضر এর নূন বহাল থাকে। তবে نون اعرابي পড়ে যাবে।

ফায়েদা: (২) لام تاكيد সর্বদা যবর বিশিষ্ট হয় ও তার অর্থ হয়- অবশ্যই। আর فعل أمر সর্বদাই যের বিশিষ্ট হয় ও তার অর্থ হয়- উচিত বা যেন।

ফায়েদা: (৩) همزة الوصل ওই হামযাকে বলে যা তার পূর্বের হরফের সঙ্গে মিলে আসলে লিখার সময় বহাল থাকে; কিন্তু পড়ার সময় উচ্চারিত হয় না। যেমন:- فَاطْلُبْ، ثُمَّ اطْلُبْ ।

ফায়েদা: (৪) فعل أمر এর মধ্যে সর্বদায় শেষ হরফে হরফে ইল্লত হলে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। চাই তা আমরের যেই ছিগাই হোক না কেন।

فعل أمر-এর গরদান

সে যেন ইবাদত করে	واحد مذكر غائب	لِيَعْبُدْ
তারা যেন ইবাদত করে	تثنية مذكر غائب	لِيَعْبُدَا
তারা যেন ইবাদত করে	جمع مذكر غائب	لِيَعْبُدُوْا
সে যেন ইবাদত করে	واحد مؤنث غائب	لِتَعْبُدْ
তারা যেন ইবাদত করে	تثنية مؤنث غائب	لِتَعْبُدَا
তারা যেন ইবাদত করে	جمع مؤنث غائب	لِيَعْبُدْنَ
তুমি ইবাদত করো	واحد مذكر حاضر	أُعْبُدْ
তোমরা ইবাদত করো	تثنية مذكر حاضر	أُعْبُدَا
তোমরা ইবাদত করো	جمع مذكر حاضر	أُعْبُدُوْا
তুমি ইবাদত করো	واحد مؤنث حاضر	أُعْبُدِيْ
তোমরা ইবাদত করো	تثنية مؤنث حاضر	أُعْبُدَا
তোমরা ইবাদত করো	جمع مؤنث حاضر	أُعْبُدْنَ
আমি যেন ইবাদত করি	واحد متكلم	لِأَعْبُدْ
আমরা যেন ইবাদত করি	جمع متكلم	لِنَعْبُدْ

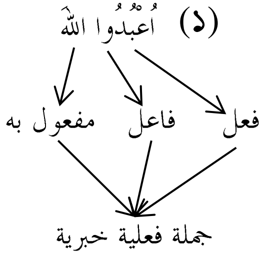

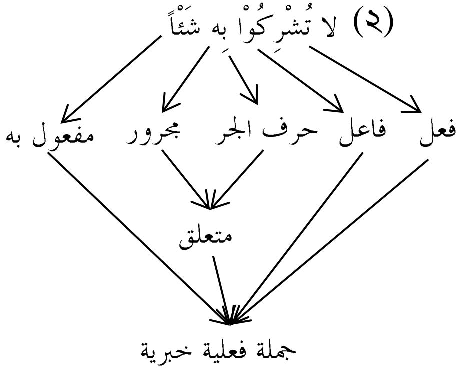

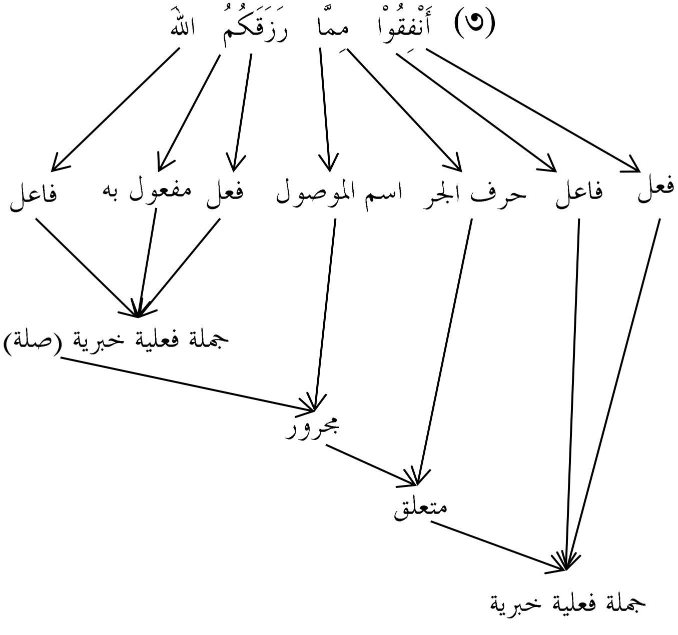

فعل نهي এর পরিচয়

فعل نهي বলা হয় ওই فعل কে যার দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যতকালে কোন কাজ করা থেকে নিষেধ করা হয়।

فعل نهي এর গঠন এর পদ্ধতি

فعل نهي মূলত গঠিত হয় فعل مضارع থেকে। فعل مضارع এর শুরুতে حرف النفي বাড়িয়ে দিলেই فعل نهي এর ছিগাহ গঠিত হয়ে যাবে। এবং এই لا আসার কারণে ছিগার মধ্যে চার ধরণের পরিবর্তন আসবে।

(১) যেই পাঁচ ছিগার শেষে পেশ রয়েছে সেগুলোকে জযম দিতে হবে যদি হরফে ইল্লত না থাকে। যেমন: لا يفعَلْ، لا تفعَلْ، لا أَفعَلْ، لا نَفعَلْ।

(২) শেষ হরফে হরফে ইল্লত থাকলে তা পড়ে যাবে। যেমন:تَخْشَي থেকে لا تَخْشَ

(৩) সাত ছিগাহ হতে نون اعرابي পড়ে যাবে।

(৪) দুই ছিগাহ অর্থাৎ جمع مؤنث এর নূন পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে। যেমন: لا يَفْعَلْنَ، لا تَفْعَلْنَ ।

فعل نهي-এর গরদান

সে যেন উঁচু না করে	واحد مذكر غائب	لا يَرْفَعْ
তারা যেন উঁচু না করে	تثنية مذكر غائب	لا يَرْفَعَا
তারা যেন উঁচু না করে	جمع مذكر غائب	لا يَرْفَعُوْا
সে যেন উঁচু না করে	واحد مؤنث غائب	لا تَرْفَعْ
তারা যেন উঁচু না করে	تثنية مؤنث غائب	لا تَرْفَعَا
তারা যেন উঁচু না করে	جمع مؤنث غائب	لا يَرْفَعْنَ
তুমি উঁচু করো না	واحد مذكر حاضر	لا تَرْفَعْ
তোমরা উঁচু করো না	تثنية مذكر حاضر	لا تَرْفَعَا
তোমরা উঁচু করো না	جمع مذكر حاضر	لا تَرْفَعُوْا
তুমি উঁচু করো না	واحد مؤنث حاضر	لا تَرْفَعِيْ
তোমরা উঁচু করো না	تثنية مؤنث حاضر	لا تَرْفَعَا
তোমরা উঁচু করো না	جمع مؤنث حاضر	لا تَرْفَعْنَ
আমি যেন উঁচু না করি	واحد متكلم	لا اَرْفَعْ
আমরা যেন উঁচু না করি	جمع متكلم	لا نَرْفَعْ

সবকঃ ২০

افعال ناقصة

افعال ناقصة বলা হয়, ঐ সমস্ত فعل কে, যে সমস্ত فعل কে বানানো হয়েছে فاعل এর জন্য মাছদারের অর্থ ব্যতিত অন্য কোন ছিফাত বা গুণ সাব্যস্ত করার জন্য। যেমন كان زيد كاتبا (যায়েদ লেখক হয়েছে)। এখানে كان ফেলটি যায়েদের জন্য كاتب হওয়ার সিফাতটি সাব্যস্ত করেছে।

অন্যভাবেও এর পরিচয় দেওয়া যায়। أفعال ناقصة বলা হয় ওই সমস্ত فعل কে যার অর্থ শুধু মাত্র فاعل দিয়ে পূর্ণ হয় না। বরং তা خبر এর মুখাপেক্ষী থাকে। এবং এগুলো সর্বদা جملة اسمية এর শুরুতে আসে।

افعال ناقصة মোট ১৭ টি। যথাঃ-

كان،صار،ظل،بات،أصبح،أضحي،أمسي
عاد،آض،غدا،راح،ما زال، ما انفكّ
ما برح، ما فتئ، ما دام، ليس.

افعال ناقصة সর্বদা جملة إسمية خبرية এর শুরুতে এসে ইসম কে رفع দেয় এবং خبر কে نصب দেয়। যেমনঃ

(১) كان اللهُ عليماً حكيماً

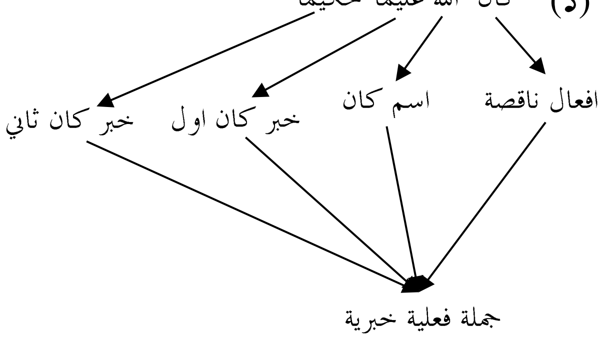

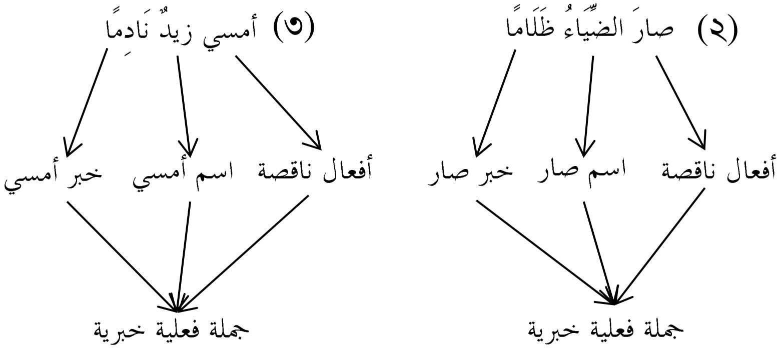

সবকঃ২১

حال

حال এমন اسم نكرة কে বলা হয়, যা فعل সংঘটিত হওয়ার সময় فاعل বা مفعول به এর অবস্থা অথবা উভয়ের অবস্থা একসাথে বর্ণনা করে। যে فاعل বা مفعول به এর অবস্থা বর্ণনা করা হয় তাকে ذو الحال বলে।

فاعل এর অবস্থা বর্ণনা করার উদাহরণঃ- تكلم عمرٌو ضاحكاً অর্থঃ আমর কথা বলেছে হাস্যরত অবস্থায়। এখানে লক্ষ্য করুন, এখানে আমর হলো ফায়েল। এখন সে একটা কাজ করেছে, কাজটা কি? কাজটা হলো সে কথা বলেছে। কিন্তু সে যে কথা বলেছে কথা বলার সময় তার অবস্থাটা কেমন ছিল? সে কি কাঁদতে কাঁদতে কথা বলেছে? না হাসতে হাসতে? না দৌড়াতে দৌড়াতে? মোট কথা; কথা বলার সময় তার অবস্থাটা কি ছিল? বলা হয়েছে সে কথা বলার সময় তার মুখে হাসি ছিল। সে হেসে হেসে কথা বলেছে। এই যে কথা বলার সময় আমরের অবস্থা কি ছিল তা বর্ণনা করা হলো এটাই হলো হাল। অতএব, এখানে ضاحكاً হলো হাল , আর যেহেতু এখানে আমরের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তাই عمرٌو হলো যুল-হাল। নিচে আমরা তারকিবটা একটু খেয়াল করি, তাহলে আরো ভালোভাবে বুঝে আসবে ইনশাআল্লাহ।

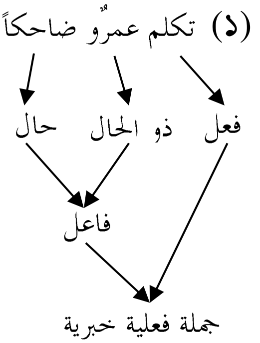

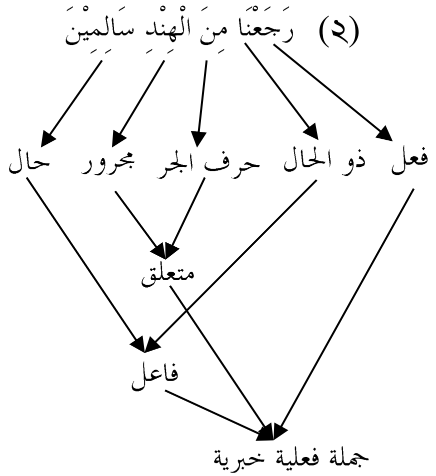

مفعول به এর অবস্থা বর্ণনা করার উদাহারণঃ- ضربتُ زيداً مشدوداً অর্থঃ আমি যায়েদ কে প্রহার করেছি বাঁধা অবস্থায়। এখানে যায়েদ হলো مفعول به কারণ তার উপর আমার প্রহারটি পতিত হয়েছে। কিন্তু তাকে যে আমি প্রহার করেছি; তখন সে কোন অবস্থায় ছিল? তাকে কি আমি হাত-পা বেঁধে প্রহার করেছি? নাকি তাকে শুয়াই মেরেছি? নাকি হাত-পা বাঁধা ছাড়া মেরেছি? অর্থাৎ তাকে মারার সময় তার অবস্থাটা কি ছিল ? বলা হয়েছে তাকে যখন মেরেছি তখন তাকে হাত-পা বেঁধে মেরেছি। এই যে মারার সময় তার অবস্থাটা বর্ণনা করলাম এইটাই হলো হাল। তবে প্রথমটার সাথে এটার পার্থক্য হলো এখানে ফায়েল না বরং মাফউলে বিহির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, এখানে مَشْدُوْدًا হলো হাল আর زيداً হলো যুল-হাল। নিচে তারকিবটা একটু খেয়াল করি, তাহলে আরো ভালোভাবে বুঝে আসবে ইনশাআল্লাহ।

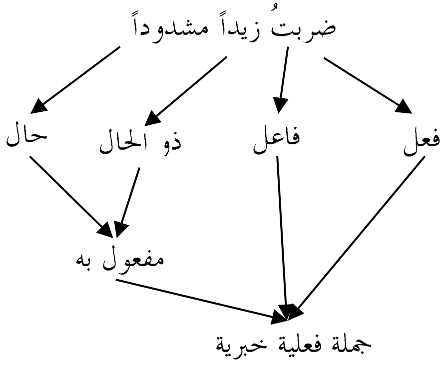

فاعل এবং مفعول به উভয়টার অবস্থা একসাথে বর্ণনা করার উদাহারণঃ- لقيتُ زيداً راكِبَيْنِ আমি যায়েদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি এমন অবস্থায় যে আমরা দু'জনেই আরোহণ অবস্থায় ছিলাম। এখানে راكِبَيْنِ শব্দটি হাল। যার দ্বারা সাক্ষাতের সময় ফায়েল ও মাফউলে বিহি (অর্থাৎ বক্তার নিজের ও যায়েদের) উভয়টার অবস্থা বুঝিয়েছে।

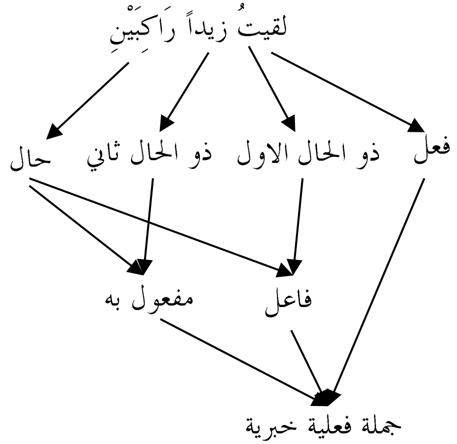

বি.দ্র. কখনো কখনো حال টা جملة বা বাক্যও হয়। আর তাকে جملة حالية বলে। এবং جملة حالية টা সর্বদা جملة خبرية হয় جملة انشائية হয় না। আর حال এটা جملة اسمية ও হতে পারে جملة فعلية ও হতে পারে। যখন جملة اسمية হবে তখন جملة حالية এর পূর্বে একটা واو ও ضمير রাবেতা (رابطة) হবে। সেই واو টাকে বলে واو حالية । উদাহরণ: لَقِيْتُ سَعِيْداً وَ هُوَ رَاكِبٌ । এখানে سَعِيْداً এর হাল হয়েছে وَ هُوَ رَاكِبٌ বাক্যটি।

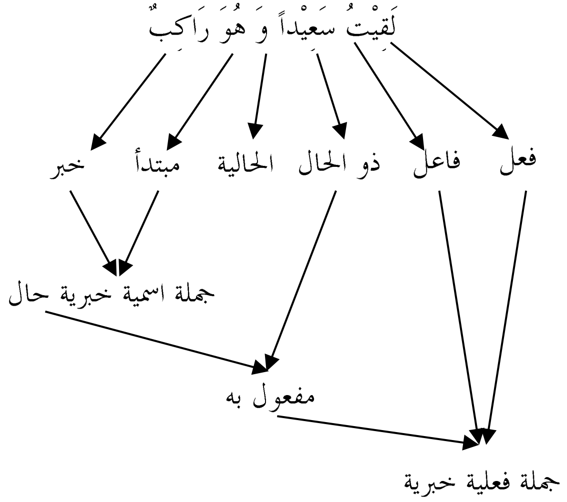

সবকঃ-২২

تمييز

تمييز বলা হয় এমন اسم نكرة কে যা কোন বস্তু হতে অস্পষ্টতা দূর করে। আর যার থেকে অস্পষ্টতা দূর করা হয় তাকে مُمَيَّزْ বলে। যেমনঃ- زيدٌ أكثرُ منكَ مالاً অর্থঃ- যায়েদ সম্পদের দিক দিয়ে তোমার থেকে বেশি। এখানে লক্ষ করুন, আমরা যখন বলব زيدٌ أكثرُ منكَ অর্থ: যায়েদ তোমার থেকে বেশি। কিন্তু কোন দিক দিয়ে বেশি; শরিরের দিক দিয়ে না ভালো-মন্দের দিক দিয়ে, না কোন দিক দিয়ে? এই কথাটা অস্পষ্ট, তো এই অস্পষ্টতাকে দূর করেছে পরের مالاً শব্দটি দ্বারা, আর তা হলো: যায়েদ তোমার থেকে সম্পদে বেশি। তাহলে কি হলো? এখানে مالاً শব্দটি হলো تمييز কারণ এর দ্বারা অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে। আর أكثر হচ্ছে مُمَيَّز কারণ এর থেকেই অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে। নিচে তারকিবটা একটু খেয়াল করি।

(١) زيدٌ أكثرُ (هو) منكَ مالاً

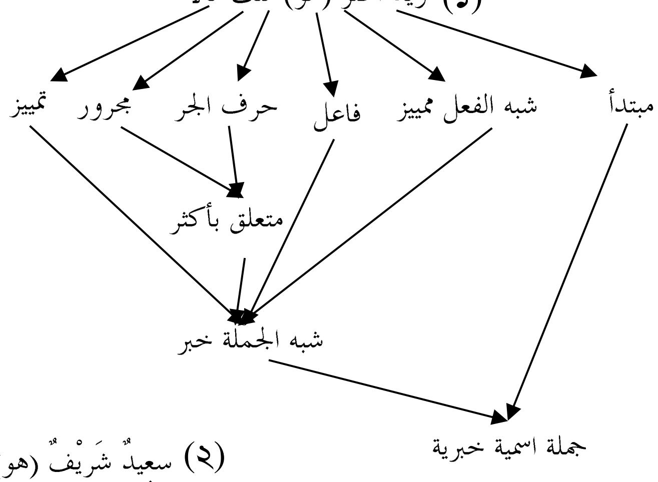

(٢) سعيدٌ شَرِيْفٌ (هو) نَسَبًا

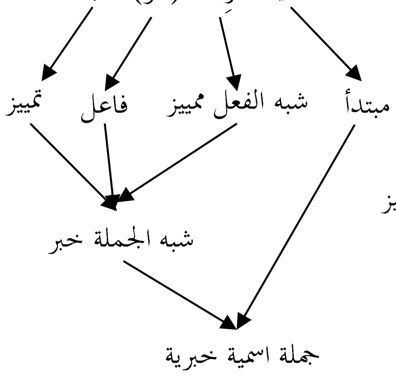

(٥) عِنْدِيْ (ثَابِتٌ هو) رِطْلٌ عَسَلاً

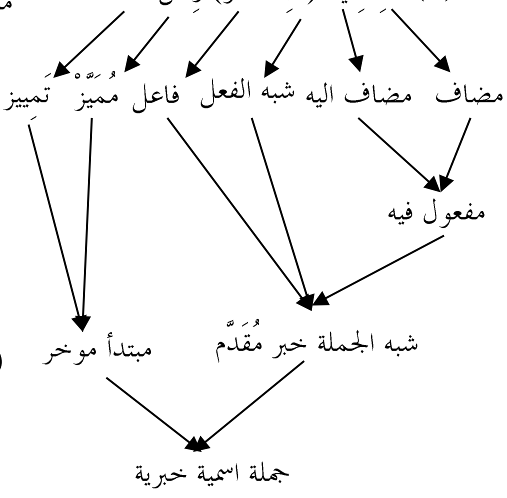

(8) رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا

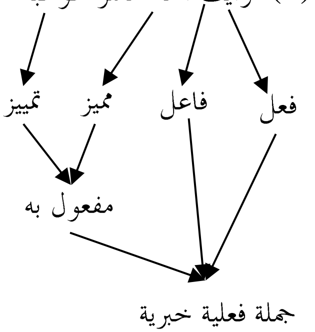

সবকঃ-২৩

الاسماء الموصولة

اسم موصول বলা হয় এমন اسم কে যার পরে একটি صلة তথা جملة خبرية না আসা পর্যন্ত ইসিমটি বাক্যের পরিপূর্ণ অংশ হতে পারে না।

صلة বলা হয় ঐ جملة خبرية কে, যা اسم موصول এর পরে এসে اسم موصول কে বাক্যের পরিপূর্ণ অংশ বানায়, এবং তার মধ্যে একটা যমির থাকে যা اسم موصول এর দিকে ফিরে।

উদাহরণ সরূপঃ- اَلْكِتَابُ الَّذِي عِنْدِيْ اَحْسَنُ مِنَ الَّذِيْ عِنْدَكَ **অর্থঃ**-আমার নিকট যে কিতাবটি আছে তা তোমার নিকট যে কিতাবটি আছে তার থেকে উত্তম। এখানে লক্ষ করুন, এখানে الذي হলো اسم موصول যা মাওসুফের পরে এসেছে। কিন্তু এটা ততক্ষণ পর্যন্ত বাক্যের পূর্ণ কোন অংশ হবে না, যতক্ষণ না এর পরে কোন جملة خبرية আসবে। আর তাই الذي কে বাক্যের পূর্ণ অংশ বানানোর জন্য এর পরে عندي কে আনা হয়েছে। যদি আমরা এই পরবর্তী বাক্যাংশ কে না আনি তাহলে الذي এর কোন দাম থাকবে না। কারণ, اسم موصول এমন ইসিম যার পরে জুমলায়ে খবরিয়া থাকতেই হবে, তা না হলে বাক্য পূর্ণ হবেই না। আর এখানে صلة হলো ইসমে মাউসুলেন পরের عندي এই অংশটি। আর এটাই হলো جملة خبرية । এই বাক্যটিই ইসমে মাউসুল কে বাক্যের পূর্ণ অংশ বানিয়েছে। এখন আমরা তারকিবটা একটু খেয়াল করি।

رضينا قسمةَ الجبار فينا * لَنَا عِلْمٌ وَلِلْجُهَالِ مَالُ * فَإِنَّ المَالَ يفنى عَن قَرِيبٍ * وَإِنَّ العِلم باق لا يزالُ

علي بن أبي طالب

আমরা আমাদের মধ্যে পরাক্রমশালী আল্লাহর বণ্টনে সন্তুষ্টি হয়েছি। আমাদের জন্য রাখা হয়েছে জ্ঞান, আর অজ্ঞদের জন্য সম্পদ। কারণ সম্পদ অচিরেই ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু জ্ঞান চিরস্থায়ী, তা কখনো নিঃশেষ হয় না। (হযরত আলী -রা:-)

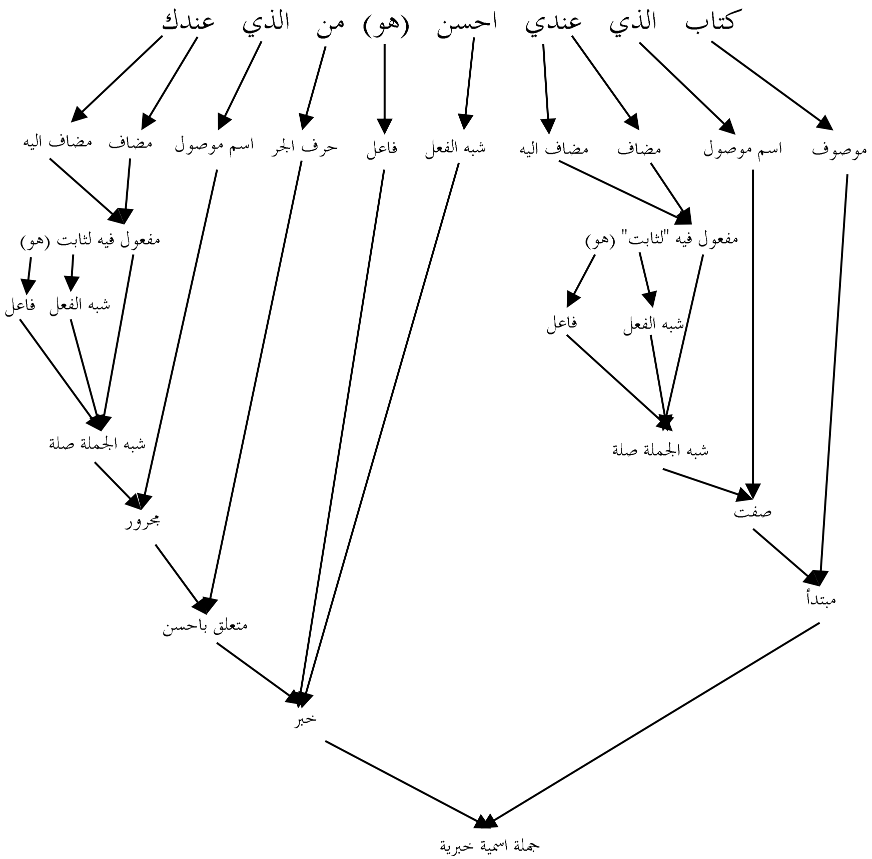

বি.দ্র. الاسماء الموصولة ১৫ টি:-

(১) الَّذِيْ (২) الَّذَانِ (৩) الَّذَيْنِ (8) الَّذِيْنَ (৫) الَّتِيْ (৬) اللَّتَانِ (৭) اللَّتَيْنِ (৮) اللَّاتِيْ (৯) اللَّوَاتِيْ (১০) مَا (১১) مَنْ (১২) أَيٌّ (১৩) أَيَّةٌ (১8) الف لام بِمَعْنَي الَّذِيْ (১৫) ذُوْ بِمَعْنَي الَّذِيْ

الف لام যদি ইসমে-ফায়েল এর শুরুতে আসে, তাহলে তা فعل معروف এর অর্থ দেয়। যেমন: الضَّارِبُ অর্থ الذي ضَرَبَ । আর যদি তা ইসমে-মাফউলের শুরুতে আসে, তাহলে তা فعل مجهول এর অর্থ দেয়। যেমন: الْمَضْرُوْبُ অর্থ الذي ضُرِبَ ।

اسم موصول তার অবস্থান অনুযায়ী তারকিব হবে। اسم موصول তার صلة সহ সাধারণত অনেকরকমের তারকিব হয়। যেমন: مبتدأ، خبر، فاعل، مفعول به، مجرور، صفت، اسم كان، خبر كان، اسم إِنَّ، خبر إِنَّ، مضاف اليه، معطوف، بدل

(১)

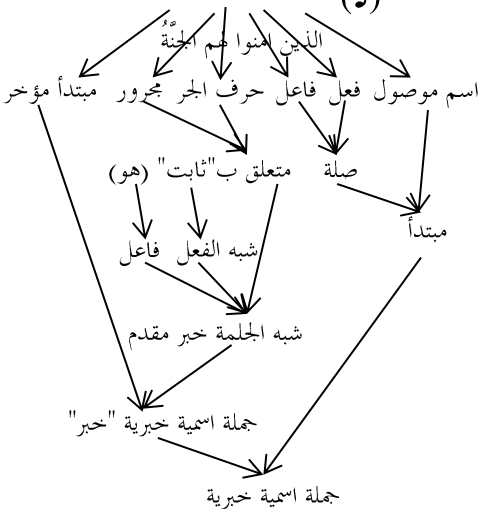

(২)

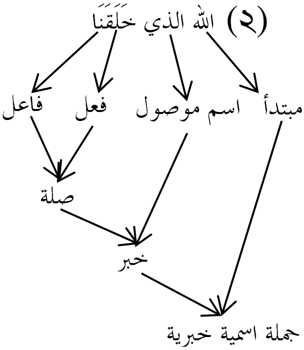

(৩)

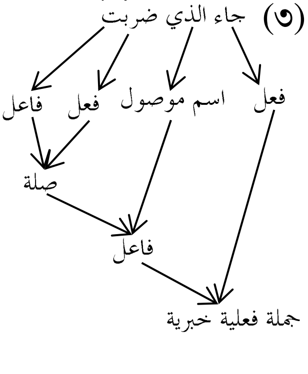

(8)

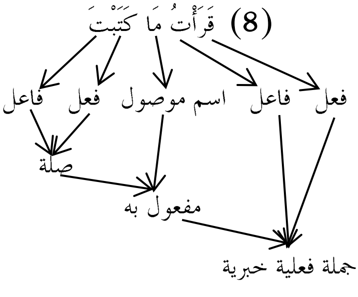

(٤) مَرَرْتُ بالذي حَبَّبْتَ

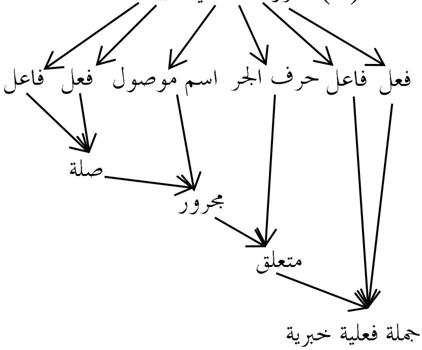

(٦) كان الذي نَجَحَ (هو) حاَضِراً

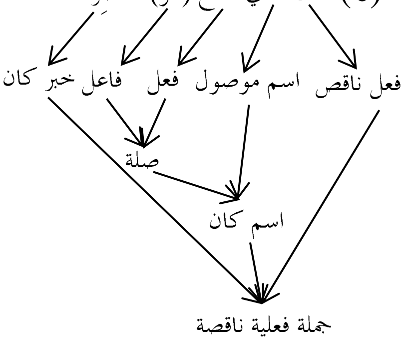

(٩) كان أخي الذي نَجَحَ (هو)

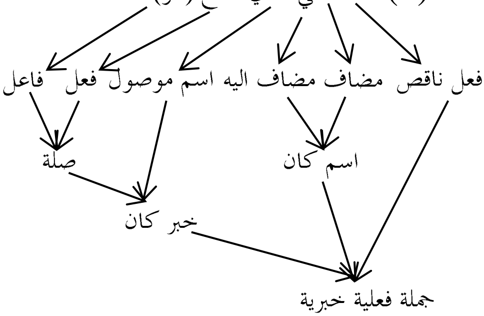

(٧) أنَّ الذي نجح (هو) مُجْتَهِدٌ

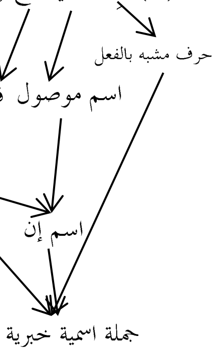

(٨) انَّ زَيْدًا الذي نجح (هو)

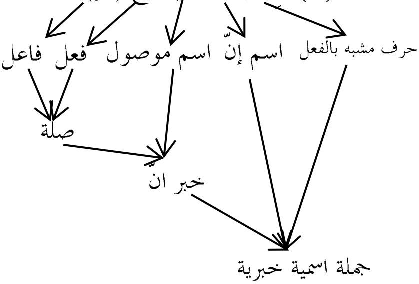

(١٠) كتابُ الذي قَرَأْتُ جَيِّدٌ

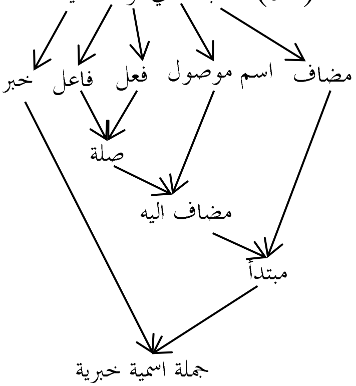

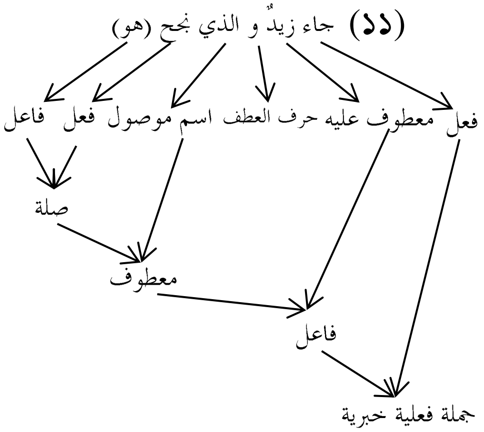

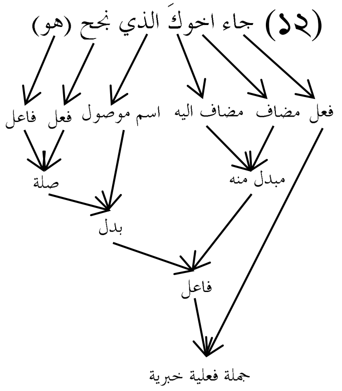

সবকঃ-২৪

اسماء الاشارات

اسماء الاشارات বলা হয় এমন ইসমকে যার মাধ্যমে কোন কিছুর প্রতি ইশারা করা হয়। আর যার প্রতি ইশারা করা হয় তাকে مشارٌ اليِه বলে। যেমন:- هذا الكتاب এখানে هذا হলো ইসমে ইশারা, কারণ এটা বলে কিতাবের দিকে ইশারা করা হয়েছে, আর الكتاب হলো মুশারুন ইলাইহি, কারণ এর প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

বি.দ্র. যদি مشارٌ اليِه الف لام বিশিষ্ট হয় তাহলে اسم الاشارة হবে موصوف আর مشارٌ اليِه হবে صفت । যেমন: هذا الكتاب এখানে هذا হলো ইসমে ইশারা মাওসুফ, আর الكتاب হলো মুশারুন ইলাইহি ছিফাত। আর যদি مشارٌ اليِه টা الف لام বিশিষ্ট না হয়, তাহলে اسم الاشارة হবে مبتدأ আর مشارٌ اليِه হবে خبر । যেমন: هذا كتاب এখানে هذا হলো مبتدأ আর كتاب হলো خبر । তারকিবটা একটু লক্ষ করি।

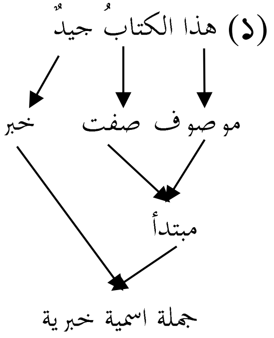

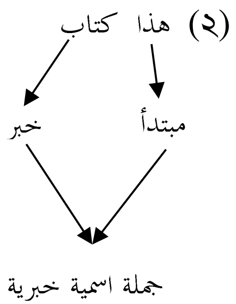

ইশমে ইশারা মোট ১৩ টি। যথাঃ-

ذا	ذان	ذين	تا	تي	ته	تهي	ذه	ذهي	تان	تين	اولاء	اولي
واحد مذكر	تثنيه مذكر		واحد مؤنث						تثنيه مؤنث		جمع مذكر مونث	

সবকঃ-২৫

الاسماء الظروف

أسماء الظروف বলা হয় এমন ইসমকে, যা কোন ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সময় স্থান বা কাল বুঝায়। আর اسماء الظروف দুই প্রকারঃ (১)-ظرف زمان যা কাল বা সময় বুঝায়। (২)-ظرف مكان যা স্থান বুঝায়।

ظروف زمان

যরফ	অর্থ		بعد	পরে
اِذْ	যখন (মাঝি)	ছয়টি জিনিস ছাড়া ইলম অর্জন করা যায় না। (১) ইলম এর প্রতি লালসা। (২) পূর্ণ অনুধাবন। (৩) সর্বাবস্থায় স্থির। (৪) উস্তাদ এর খিদমাত। (৫) সবসময় পাঠ অনুশীলন। (৬) শব্দ তাহকিক করিয়া পড়া।	اليوم	আজ
اذا	যখন (মুযারে)		غداً	আগামীকাল
متي	কখন,যখন		الآنَ	এখন
كيف	কিভাবে,কেমন		صباحاً	সকালে
أيانَ	কখন (মুযারে)		مساءً	বিকালে
أمسِ	গতকাল		ليلاً	রাতে
مُذْ	হতে,থেকে		نهاراً	দিনে
مُنْذُ	হতে,যাবৎ		حينَ	যখন
قَطُّ	কখনো (মাঝি)		ساعةً	সময়/এক ঘন্টা
عَوْضُ	কখনো (মুযারে)		وقتاً	সময়
قبل	পূর্বে		يومَئذٍ	সেদিন
حينئذٍ	তখন		أولاً	প্রথমে
أبداً	কখনোই/সর্বদা		أخيراً	শেষে
دائماً	সবসময়		حيناً	কিছুক্ষণ
توّاً	সাথে সাথে		طويلاً	দীর্ঘ সময়
قريباً	শীঘ্রই		أوانَ	সময়/মহূর্ত

বি.দ্র. এগুলো ছাড়াও আরো যরফে যামান আরবীতে ব্যবহার হয়। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে প্রত্যেক ওই শব্দ যা সময় বুঝায় তাই যরফে যামান। আর এগুলো مفعول فيه হিসাবে ব্যবহার হয়।

ظروف مكان

ظروف مكان	অর্থ		تجاه	সম্মুখে
فوق	উপরে	অর্থ দিয়ে ঘরি কেনা যায় সময় নয়। অর্থ দিয়ে বিছানা কিনা যায় ঘুম নয়। অর্থ দিয়ে মানুষ কেনা যায় মানুষত্ব নয়। অর্থ দিয়ে বই কিনা যায় বিদ্যা নয়। অর্থ দিয়ে ফুল কিনা যায় ভালোবাসা নয়।	وسط	মাঝখানে
تحتَ	নিচে		يمينَ	ডানে
أمامَ	সামনে		شمالَ	বামে
خلف	পিছনে		حيثُ	যেখানে
وراءَ	পিছনে		هنا	এখানে
بينَ	মধ্যে		هناك	সেখানে
عندَ	কাছে		هنالكَ	ঐখানে
بجانبِ	পাশে		دونَ	ছাড়া/নিচে
قريبا	কাছে		ثَمَّ	ওখানে
بعيدا	দূরে		حيثما	যেখানেই
حول	চারপাশে		نحو	দিকে
داخلَ	ভিতরে		لدي	কারো কাছে
خارجَ	বাইরে		قدَّامُ	সামনে

বি.দ্র. এগুলো ছাড়াও আরো যরফে মাকান আরবীতে ব্যবহার হয়। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে প্রত্যেক ওই শব্দ যা স্থান বুঝায় তাই যরফে মাকান। আর এগুলোও مفعول فيه হিসাবে ব্যবহার হয়।

উদাহরণঃ- انا مسافرٌ غداً অর্থ: আমি গতকাল মুসাফির ছিলাম। এখানে দেখেন, আমি যে মুসাফির ছিলাম তা কখন? বললাম যে গতকাল, এই গতকালটাই হলো আমার মুসাফির থাকার সময়। আর তাই এই غداً হলো যরফে যামান। আবার দেখেন, وراء الجبلِ نهرٌ عظيمٌ অর্থ: পাহারটির পেছনে একটি বড় নদী আছে। এখানে লক্ষ করুন, একটি বড় নদী আছে। কিন্তু তা কোথায়? এটাকে প্রকাশ করলাম وراء শব্দ দ্বারা। অর্থাৎ নদীটার অবস্থানের স্থানটাকে প্রকাশ করলাম وراء শব্দ দ্বারা। আর এটাই হলো যরফে মাকান,যা কোন স্থান বুঝায়। নিচে তারকিব লক্ষ করুন।

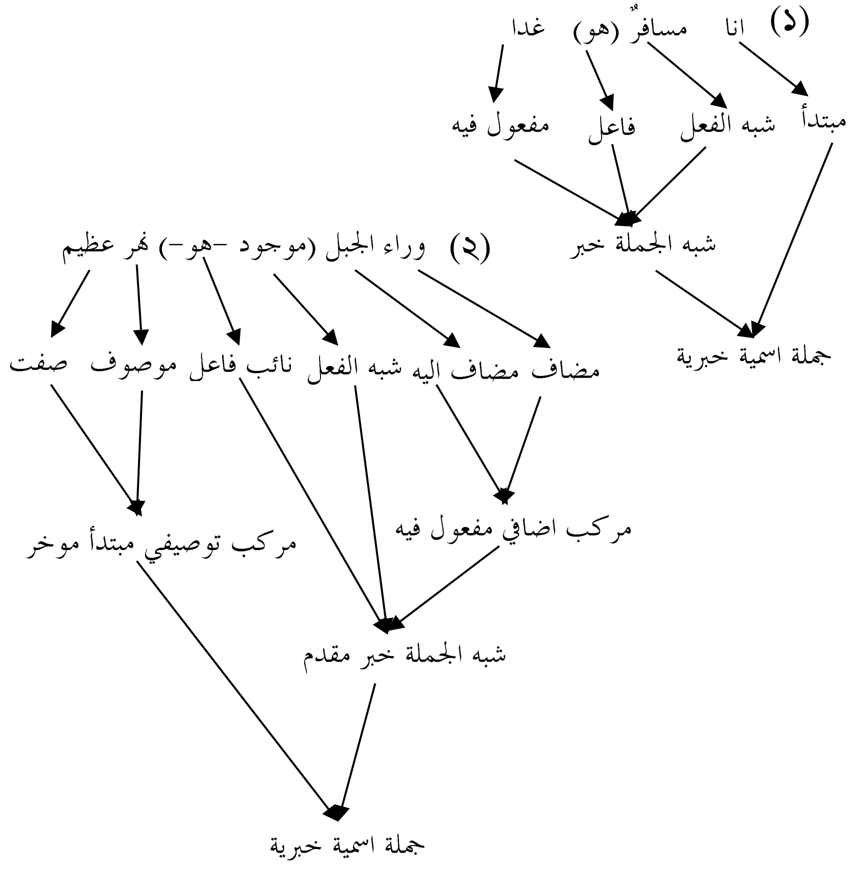

সবকঃ-২৭-২৮

استفهام

শাব্দিক অর্থ: 'ইস্তেফাম' (استفهام) শব্দটি আরবি 'ফাহমুন' (فهم) ধাতু থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ হলো কোনো কিছু বুঝতে চাওয়া, জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা বা অনুসন্ধান করা।

পারিভাষিক অর্থ: আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী, কোনো অজানা বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য যে শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করে প্রশ্ন করা হয়, তাকে ইস্তেফাম বা প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। সহজ কথায়, কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার প্রক্রিয়াকেই ইস্তেফাম বলা হয়।

ইস্তেফামের হরফ বা উপাদান কয়টি ও কী কী?

আরবি ভাষায় প্রশ্ন করার জন্য যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে সামগ্রিকভাবে أَدَوَاتُ الِاسْتِفْهَامِ (আদাওয়াতুল ইস্তেফাম) বা প্রশ্নের মাধ্যম বলা হয়। এগুলো মোট ১১টি। তবে ব্যাকরণগতভাবে এদেরকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়: হরফ (অব্যয়) এবং ইসম (বিশেষ্য)।

১. হরফ: আরবি ব্যাকরণে প্রশ্নোবধক হরফ মাত্র দুটি শব্দ ব্যবহার হয়। তবে এগুলো বাক্যে কোনো পদের স্থান (اعراب) নেয় না। অর্থাৎ তারকিবে এদের কোন আলাদা স্থান নেই। (১)- * (আ): কি? (যেমন: أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا؟ - তুমি কি এটি করেছ?)

(২)- هَلْ (হাল): কি? (যেমন: هَلْ ذَهَبْتَ؟ - তুমি কি গিয়েছিলে?)

২. ইসম বা বিশেষ্য: ওই দুইটি হরফ ছাড়া বাকি ৯টি শব্দ মূলত 'ইসম' তবে এগুলোও প্রশ্ন করার কাজে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ আলোচনায় এগুলোকেও অনেকে প্রশ্নের হরফ বা শব্দ বলে থাকেন। সেই ৯ টি প্রশ্নবোধক ইসিম হলো:-

(১)-مَنْ (মান): কে? (ব্যক্তির ক্ষেত্রে)

(২)-مَا / مَاذَا (মা / মাযা): কী? (বস্তুর ক্ষেত্রে)

(৩)-مَتَى (মাতা): কখন? (সময়ের ক্ষেত্রে)

(৪)-أَيَّانَ (আইয়্যানা): কখন? (ভবিষ্যতের বড় কোনো ঘটনার সময় জানতে)

(৫)-كَيْفَ (কাইফা): কেমন বা কীভাবে? (অবস্থা জানতে)

(৬)-أَيْنَ (আইনা): কোথায়? (স্থানের ক্ষেত্রে)

(৭)-أَنَّى (আন্না): কোথা থেকে / কীভাবে?

(৮)-كَمْ (কাম): কত? (সংখ্যা জানতে)

(৯)-أَيٌّ (আইয়্যু): কোনটি? / কোন ধরনের?

সংক্ষেপে: যদি নিখুঁত ব্যাকরণের নিয়মে ধরা হয়, তবে ইস্তেফামের খাঁটি হরফ হলো ২টি (أ এবং هَلْ)। আর যদি প্রশ্ন করার সর্বমোট শব্দের সংখ্যা হিসাব করা হয়, তবে ইস্তেফামের উপাদান বা শব্দ হলো **১১**টি।

التمرين علي الباب الاول

(١)- ترجم العبارات التالية:

خْرَجَهُمَا السُّلْطَانُ- إِيَّاكِ أَطْعَمَ أَبُوكِ- نَزَلْتُمُ الْقَرْيَةَ- كُنَّ طَلَبْنَ الْخَيْرَ- أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ- ظُلِمْتُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ- يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى- لَتَأْمُرَنَّ أَوْلَادَنَا بِالصَّلَاةِ- امْنَعِنَّ بِنْتَكِ مِنَ اللَّعِبِ- النِّسَاءُ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ صَالِحَاتٌ وَالَّتِي فِي الْأَسْوَاقِ فَاجِرَاتٌ.

সুলতান তাদের দু'জনকে বের করে দিয়েছেন। তোমাকেই তোমার বাবা খাইয়েছেন। তোমরা গ্রামে প্রবেশ করেছ। তারা (মহিলারা) কল্যাণ কামনা করেছিল। তোমাদের প্রতি অন্যায়ভাবে জুলুম করা হয়েছে। তারা ইয়াতীমদের সম্পদ ভক্ষণ করে। তোমরা অবশ্যই আমাদের সন্তানদের নামাজের আদেশ দেবে। তোমার মেয়েকে

খেলাধুলা থেকে অবশ্যই বিরত রাখো। যে নারীরা ঘরে থাকে তারা সৎ, আর যে নারীরা বাজারে থাকে তারা পাপাচারিণী।

(٢)- حول الي اللغة العربية:

একজন পুরুষ তার পাঠ পড়ত। আমি আমার ভাইকে মারব না। ওই দুইজন পুরুষ তাদের বাড়িতে যাবে না। ওই দুইজন নারী তাদের বাড়িতে প্রবেশ করবে। এই একজন নারী তোমাদের সকল পুরুষকে চিনেছিল। ওই একজন পুরুষ তার রবকে ভয় করে। বংশের দিকে তাকালে সাঈদ শ্রেষ্ঠ, আর জ্ঞানের দিকে তাকালে সালিম শরীফ। আর জ্ঞানের দিক থেকে এটি ভালো। আর লেখার দিকে তাকালে এই রিসালাটি উৎকৃষ্ট। কাগজের দিকে তাকালে, যদি দেখো, তবে এটি একটি বই।

كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ دَرْسَهُ. لَنْ أَضْرِبَ أَخِي. ذَانِكَ الرَّجُلَانِ لَنْ يَذْهَبَا إِلَى بَيْتِهِمَا. سَتَدْخُلُ تِلْكَ الْمَرْأَتَانِ بَيْتَهُمَا. هٰذِهِ امْرَأَةٌ عَرَفَتْ جَمِيعَ رِجَالِكُمْ. ذٰلِكَ رَجُلٌ يَخَافُ رَبَّهُ. مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ سَعِيدٌ أَفْضَلُ، وَمِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ سَالِمٌ شَرِيفٌ. وَمِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ فَهُوَ حَسَنٌ. وَمِنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ فَهٰذِهِ الرِّسَالَةُ مُمْتَازَةٌ. وَمِنْ جِهَةِ الْوَرَقِ، إِنْ نَظَرْتَ، فَهُوَ كِتَابٌ.

(٣)-(ا) كون جملة بكل من الكلمات الاتية ثم ترجمها:

القلم-هذه القلمُ جميلٌ- এই কলমটি সুন্দর।

السلاح-يَسْتَعْمِلُ الجنودُ السِّلَاحَ فِي الحَرْبِ- সৈন্যরা যুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করে।

المصباح-أَضَاءَ المِصْبَاحُ الغُرْفَةَ- বাতিটি ঘরটি আলোকিত করল।

الطعام-اَلطَّعَامُ لَذِيْذٌ- খাবারটি সুস্বাদু।

الارض-يَزْرَعُ الفلَّاحُ الأرْضَ- কৃষকটি মাটিতে চাষ করে।

الناس-يُحِبُّ الناسُ التَّعَاوُنَ- মানুষ সহযোগিতা করতে ভালোবাসে।

الكتاب-الكتابُ مفيدٌ - কিতাবটি উপকারি।

لن يدخلَ البلدَ-البلد- সে কখনোই শহরে প্রবেশ করবে না।

أقيموا الصلاةَ-الصّلاة- তোমরা নামায কায়েম করো।

قَطَعتَا الثّوْبَ-الثوب- তারা (দুইজন মহিলা) কাপড় কেটেছে।

نَزَلْتُمُ الْقَرْيَةَ-القرية- তোমরা গ্রামে অবতরণ করেছো।

(ب)- املأ الفراغ ثم ترجم:

نُطعمكُمْ **لِوَجْهِ** الله. **قُضِيَتْ** صَلاَةُ الجُمْعَة. لَنْ نَجْلس مَعَ **الْفُسَّاقِ**. لَمْ يَنَامَا **قَبْلَ** صلاة **العشَاء**. لَتُطَلِّبَنَّ فِيْ **خِدْمَةِ** الامِيْرِ. لاَ تَشْتَرِ **الْكَلْبَ**. دَخَلُوْا **المَسْجِدَ** الحَرَامَ **امِنِيْنَ**. هٰذَا الْكِتَابُ **جَيِّدٌ** وَ **هٰذِهِ الرِّسَالَةُ** رَدِيَّةٌ. لاَ **شَجَرَ** فِيْ الطَّرِيْقِ.

(٤)-(ا) اكتب جموع المفردات و مفردات الجموع ثم بين معانيها:

ابن-أبناءج- পুত্র

الكبائرج-كبيرة- কবিরাগুনাহ

المسجد-مساجدج- মসজিদ

عمّ-أعمامج- চাচা

اموالج-مال- সম্পদ

اليتمايج-يتيم- এতিমগণ

السلطان-سلاطينج- বাদশাহ

بيوتج-بيت- ঘর

درهم-دراهمج- মুদ্রা

الباب-ابوابج- দরজা

الفسّاقج-فسوق- পাপাচারী

المدينة-مدائنج- শহর

أصواتٌ ج–صوت– আওয়াজ

أصنامٌ ج–صنم– মূর্তি

ثيابٌ ج–ثوب– কাপড়

طائفة–طوائفُ ج– দল

(ب)– أَجِبْ باللغة العربية فصيحةً:

سوال: كَمْ عُمْرُكَ؟ **جواب:** عُمْرِيْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَنَةً.

سوال: كَمْ درهَمًا عِنْدَكَ؟ **جواب:** عِنْدِيْ مِائَةُ دِرْهَمٍ.

سوال: كَمْ يَوْمًا مَضَىٰ مِنْ هٰذَا الشَّهْرِ؟ **جواب:** مَضَىٰ عَشْرَةُ أَيَّامٍ مِّنْ هٰذَا الشَّهْرِ.

سوال: كَمْ سَاعَةً بَقِيَتْ مِنَ النَّهَارِ؟ **جواب:** بَقِيَتْ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ مِّنَ النَّهَارِ.

سوال: مَا اسْمُكَ؟ **جواب:** اِسْمِيْ مُصَدِّقْ عَلِيْ.

سوال: مَا فِيْ يَدِكَ؟ **جواب:** فِيْ يَدِيْ قَلَمٌ.

سوال: مَاذَا تَقْرَأُ؟ **جواب:** أَقْرَأُ القُرْآنَ الكَرِيْمَ.

سوال: مَنْ أَنْتَ؟ **جواب:** أَنَا مُسْلِمٌ.

سوال: لِمَنْ هٰذَا الْكِتَابُ؟ **جواب:** هٰذَا الْكِتَابُ لِيْ.

سوال: فِيْ أَيِّ دَارٍ تَسْكُنُ؟ **جواب:** أَسْكُنُ فِيْ دَارٍ كَبِيْرَةٍ.

سوال: لِأَيِّ سَبَبٍ تَبْكِيْ؟ **جواب:** أَبْكِيْ لِأَنِّيْ مَرِيْضٌ.

سوال: أَنْتَ فِيْ أَيِّ شُغْلٍ؟ **جواب:** أَنَا مَشْغُوْلٌ بِالدِّرَاسَةِ.

سوال: مِنْ أَيِّ بِلَادٍ أَنْتَ؟ **جواب:** أَنَا مِنْ بَنْغَلَادَش.

سوال: أَيْنَ دَارُكَ؟ **جواب:** دَارِيْ فِيْ دَاكَا.

سوال: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ **جواب:** جِئْتُ مِنَ المَدْرَسَةِ.

(٥)-صَحِّحِ الْأَخْطَاءِ:

أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابٌ- كُنتَ لَبِستُ ثَوْبٌ جَدِيدٍ- لَا يَنصُرُنَا أَحَدًا- كُنتَ تَفتَحُ الْبَابُ- أَذْهَبتَ كِتَابِكَ-

أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً- كُنْتُ لَبِسْتُ ثَوْباً جَدِيداً- لَا يَنْصُرُنَا أَحَدٌ- كُنْتَ تَفْتَحُ الْبَابَ- أَذْهَبْتَ كِتَابَكَ-

لَنْ تُضْرَبُ الْيَوْمَ- لَتَشْرَبَنَّ لَبَنٌ- كَانَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيْمًا- بِعْ فَرَسُكَ- سَافِرْ رَشِيْدًا رَاجِلٌ

لَنْ تُضْرَبَ الْيَوْمَ- لَتَشْرَبَنَّ لَبَناً- كَانَ اللّٰهُ عَلِيماً حَكِيْمًا- بِعْ فَرَسَكَ- سَافِرَ رَشِيْدٌ رَاجِلاً

التمرين في الباب الثاني في الجمل المستعملة

(١)- ترجم العبارة التالية:

(١)-إِجْلِسْ مَا دُمْتُ رَاقِدًا. (٢)-هُوَ يَأْكُلُ التُّفَّاحَ. (٣)- تَصَادَمَ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ. (٤)-جَاءَ الْقَصَّارُ بِالثِّيَابِ. (٥)-وَقَعَتْ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ. (٦)-اَلْأَشْيَاءُ كُلُّهَا غَالِيَةٌ فِيْ هٰذِهِ السَّنَةِ. (٧)-بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْجَنَّةِ. (٨)-لَا تُزَيِّنُوا الْبُيُوْتَ بِالتَّصَاوِيْرِ. (٩)-زَيِّنُوْا أَعْمَالَكُمْ بِالْإِخْلَاصِ. (١٠)-أَطْرَقَ بِرَأْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ. (١١)-بَذَلَ الْجُهْدَ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ. (١٢)-كَادَ أَنْ يُفَارِقَ الْحَيَاةَ مِنْ نُحُوْلِ جِسْمِهِ. (١٣)-لَمْ يَزَلْ سَاهِرًا إِلَى الصَّبَاحِ مِنْ كَثْرَةِ الْبَقِّ وَالْقُمَّلِ.

তরজমা: ১. আমি যতক্ষণ ঘুমাচ্ছি/শুয়ে আছি, তুমি বসো। ২. সে আপেল খাচ্ছে। ৩. তার মাথা পাথরের সাথে ধাক্কা লেগেছে। ৪. ধোপা কাপড়গুলো নিয়ে এসেছে। ৫. তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে। ৬. এই বছর সমস্ত জিনিসপত্রই দামি (সবকিছুর দাম বেশি)। ৭. মুমিনদের জান্নাতের সুসংবাদ দাও। ৮. তোমরা ছবি বা

প্রতিকৃতি দিয়ে ঘরবাড়ি সজ্জিত করো না। ৯. তোমরা তোমাদের আমল বা কর্মসমূহকে ইখলাস (নিষ্ঠা)-এর মাধ্যমে সৌন্দর্যমণ্ডিত করো। ১০. সে মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকাল। ১১. সে তার সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছে। ১২. শরীরের দুর্বলতার কারণে সে প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল। ১৩. ছাড়পোকা ও উকুনের আধিক্যের কারণে সে সকাল পর্যন্ত জেগেই রইল।

(٢)-(ا) كون جملة بكل من الكلمات الاتية ثم ترجمها:

شَمْسِيَّةٌ- اِشْتَرَيْتُ شَمْسِيَّةً جَدِيدَةً لِلْمَطَرِ- আমি বৃষ্টির জন্য একটি নতুন ছাতা কিনেছি।

اَلْأَعْدَاءُ- تَفَرَّقُوْا حَوْلَ الْأَعْدَاءِ- তারা শত্রুদের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল।

اَلنَّخْلَةُ- اَلنَّخْلَةُ شَجَرَةٌ مُفِيدَةٌ وَطَوِيلَةٌ- খেজুর গাছ একটি উপকারী ও দীর্ঘ গাছ।

لاحَتْ- لَاحَتِ النُّجُومُ فِي السَّمَاءِ لَيْلًا- রাতে আকাশে তারাগুলো দেখা গেল।

فَقَدَتْ- فَقَدَتْ فَاطِمَةُ قَلَمَهَا الثَّمِينَ- ফাতেমা তার মূল্যবান কলমটি হারিয়েছে।

مَطْلُوْبٌ- هَذَا الْكِتَابُ مَطْلُوبٌ جِدًّا لِلامْتِحَانِ- পরীক্ষার জন্য এই বইটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

اَلْقِصَّةُ- قَرَأْتُ الْقِصَّةَ الْجَمِيلَةَ بِالْأَمْسِ- আমি গতকাল চমৎকার গল্পটি পড়েছি।

سَيِّدٌ- نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْبَشَرِ- আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা:) হলেন মানবজাতির নেতা।

اَلْقَضِيَّةُ- أَوْضِحْ لِي هَذِهِ الْقَضِيَّةَ- আমার কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট করো।

اَلْغَيْظُ- كَظْمُ الْغَيْظِ مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ- ক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করা মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

أَفْشي- أَفْشَى الرَّجُلُ السِّرَّ لِصَدِيقِه- লোকটি তার বন্ধুর কাছে গোপন কথাটি ফাঁস করল।

ارْتَجَفَ- ارْتَجَفَ الْوَلَدُ مِنَ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ- তীব্র শীতে ছেলেটি কেঁপে উঠল।

اَلسُّوْقُ- اَلنَّاس يَبِيعُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِي السُّوْقِ- মানুষেরা তাদের মাল বাজারে বিক্রি করে।

اَلْمُجَرَّبُ- اِسْأَلِ الْمُجَرَّبَ وَلَا تَنْسَ نَصِيحَتَهُ- অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করো এবং তার উপদেশ ভুলে যেও না।

وَجْعَانُ- يَطْلُبُ الْمَرِيضُ الدَّوَاءَ لِأَنَّهُ وَجْعَانُ- রোগিটি ওষুধ চাচ্ছে কারণ সে ব্যথার্ত।

(ب)- اِمْلَأْ الفَرَاغَ ثُمَّ تَرجمْ:

قَدْ يَئِسُوْا مِنَ **الْحَيَاةِ** و **أَيْقَنُوْا** بِالْوَفَاة. **صَلَاحُ** الانْسَان فِيْ **حِفْظِ** اللِّسَان. اَلشَّجَاعَةُ **تَلُوْحُ** بيْنَ عَيْنَيْه . ضَحِكَ زَيْدٌ حَتّي **اسْتَلْقَي** عَلي قَفَاهُ. خُذْ **إِبْرِيْقًا** وَاغْسِلْ وَجْهَكَ. **اَلشَّيْطَانُ** يَعِدُكُمْ **الْفَقْرَ** وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ.

তরজমা: নিশ্চয়ই তারা জীবন থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছে এবং মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে। মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে জিহ্বা হেফাজত করার মধ্যে। তার দুই চোখের মাঝে বীরত্ব প্রকাশ পাচ্ছে (ফুটে উঠছে)। জায়েদ এতোটাই হাসল যে সে চিত হয়ে (পিঠের ওপর) শুয়ে পড়ল। একটি জগ (বা পানির পাত্র) নাও এবং তোমার মুখমণ্ডল ধৌত করো। শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রতার ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়।

(৩)- (ا) اكتبْ جُموعَ المفردات ومفردات الجموع ثم بين معانيها:

اَلدَّمُ-دِمَاءٌ ج-রক্ত

مَنَاخِرُ ج-مَنْخَرٌ-নাকের ছিদ্র

اَلْأَعْنَابُ ج-عِنَبٌ-আঙুরসমূহ

أَنْفُسٌ ج-نَفْسٌ- প্রাণ,আত্মা

طَبِيْبٌ-أَطِبَّاءُ ج-চিকিৎসক

اَلْخُيُوْلُ ج-خَيْلٌ-ঘোড়াগুলি

اَلدَّهْرُ-دُهُوْرٌ،أَدْهُرٌ ج-যুগ,কাল

اَلْقَوْمُ-أَقْوَامٌ ج-জাতি,সম্প্রদায়

سَاعَةٌ-سَاعَاتٌ ج-ঘণ্টা,ঘড়ি

سَيْفٌ-سُيُوْفٌ ج-তলোয়ার

أَزِقَّةٌ ج-زُقَاقٌ-গলি,রাস্তাসমূহ

شَهْرٌ–شُهُوْرٌ، أَشْهُوْرٌ^ج–মাস

اَلشُّمُوْعُ^ج–شَمْعَةٌ–মোমবাতিগুলো

اَلْحَجَرُ–أَحْجَارٌ،حِجَارَةٌ^ج–পাথর

شَبَابِيْكُ^ج–شُبَّاكٌ–জানালাগুলো

(ب)- أجب باللغة العربية فصيحة:

سوال: لِمَ غِبْتَ أَمْسِ؟ **جواب:** غِبْتُ أَمْسِ بِسَبَبِ الْمَرَضِ.

سوال: مَا فِي يَدِكَ الْيُمْنَى؟ **جواب:** فِي يَدِي الْيُمْنَى قَلَمٌ.

سوال: مَاذَا تَتَعَلَّمُ فِي الْمَدْرَسَةِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ؟ **جواب:** أَتَعَلَّمُ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ.

سوال: لِمَ أَخْلَفْتَ مَا وَعَدْتَنِي؟ **جواب:** مَعْذِرَةً، نَسِيتُ الْوَعْدَ لِأَنِّي كُنْتُ مَشْغُولًا جِدًّا.

سوال: أَيْنَ مِنْشَفِي؟ **جواب:** مِنْشَفُكَ عَلَى الْحَبْلِ.

سوال: هَلْ تَغَدَّيْتَ؟ **جواب:** نَعَمْ، تَغَدَّيْتُ قَبْلَ قَلِيلٍ.

سوال: أَيْنَ الْخَادِمُ؟ **جواب:** الْخَادِمُ فِي الْمَطْبَخِ.

سوال: مَنْ يَقْرَعُ الْبَابَ؟ **جواب:** يَقْرَعُ الْبَابَ صَدِيقِي زَيْدٌ.

سوال: مَنْ يُنَادِينِي؟ **جواب:** يُنَادِيكَ أَبُوكَ.

سوال: هَلْ تَعَلَّمْتَ الْفَارِسِيَّةَ قَبْلَ هَذَا؟ **جواب:**لَا أَعْرِفُ مِنَ الْفَارِسِيَّةِ حَرْفًا.

سوال: أَنْتَ فِي أَيِّ فِكْرٍ؟ **جواب:** أَنَا فِي فِكْرٍ عَنْ مُسْتَقْبَلِي.

سوال: مَا تَتَفَكَّرُ؟ **جواب:** أَنَا أُفَكِّرُ فِي الِامْتِحَانِ الْقَادِمِ.

سوال: هَلْ تَقْدِرُ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ؟ **جواب:** لَا أَقْدِرُ إِلَّا قَلِيْلاً.

سوال: لِمَ لَا تَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيَّ؟ **جواب:** سَأَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيْكَ الْآنَ.

سوال: مِنْ أَيْنَ حَصَلَتْ لَكَ الْأَعْنَابُ؟ **جواب:** حَصَلْتُ عَلَى الْأَعْنَابِ مِنَ السُّوقِ.

(٥)- صَحِّحِ الْأَخْطَاءَ:

لَا تَذَرْنِي فَرْدٌ- دَخَلَ سَارِقًا فِيْ بَيْتَنَا- وَلَدُهُ شَابًا وَأَبِيْهِ شَيْخٍ- أَسْتَغْفِرُ اللهُ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةٍ.

لَا تَذَرْنِي فَرْدًا- دَخَلَ سَارِقٌ فِي بَيْتِنَا- وَلَدُهُ شَابٌّ وَأَبُوهُ شَيْخٌ- أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

زَلَّتْ قَدَمَهُ وَسُقِطَ عَلَى الْأَرْضُ- اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ- إِنَّ صُدُوْرُ الْأَحْرَارَ قُبُوْرِ الْأَسْرَارِ.

زَلَّتْ قَدَمُهُ وَسَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ- اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ- إِنَّ صُدُوْرَ الْأَحْرَارِ قُبُوْرُ الْأَسْرَارِ.

أَقْلَقَهُ الشَّوْقَ وَالْغَرَامِ.

أَقْلَقَهُ الشَّوْقُ وَالْغَرَامُ.

(ب)- أَعْرِبِ الْجُمَلَ الآتِيَةَ:

(د) لاَ تَعْرِفُ(انت) أيَّ شَيْئٍ قُدَّامَكَ

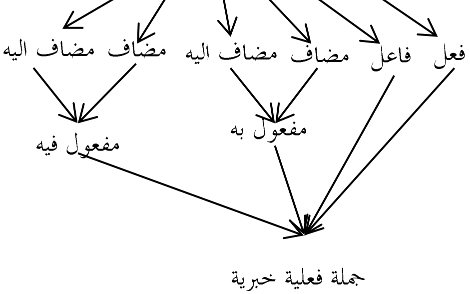

(۴) نَهَضَ(هو) قَائمًا(هو) علي أقْدَامه

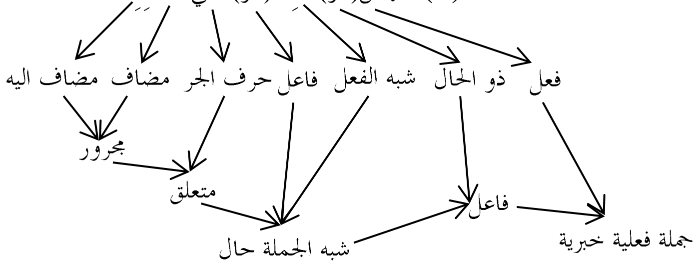

(۵) لا تَقُلْ (أنت كَلَامًا) لِاَخِيْكَ ألا خيرًا

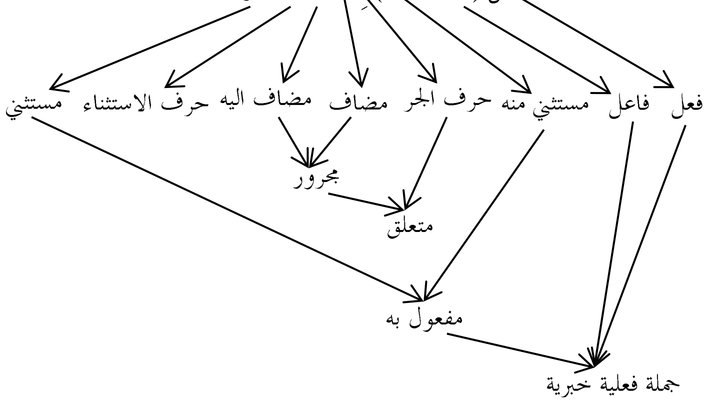

(8) لا تَغْمِسْ (أنتَ) يَدَكَ في الانَاءِ حَتَّي تَغْسلَهَا (انتَ)

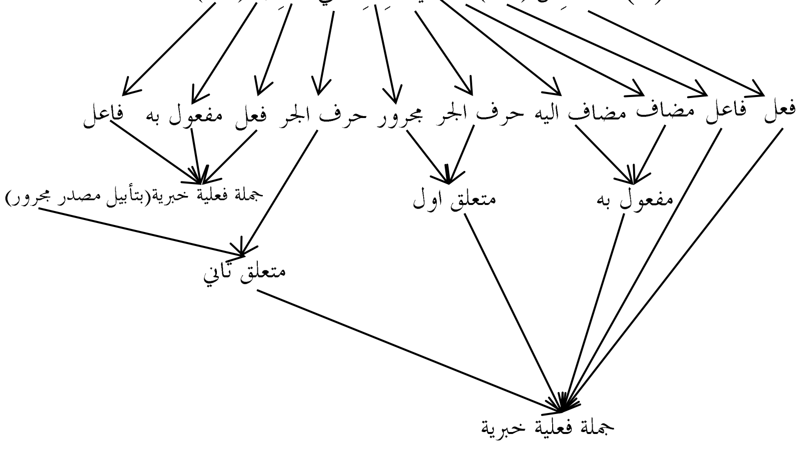

التمرين في الباب الثالث في النوادر و الامثال

النوادر والأمثال (আন-নাওয়াদির ওয়াল-আমছাল) দুটি আরবি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। النوادر। (আন-নাওয়াদির) = বিরল, চমকপ্রদ, বুদ্ধিদীপ্ত বা হাস্যরসাত্মক ঘটনা, উপাখ্যান ও কাহিনি। الأمثال। (আল-আমছাল)= প্রবাদ-প্রবচন, উপমা বা নীতিবাক্য। অতএব, النوادر والأمثال বলতে বোঝায়- "বিরল ও শিক্ষণীয় ঘটনা এবং প্রবাদ-প্রবচনের সংকলন।"

এর ইতিহাস

আরবদের মধ্যে ইসলাম-পূর্ব যুগ (জাহিলিয়্যাত) থেকেই বুদ্ধিদীপ্ত ঘটনা, স্মরণীয় কাহিনি এবং প্রবাদ-প্রবচন সংরক্ষণের প্রচলন ছিল। কারণ তখন কবিতা, ভাষণ ও মুখে মুখে সাহিত্য সংরক্ষণই ছিল প্রধান মাধ্যম।

ইসলামের আবির্ভাবের পর আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতরা এসব ঘটনা ও প্রবাদ সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে সংকলন করতে শুরু করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল-

(১)-আরবি ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা।
(২)-ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা সহজ করা।
(৩)-নৈতিক শিক্ষা ও জীবনের অভিজ্ঞতা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
(৪)-বক্তৃতা ও লেখালেখিতে সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষার ব্যবহার শেখানো।

(الف)- ترجم العبارة التالية.

اَلْقَنَاعَةُ مِفْتَاحُ الرَّاحَةِ- أَبْصَرُ النَّاسِ مَنْ نَظَرَ إِلَى عُيُوْبِه- طُوْلُ التَّجَارِبِ زِيَادَةٌ فِي الْعَقْلِ- التَّقْدِيْرُ يَضْحَكُ عَلَى التَّدْبِيْرِ- لَا زَوَالَ لِلنِّعَمِ إِذَا شَكَرْتَ وَلَا إِقَامَةَ لَهَا إِذَا كَفَرْتَ- لَيْسَ مِنْ عَادَةِ الْكِرَامِ

السُّرْعَةُ فِي الْاِنْتِقَامِ– خَزَائِنُ الْبِحَارِ تَسْتَفِيْدُ مِنْ قَطَرَاتِ الْأَمْطَارِ– مَنْ تَزَيَّا بِغَيْرِ مَا هُوَ فِيْهِ فَضَحَ الْاِمْتِحَانُ مَا يَدَّعِيْهِ.

তরজমা: ১. অল্পে তুষ্টিই হলো সুখ বা আরামের চাবিকাঠি। ২. মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দূরদর্শী (দৃষ্টিবান) সে, যে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে নজর দেয়। ৩. দীর্ঘ অভিজ্ঞতা মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করে। ৪. মানুষের পরিকল্পনার ওপর ভাগ্য হাসে। (অর্থাৎ, মানুষ যতই পরিকল্পনা করুক, শেষ পর্যন্ত ভাগ্যই জয়ী হয়।) ৫. যদি তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তবে নিয়ামতের অবসান হবে না, আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে তা তোমার কাছে স্থায়ী হবে না। ৬. প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করা মহানুভব বা সম্মানিত ব্যক্তিদের স্বভাব নয়। ৭. সমুদ্রের বিশাল ভাণ্ডারও বৃষ্টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁটা থেকে উপকৃত বা সমৃদ্ধ হয়। ৮. যে ব্যক্তি নিজেকে এমন গুণ বা সাজে প্রকাশ করে যা আসলে তার মাঝে নেই, কোনো পরীক্ষা বা যাচাইয়ের মুখোমুখি হলে তার আসল রূপ এবং মিথ্যা দাবি প্রকাশ পেয়ে যায়।

(ب)–كون جملة بكل من الكلمات الآتية ثم ترجميها:

اَلذُّلُّ–اَلْحِرْصُ مِفْتَاحُ الذُّلِّ–লোভ হলো লাঞ্ছনা বা অপমানের চাবিকাঠি।

اَلْحِكْمَةُ–اَلْحِكْمَةُ تَزِيْدُ الشَّرِيْفَ شرفاً– প্রজ্ঞা বা জ্ঞান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেয়।

اَلْاحْسَانُ–اَلْاِنْسَانُ عَبْدُ الْاحْسَانِ– মানুষ উপকার বা অনুগ্রহের দাস।

مِزَاحٌ–مَنْ كَثُرَ مِزَاحُهُ زَالَتْ هَيْبَتُهُ–যে ব্যক্তির কৌতুক বা ঠাট্টা বৃদ্ধি পায়, তার ব্যক্তিত্ব বা গাম্ভীর্য লোপ পায়।

الاقَارِبُ–بَعْضُ الْأَقَارِبِ كَالْعَقَارِبِ– কোনো কোনো আত্মীয় বিচ্ছুর মতো।

الصَّمْتُ–اَلصَّمْتُ زِيْنَةُ الْعَالِمِ وَ سِتْرُ الْجَاهِلِ– নীরবতা জ্ঞানীর সৌন্দর্য এবং মূর্খের আবরণ।

اَلصِّنَاعَةُ–اَلصِّنَاعَةُ كَنْزٌ لاَ يَفْنَي– শিল্প/পেশা এমন এক ধনভাণ্ডার যা কখনো শেষ হয় না।

اَلْإِنْصَافُ–اَلْإِنْصَافُ أَحْسَنُ الْأَوْصَافِ– ন্যায়পরায়ণতা সর্বোত্তম গুণ বা বৈশিষ্ট্য।

اَلتَّقْوي–اَلزُّهْدُ أَقْرَبُ الي التَّقْوي– দুনিয়া-বিমুখতা তাকওয়া বা খোদাভীতির সবচেয়ে নিকটবর্তী।

اَلْقَانِعُ غَنِيٌّ وَإِنْ كَانَ جَائِعًا-اَلْقَانِعُ- সন্তুষ্ট ব্যক্তি ক্ষুধার্ত বা অভাবী হলেও সে ধনী।
اَلتَّبْذِيْرِ-اَلْقَلِيْلُ مَعَ التَّدْبِيْرِ خَيْرٌ مِنَ الْكَثِيْرِ مَعَ التَّبْذِيْرِ- মিতব্যায়িতা ও সঠিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে অল্প সম্পদও অনেক উপকারী; কিন্তু অপচয়ের সঙ্গে প্রচুর সম্পদও কল্যাণকর নয়।

(ج)- املا الفراغ ثم ترجمها.

النَّقْدُ خَيْرٌ مِنَ النَّسِيْئَةِ . اَلْحِكْمَةُ تَزِيْدُ **الشَّرِيْفَ** شَرَفًا. اِتَّقُوا **النَّارَ** وَلَوْ بِشِقِّ **تَمَرَةٍ** . ضَيْفُ **الْبَخِيْلِ** أَمِنٌ مِنَ التُّخَمَةِ . لَا يُعْرَفُ **الشُّجَاعُ** إِلَّا عِنْدَ الْحَرْبِ وَلَا **يُعْرَفُ** الْحَلِيْمُ إِلَّا **عِنْدَ الْغَضَبِ** . تَعَاشَرُوْا **كَالْأَقَارِبِ** وَ **تَعَامَلُوْا** كَالْأَجَانِبِ.

অর্থ: ১. বাকির চেয়ে নগদ ভালো। ২. প্রজ্ঞা বা জ্ঞান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মান আরও বাড়িয়ে দেয় ৩. তোমরা অর্ধেক খেজুর সদকা করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকো। ৪.কৃপণের বাড়ির অতিথি বদহজমের ভয় থেকে নিরাপদ। ৫. যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া বীরকে চেনা যায় না, আর রাগ বা ক্রোধের সময় ছাড়া ধৈর্যশীলকে চেনা যায় না। ৬. তোমরা আত্মীয়দের মতো মিলেমিশে বসবাস করো, কিন্তু লেনদেন বা ব্যবসা করো অপরিচিতদের মতো।

(د)- اكتب جموع المفردات و مفردات الجموع ثم بين معانيها:

১. اَلْأَقَارِبُ (বহুবচন) একবচন: اَلْقَرِيبُ অর্থ: আত্মীয়
২. اَلْخُلُقُ (একবচন) বহুবচন: اَلْأَخْلَاقُ অর্থ: চরিত্র
৩. اَللِّئَامُ (বহুবচন) একবচন: اَللَّئِيمُ অর্থ: কৃপণ / নিচ ব্যক্তি
৪. اَلنِّعَمُ (বহুবচন) একবচন: اَلنِّعْمَةُ অর্থ: নিয়ামত
৫. اَلْمَطَرُ (একবচন) বহুবচন: اَلْأَمْطَارُ অর্থ: বৃষ্টি
৬. اَلْبِحَارُ (বহুবচন) একবচন: اَلْبَحْرُ অর্থ: সাগর

৭. قَصَصُ (বহুবচন) একবচন: قِصَّةُ অর্থ: গল্প / কাহিনী

৮. اَللِّسَانُ (একবচন) বহুবচন: اَلْأَلْسِنَةُ অর্থ: জিব / ভাষা

৯. شَرٌّ (একবচন) বহুবচন: شُرُوْرٌ অর্থ: অনিষ্ট / মন্দ

১০. اَلْبِئْرُ (একবচন) বহুবচন: اَلْآبَارُ অর্থ: কূয়া / কূপ

১১. أَعْدَاءُ (বহুবচন) একবচন: عَدُوٌّ অর্থ: শত্রু

১২. اَلْبِغَالُ (বহুবচন) একবচন: اَلْبَغْلُ অর্থ: খচ্চর

১৩. حَيٌّ (একবচন) বহুবচন: أَحْيَاءٌ অর্থ: জীবিত / মহল্লা

১৪. اَلْأَغْنِيَاءُ (বহুবচন) একবচন: اَلْغَنِيُّ অর্থ: ধনী

১৫. اَلنَّسَبُ (একবচন) বহুবচন: اَلْأَنْسَابُ অর্থ: বংশ

(٥)- أجي باللغة العربية فصيحة:

السؤال: مَا هُوَ مَوْتُ النَّاسِ؟ **الجواب:** اَلْفَرَاغُ مِنْ شَأْنِ الْأَمْوَاتِ.

السؤال: مَنْ شَأْنُهُ الْاشْتِغَالُ؟ **الجواب:** وَالْاشْتِغَالُ مِنْ شَأْنِ الْأَحْيَاءِ.

السؤال: مَنْ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ؟ **الجواب:** لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ.

السؤال: مَنْ قَلَّتْ نَدَامَتُهُ؟ **الجواب:** مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ قَلَّتْ نَدَامَتُهُ.

السؤال: مَا هُوَ دَوَامُ السُّرُوْرِ؟ **الجواب:** دَوَامُ السُّرُورِ رُؤْيَةُ الْإِخْوَانِ.

السؤال: مَا هُوَ خَيْرُ لِبَاسٍ عِنْدَ الْبَأْسِ؟ **الجواب:** الصَّبْرُ خَيْرُ لِبَاسٍ عِنْدَ الْبَاسِ.

السؤال: مَاذَا يُعْمِي وَيُصِمُّ؟ **الجواب:** حُبُّ الشَّيْءِ يُعْمِي وَيُصِمُّ.

السؤال: مَنْ كَثُرَ ذَنْبُهُ؟ **الجواب:** مَنْ قَلَّ حَيَاءُهُ كَثُرَ ذَنْبُهُ.

السؤال: مَنْ نِعْمَ الْفَقِيْرُ وَمَنْ بِئْسَ الْفَقِيْرُ؟ **الجواب:** نِعْمَ الْأَمِيرُ عَلَى بَابِ الْفَقِيْرِ وَبِئْسَ الْفَقِيرُ عَلَى بَابِ الْأَمِيرِ.

السؤال: بِمَاذَا تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ؟ **الجواب:** تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا.

السؤال: مَا هِيَ الْجُنُوْنُ الَّذِي يَزِيْدُ الْكِبَرَ؟ **الجواب:** الشَّبَابُ جُنُونٌ يَزِيدُ الْكِبْرَ.

السؤال: مَنْ تَرْبِيَتُهُ إِضْرَارٌ لِلْأَبْرَارِ؟ **الجواب:** إِنَّ تَرْبِيَةَ الْأَشْرَارِ إِضْرَارٌ بِالْأَبْرَارِ.

(و)- صحِّحيْ الأخطاء:

اَلنَّاسَ عَلَي دِيْنِ مُلُوْكُهِمْ – اَلْبَلاَءِ مُؤَكَّلاً بِالْمَنْطِقِ – اَلْقَلَمُ شَجَرَةً ثَمَرُهَا الْمَعَانِيْ

اَلنَّاسُ عَلَي دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ – اَلْبَلاَءُ مُؤَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ – اَلْقَلَمُ شَجَرَةٌ ثَمَرُهَا الْمَعَانِيْ

عَفْوِ الْمُلُوْكُ إِبْقَاءِ لِلْمُلْكِ – اَلصَّمْتُ زِيْنَةَ الْعَالَمْ وَسِتْرَ الْجَاهِلِ

عَفْوُ الْمُلُوْكِ إِبْقَاءٌ لِلْمُلْكِ – اَلصَّمْتُ زِيْنَةُ الْعَالِمِ وَسِتْرُ الْجَاهِلِ

حَمُوْضَةُ الطَّعَامَ خَيْرًا مِنْ حَمُوْضَةُ الْكَلَامِ.

حَمُوْضَةُ الطَّعَامِ خَيْرٌ مِنْ حَمُوْضَةِ الْكَلَامِ.

(ز)- أعربي الجمل الآتية:

(د) اَلْإِنْسَانُ مَخْبُوْءٌ(هو) تَحْتَ لِسَانِه

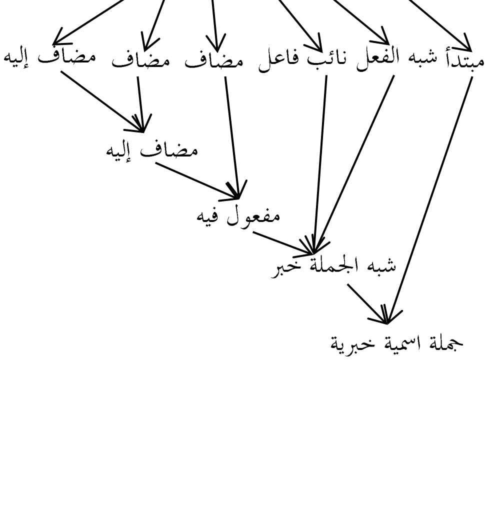

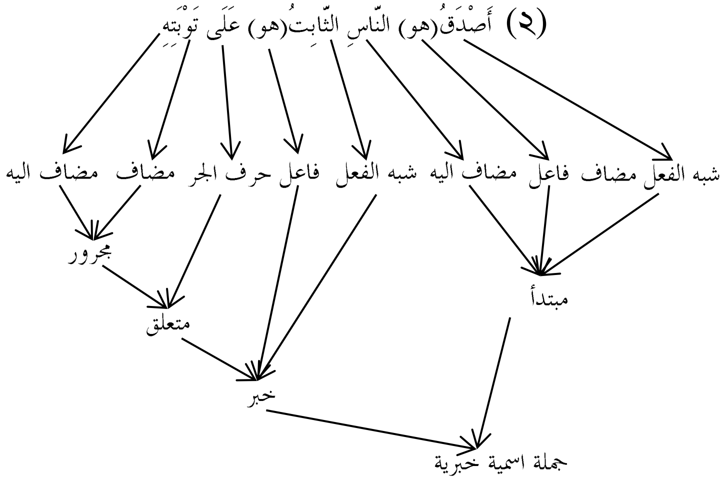
(٢) أَصْدَقُ(هو) النّاسِ الثّابِتُ(هو) عَلَى تَوْبَتِهِ
شبه الفعل مضاف فاعل مضاف اليه شبه الفعل فاعل حرف الجر مضاف مضاف اليه
مجرور
متعلق
خبر
مبتدأ
جملة اسمية خبرية

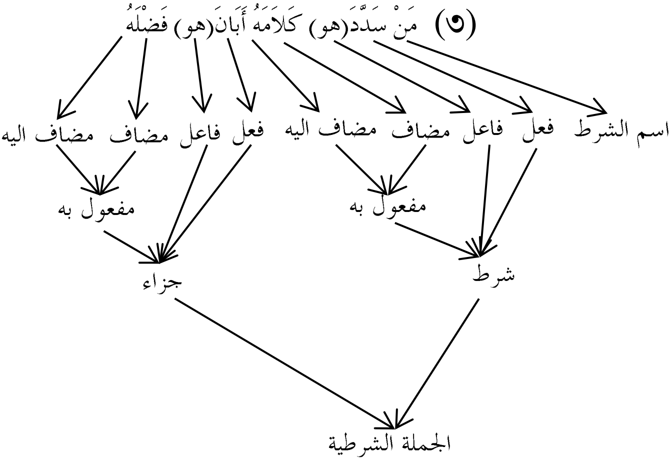
(٥) مَنْ سَدَّدَ(هو) كَلاَمَهُ أَبَانَ(هو) فَضْلَهُ
اسم الشرط فعل فاعل مضاف مضاف اليه فعل فاعل مضاف مضاف اليه
مفعول به
مفعول به
شرط
جزاء
الجملة الشرطية

(8) اَلْوَجْهُ الْمَصُوْنُ (هو) بِالْحَيَاءِ (كَائِنٌ هو) كَالْجَوْهَرِ الْمَكْنُوْنِ (هو) بِالْوِعَاءِ

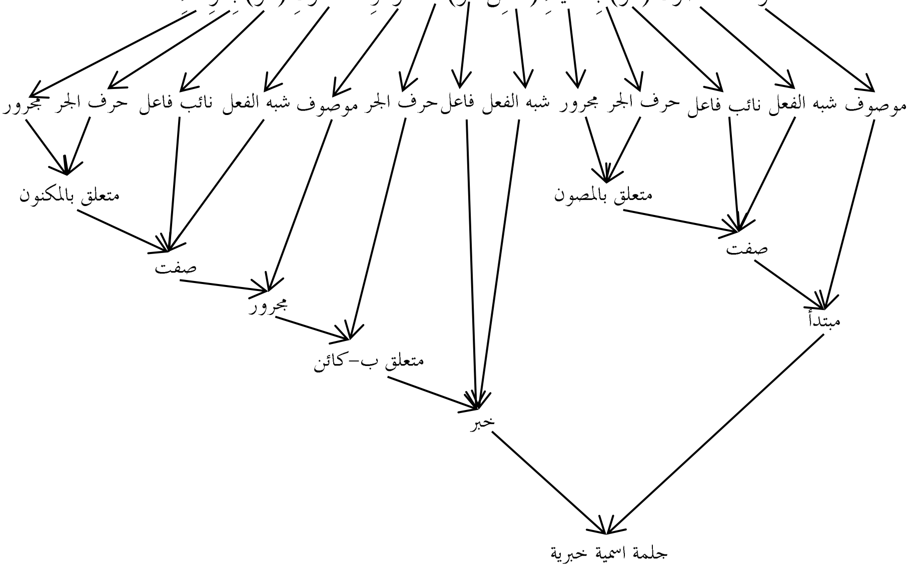

(٥) مَنْ سَالَمَ(هو) النَّاسَ رَبِحَ(هو) السَّلَامَةَ و مَنْ تعدَّي(هو) عَلَيْهِمْ اكْتَسَبَ(هو) النَّدَامَةَ

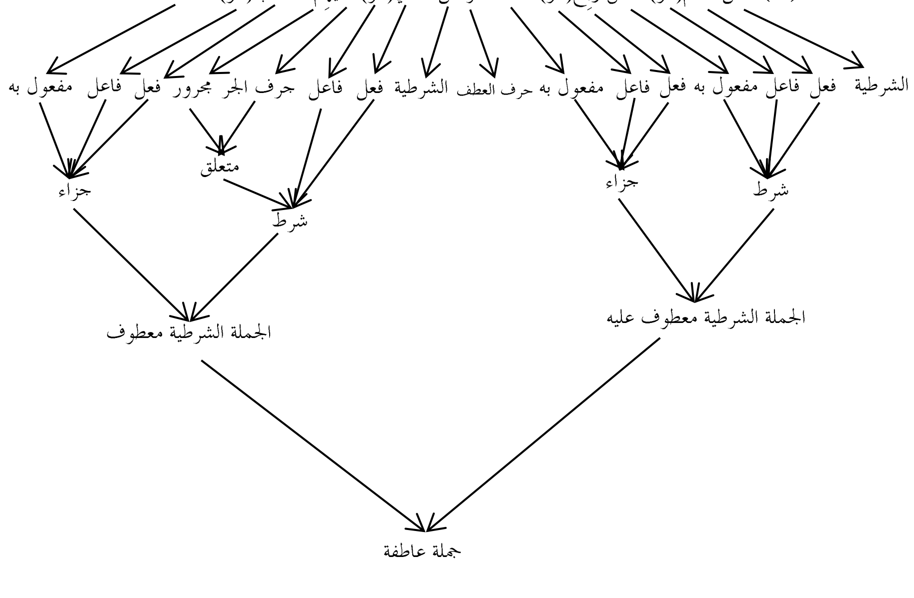

التمرين الاول في الباب الرابع في المكالمة

(الف)- ترجمي العبارة التالية:

وَأَتَعَجَّبُ عَلَى أَبِيْكَ أَنَّهُ كَيْفَ حَوَّلَكَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ الْإِفْرَنْجِيَّةِ وَأَبْقَاكَ جَاهِلًا عَنِ الْإِسْلَامِ - لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَإِنَّكَ مَعْذُوْرٌ، بَلْ وِزْرُ ذٰلِكَ عَلَى أَبِيْكَ لِأَنَّهُ أَفْسَدَ عُمْرَكَ وَلَمْ يُبَالِ عَنْ دِيْنِكَ . لَا تَمَسَّ هٰذَا الْفِنْجَانَ . إِنَّهُ حَارٌّ ، مَا فِيْهِ السُّكَّرُ أَتَسْمَحُ أَنْ أُعْطِيَكَ فِنْجَانًا آخَرَ مِنَ الشَّايِ ؟ لَا، أَنَا مَمْنُوْنٌ.

অর্থ: “আমি তোমার বাবার ব্যাপারে বিস্মিত হই যে, তিনি কীভাবে তোমাকে ইউরোপীয় (ইংরেজি) বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছেন, অথচ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞই রেখে দিয়েছেন। আজ তোমার প্রতি কোনো ভর্ত্সনা নেই; কারণ তুমি তো ওজরগ্রস্ত (ক্ষমার যোগ্য)। বরং এর গুনাহ তোমার বাবার ওপর বর্তাবে; কেননা তিনি তোমার জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করেছেন এবং তোমার দ্বীনের ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব দেননি।

এই কাপটি স্পর্শ করো না। এটি খুব গরম। এতে চিনি নেই। আমি কি তোমাকে আরেক কাপ চা দিতে পারি?

না, ধন্যবাদ। আমি কৃতজ্ঞ (আর প্রয়োজন নেই)।

(ب)- أوضحي المراد بالجمل الآتية:

وَكَانَ عِنَانِيْ فِيْ يَدِ أَبِيْ فَعَلَّمَنِيْ مَا شَاءَ

উদ্দেশ্য: মানুষ যখন ছোট থাকে তখন সে নিজের ইচ্ছামতো চলতে পারে না। বরং তার জীবনের নিয়ন্ত্রণ থাকে তার পিতার হাতে। তার চলাফেরা, খাওয়া, আচার-আচরণ, জীবনের সিদ্ধান্ত, পোশাক, শিক্ষা, এমনকি ভাবনা- সবই থাকে পিতা-

মাতার অধীনে। তরাই তারা যেভাবে সন্তানকে বড় করে সেভাবেই সন্তান বড় হয়। তারা যদি সন্তানকে দ্বীন শিখাই তো সন্তান দ্বীন শিখে, আর যদি তারা অন্য কিছু শিখাই তাহলে সন্তান তাই শিখে। যেমন ঘোড়ার লাগাম মানুষের হাতে থাকলে মানুষ ঘোড়াকে যেদিক মন চায় নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি পিতা-মাতাও সন্তানকে যে পথ দেখাই সন্তান সেই পথেই হাটে।

لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ أَمْرً يَكُوْنُ سَبِيْلًا لِلْخَلَاصِ مِنَ الدُّيُوْنِ

উদ্দেশ্য: মানুষের জীবনে ঋণগ্রস্ত হওয়া বা যেকোনো কঠিন সমস্যা আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই বাক্যটি আমাদের শেখায় যে, পরিস্থিতি যতই কঠিন বা অন্ধকার হোক না কেন, কখনো হতাশ হওয়া যাবে না। সবসময় মনের মধ্যে এই বিশ্বাস ও আশা রাখতে হবে যে, আল্লাহ যেকোনো সময় পরিস্থিতি বদলে দিতে পারেন এবং অভাব বা সংকট থেকে মুক্তির কোনো না কোনো পথ তৈরি করে দেবেন। এটি মূলত ধৈর্য ও তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা) করার শিক্ষা দেয়।

كَلَامُ الْعَرَبِ حُلْوٌ جِدًّا

এই সাধারণ কথার পেছনে বেশ কিছু সুন্দর ও গভীর কারণ রয়েছে, যা এর আসল অর্থকে ফুটিয়ে তোলে:

(১)- আরবি ভাষার উচ্চারণশৈলী ও ছন্দ: আরবি একটি অত্যন্ত ছন্দোময় ভাষা। এর ব্যাকরণ, শব্দের উৎস (Root words) এবং উচ্চারণের স্থানগুলো (মাখরাজ) এত সুনির্দিষ্ট যে, কেউ যখন শুদ্ধভাবে আরবিতে কথা বলে বা কবিতা আবৃত্তি করে, তখন তা শুনতে গানের মতো মধুর শোনায়। এমনকি যে ব্যক্তি আরবির অর্থ বোঝে না, তার কানেও এই ভাষার ধ্বনি বা সুর চমৎকার লাগে।

(২)- অলংকার ও প্রকাশভঙ্গি: আরবদের প্রাচীন ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, তারা তাদের ভাষা ও বাগ্মীতা (Eloquent speech) নিয়ে অত্যন্ত গর্ব করত। খুব অল্প কথায় বিশাল ও গভীর অর্থ প্রকাশ করার এক অনন্য ক্ষমতা আছে এই ভাষায়।

তাদের এই সুন্দর ও মার্জিত প্রকাশভঙ্গির কারণেই বলা হয়েছে যে তাদের কথা খুবই মিষ্টি।

(৩)- পবিত্র কুরআনের ভাষা: একজন মুসলিম হিসেবে এই কথার গুরুত্ব আরও অনেক বেশি। কারণ মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর শেষ বাণী পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন এই আরবি ভাষায়। কুরআনের বাণী, এর সুর এবং এর বাচনভঙ্গি পৃথিবীর যেকোনো সাহিত্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মধুরতম।

(৪)- হৃদয়গ্রাহিতা: এই বাক্যটি আমাদের শেখায় যে, আরবি ভাষা কেবল একটি যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং এর মধ্যে এক ধরণের আত্মিক প্রশান্তি ও মাধুর্য লুকিয়ে আছে, যা মানুষের অন্তরকে ছুঁয়ে যায়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই কথার মাধ্যমে আরবি ভাষার অতুলনীয় সৌন্দর্য, এর উচ্চারণশৈলীর মাধুর্য এবং এর গভীর প্রকাশভঙ্গির প্রশংসা করা হয়েছে।

(٣)- كَوِّنْ جُمْلَةً بِكُلٍّ مِّنَ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ ثُمَّ تَرْجِمْهَا:

يَخْدُمُ-يَخْدُمُ الْوَلَدُ أُمَّهُ الْعَجُوزَةَ -ছেলেটি তার বৃদ্ধা মায়ের সেবা করছে।

بَقِيتُ-بَقِيتُ فِي الْمَدْرَسَةِ بَعْدَ الظُّهْرِ - আমি যোহরের পর মাদরাসায় (বা স্কুলে) অবস্থান করলাম।

رَبِيَّةٌ-هَذِهِ الْبِنْتُ الصَّغِيرَةُ رَبِيَّةٌ لِعَائِشَةَ - এই ছোট মেয়েটি আয়েশার পালিত কন্যা।

الْعَجَائِبُ-رَأَيْتُ الْعَجَائِبَ كَثِيرًا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا - আমি এই পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্যজনক বিষয় দেখেছি।

مِزَاحًا-قَالَ الصَّدِيقُ هَذَا الْكَلَامَ مِزَاحًا - বন্ধুটি এই কথাটি কৌতুক করে বলেছে।

(٤)- املأ الفراغ ثم ترجم:

إِنِّي كَذَلِكَ **أَتَأَسَّفُ** عَلَى مَا فَعَلْتُ **وَلَكِنِّي** أَرَدْتُ أَنْ أَبْذُلَ **جُهْدِي** لَيْلًا **وَنَهَارًا** فِي طَلَبِ **الْعِلْمِ** حَتَّى **أَفُوزَ** بِمَا فَاتَنِي.

তরজমা: আমিও আমার কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। কিন্তু আমি জ্ঞান অন্বেষণে (লেখাপড়ায়) দিন-রাত আমার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা উৎসর্গ করতে চেয়েছিলাম, যেন আমি যা হারিয়েছি (বা যা আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে) তা অর্জন করতে পারি বা সফল হতে পারি।

(٥)- أجبْ باللغةِ العربيةِ فصيحةً:

السُّؤَالُ: فِيْمَ تَبْذُلُ جُهْدَكَ وَلِمَ؟ **الجواب:** أَبْذُلُ جُهْدِي فِي تَحْصِيلِ الدِّينِ لِيَصْلُحَ حَالِي وَلَا تَحْصُلَ لِيَ النَّدَامَةُ فِي الْآخِرَةِ.

السُّؤَالُ: مَا هُوَ مِفْتَاحُ الْمَصَائِبِ وَمِفْتَاحُ الْعَجَائِبِ؟ **الجواب:** مِفْتَاحُ الْمَصَائِبِ هُوَ الذُّنُوبُ (أَوِ اللِّسَانُ)، وَمِفْتَاحُ الْعَجَائِبِ هُوَ التَّفَكُّرُ فِي قُدْرَةِ اللهِ.

السُّؤَالُ: لِمَنْ لَمْ تُبْسَطْ لَهُ الْمَوَائِدُ؟ **الجواب:** لَمْ تُبْسَطِ الْمَوَائِدُ لِلرَّجُلِ الْمَرِيضِ.

السُّؤَالُ: هَلْ لَكَ رَغْبَةٌ إِلَى الْفَوَاكِهِ؟ **الجواب:** نَعَمْ، لِي رَغْبَةٌ إِلَى الْفَوَاكِ، أَطْيَبُ الْفَوَاكِهِ عِنْدِي التُّفَّاحُ.

السُّؤَالُ: مَاذَا تَتَعَلَّمُ فِي الْمَدْرَسَةِ ؟ **الجواب:** أَتَعَلَّمُ فِي الْمَدْرَسَةِ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ وَالْقُرْآنَ الْكَرِيمَ وَالْعُلُومَ النَّافِعَةَ.

(٦)- أعرب الجمل الآتية:

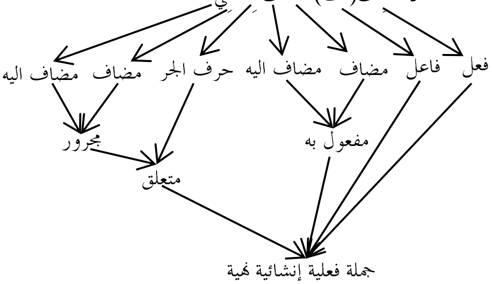

•

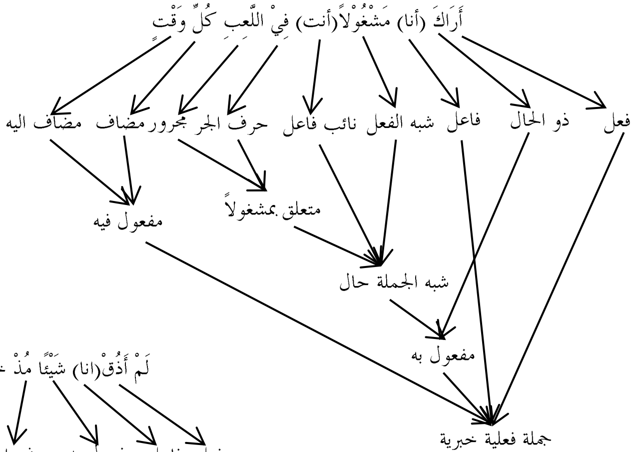

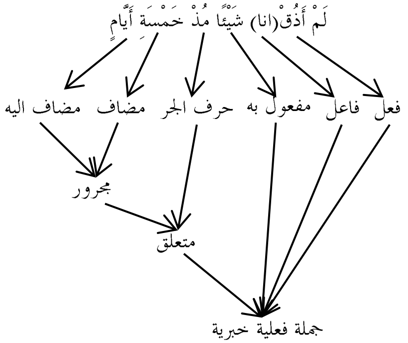

التمرين الثاني في الباب الرابع في المكالمة

(الف)- تَرْجِمِ العِبَارَةَ التَّالِيَةَ:

شُفْ اعْوَجَّ رَأْسُ هٰذَا الْحَرْفِ، لَمْ يَسْتَقِمْ طَرَفُ هٰذَا، هٰذَا لَيْسَ بِمُدَوَّرٍ، اُكْتُبْ حَرْفًا فَوْقَ حَرْفٍ، حَتّٰى يَمْتَلِئَ اللَّوْحُ وَلَا يَبْقٰى فِيهِ مَوْضِعُ حَرْفٍ، لَمْ يَحْضُرْ مَحْمُوْدٌ إِلَى الْآنَ رُحْ إِلٰى دَارِهِ وَأَدْرِكْهُ، قُلْ لِأَبِيهِ إِنَّ وَلَدَكَ يَلْعَبُ مَعَ الْوِلْدَانِ الْفُسَّاقِ، يَغِيبُ عَنِ الْمَدْرَسَةِ فِي شَهْرٍ عِشْرِيْنَ يَوْمًا.

তরজমা: দেখো, এই অক্ষরের মাথাটি বাঁকা হয়ে গেছে, এটার প্রান্তটি সোজা হয়নি। এটা গোল (বৃত্তাকার) হয়নি। অক্ষরের ওপর অক্ষর লিখতে থাকো, যতক্ষণ না তখতিটি (বোর্ড) পূর্ণ হয়ে যায় এবং তাতে একটি অক্ষর লেখার মতো জায়গাও বাকি না থাকে। মাহমুদ এখন পর্যন্ত উপস্থিত হয়নি; তুমি তার বাড়িতে যাও এবং তার

খোঁজ নাও (তাকে ধরো)। তার বাবাকে বলো যে- আপনার ছেলে পাপাচারী/দুষ্ট ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করে এবং সে মাসে বিশ দিনই মাদরাসায় (স্কুলে) অনুপস্থিত থাকে।

(٢)- أوضح المراد بالجمل الآتية:

لَا يَمْتَازُ صَوْتٌ مِنْ صِوْتٍ.

এটি দ্বারা মূলত একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব বা নিয়ম বোঝানো হয়েছে। এর গভীর অর্থগুলো নিচে দেওয়া হলো:

আওয়াজের সমতা ও বিশৃঙ্খলা রোধ: ক্লাসে যখন অনেক ছাত্র একসাথে পড়ে, তখন কেউ যদি হঠাৎ করে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি জোরে চিৎকার করে পড়ে, তবে ক্লাসের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। এখানে বোঝানো হয়েছে যে, সবার আওয়াজ যেন একই স্তরে থাকে-কারো আওয়াজ যেন অন্যদের ছাড়িয়ে আলাদাভাবে কানে না লাগে।

সহপাঠীদের ডিস্টার্ব না করা: একজন যদি খুব বেশি উচ্চস্বরে পড়ে, তবে তার পাশের সহপাঠীর মনোযোগ নষ্ট হবে এবং সে নিজের পড়া ঠিকমতো পড়তে পারবে না। তাই সবার আওয়াজের মাঝে একটা সামঞ্জস্য থাকা জরুরি।

একক অহমিকা বা অহংকার প্রকাশ না করা: সমস্বরে বা একসঙ্গে পড়ার সময় নিজেকে জাহির করার জন্য বা আলাদাভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অতিরিক্ত জোরে চিৎকার না করার ইঙ্গিতও এর মধ্যে রয়েছে।

(٣)- كون جملة بكل من الكلمات الآتية ثم ترجمها:

(১)-**مَبْسُوْطٌ**-خَالِدٌ مَبْسُوطٌ جِدًّا لِأَنَّهُ سَمِعَ أَخْبَارًا جَدِيدَةً سَارَّةً مِنْ أَبْنِ أَخِيهِ - খালিদ খুবই আনন্দিত, কারণ তিনি তাঁর ভাতিজার কাছ থেকে নতুন ও আনন্দদায়ক সংবাদ শুনেছেন।

(২)-**لَا تَسُبَّ**- لَا تَسُبَّ صَاحِبَكَ فِي الطَّرِيقِ وَاصْبِرْ عَلَى الْمَشَقَّةِ - পথে তোমার সঙ্গীকে গালি দিও না এবং কষ্টের ওপর ধৈর্য ধারণ করো।

(৩)-**اَلْمَوْثُوْقُ**- خَالِدٌ يَقْرَأُ الْأَخْبَارَ الْجَدِيدَةَ عَنِ الْحَرْبِ فِي الْجَرِيدَةِ الْمَوْثُوقِ بِهَا - খালিদ নির্ভরযোগ্য পত্রিকায় যুদ্ধ-সম্পর্কিত নতুন খবর পড়ছেন।

(8)-**شُغْلٌ**- اِفْتَحْ عَيْنَيْكَ فِي الصُّبْحِ وَابْدَأْ شُغْلَكَ بِاسْمِ اللهِ - সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখ খোলো এবং আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার কাজ শুরু করো।

(৫)-**تَتَحَيَّلُ**- أَنْتَ تَتَحَيَّلُ كُلَّ يَوْمٍ هَكَذَا لِتَضِيعَ الْوَقْتَ لِأَنَّكَ كَسْلَانُ - তুমি প্রতিদিন এভাবেই নানা অজুহাত বানিয়ে সময় নষ্ট করো, কারণ তুমি অলস।

(৬)-**لَمْ يُوْقَدْ**- لَمْ يُوقِدِ النَّاسُ النَّارَ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَعِيشُوا بِرَاحَةٍ - শীতের দিনে মানুষ আগুন জ্বালায়নি, তাই তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে থাকতে পারেনি।

(৭)-**صَفْوَانُ**- لَمْ تُمْطِرِ السَّمَاءُ مُذْ سَنَةٍ فَكَانَتِ الْأَرْضُ كَصَفْوَانٍ - এক বছর ধরে বৃষ্টি হয়নি, তাই জমিন পাথরের মতো শুষ্ক হয়ে গেছে।

(৮)-**يَنْقَشِعُ**- يَنْقَشِعُ الظَّلَامُ فِي الصُّبْحِ وَتَطْلُعُ الشَّمْسُ فَيَذْهَبُ الْبَرْدُ - সকালে অন্ধকার দূর হয়ে যায়, সূর্য উদিত হয়, ফলে শীত চলে যায়।

(٤)- املأ الفراغ ثم ترجمها:

الْعَصَافِيرُ **خَرَجَتْ** مِنْ أَوْكَارِهَا فَتُسَبِّحُ **اللهَ** عَلَى **نِعَمِهِ** بِأَصْوَاتِهَا **الْمُخْتَلِفَةِ**، فِي اللَّيْلِ يَكُونُ كُلُّ شَيْءٍ **سَاكِنًا** وَسَاكِتًا، فَكَأَنَّمَا **يُغْلَقُ** بَابُ الدُّنْيَا فَلَا يُسْمَعُ **شَيْءٌ** مِنَ **الصَّوْتِ** وَالْحَرَكَةِ.

তরজমা: পাখিরা তাদের বাসা থেকে বের হয়েছে, অতঃপর তারা তাদের ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠে আল্লাহর নেয়ামতের জন্য তাঁর গুণগান (তসবিহ) গাইছে। রাতে সবকিছু শান্ত ও নিথর হয়ে যায়, যেন দুনিয়ার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে; ফলে কোনো শব্দ বা নড়াচড়া কিছুই শোনা যায় না।

(٥)- اكتب جموع المفردات و مفردات الجموع ثم بين معانيها:

سُنْبُوكٌ (একবচন) —— এর বহুবচন: سَنَابِيقُ —— অর্থ: ছোট নৌকা / সাম্পান

نِمرَةٌ (একবচন) —— এর বহুবচন: نِمَارٌ —— অর্থ: চিতা বাঘিনী

اَلطَّحِينُ (একবচন) —— এর বহুবচন হয় না —— অর্থ: আটা / ময়দা

أَلْوَاحٌ (বহুবচন) —— এর একবচন: لَوْحٌ —— অর্থ: তখতি বা বোর্ডগুলো

حِيتَانٌ (বহুবচন) —— এর একবচন: حُوتٌ —— অর্থ: তিমি মাছগুলো

حُظُوظٌ (বহুবচন) —— এর একবচন: حَظٌّ —— অর্থ: ভাগ্য বা অংশগুলো

فَتِيلَةٌ (একবচন) —— এর বহুবচন: فَتَائِلُ —— অর্থ: প্রদীপের সলতে

جُدُدٌ (বহুবচন) —— এর একবচন: جَدِيدٌ —— অর্থ: নতুনগুলো

رِيَاحٌ (বহুবচন) —— এর একবচন: رِيحٌ —— অর্থ: প্রবল বাতাসগুলো

(٦)- أجب باللغة العربية فصيحة:

سُؤَالٌ: مَا يَحْدُثُ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ؟ **جَوَابٌ:** إِذَا غَربَتِ الشَّمْسُ فَرَاحَ النَّهَارُ وَجَاءَ اللَّيْلُ.

سُؤَالٌ: أَينَ تَرقُدُ فِي اللَّيْلِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ؟ **جَوَابٌ:** إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَرْقُدُ فِي الصَّحْنِ.

سُؤَالٌ: مَا يُورِثُ السَّعَادَةَ؟ **جَوَابٌ:** اَلتَّبْكِيرُ فِي الرُّقُودِ وَالتَّبْكِيرُ فِي النُّهُوضِ يُورِثُ السَّعَادَةَ.

سُؤَالٌ: هَلْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ يومٍ ؟ **جَوَابٌ:** نَعَمْ، أَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ كُلَّ يومٍ.

سُؤَالٌ: هَلْ لَكَ رَفِيقٌ فِي الدَّرْسِ ؟ **جَوَابٌ:** نَعَمْ، لِي رَفِيقٌ كَرِيمٌ فِي الدَّرْسِ (أَوْ: نَعَمْ، لِي رُفَقَاءُ فِي الدَّرْسِ).

(٧)- أعرب الجمل الآتية:

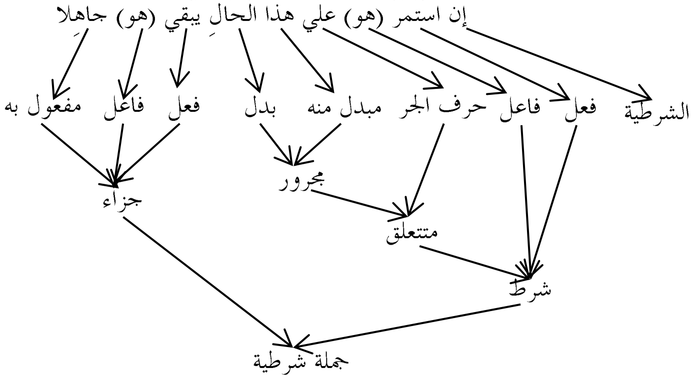

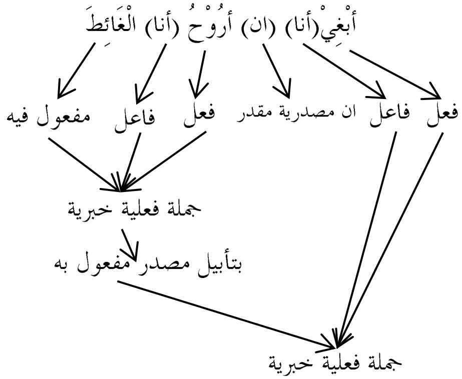

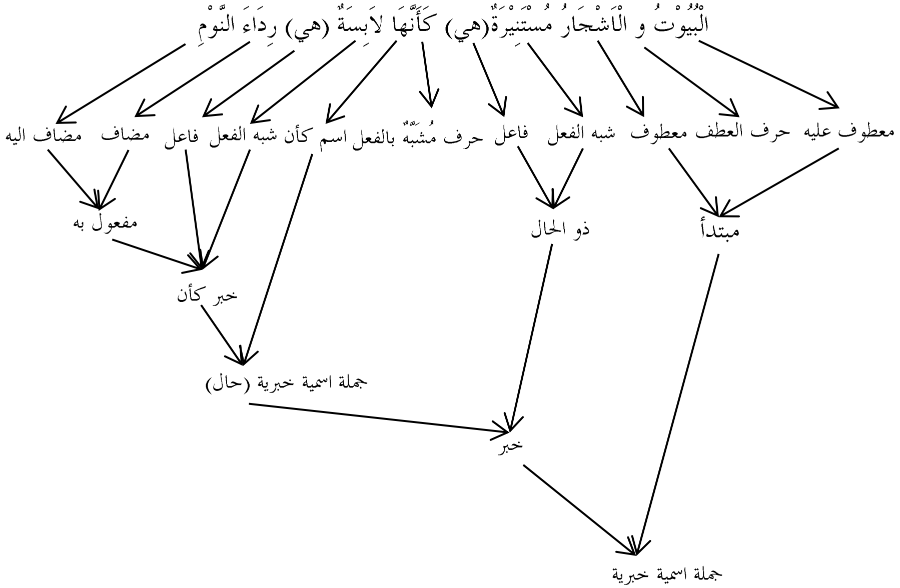

(٨)- اكتبي مقالة وجيزة عن أهمية الوقت:

اَلْوَقْتُ نَفِيسٌ كَالْجَوْهَرِ، مَنْ ضَيَّعَهُ فَقَدْ ضَيَّعَ عُمْرَهُ، وَالْإِنْسَانُ الْعَاقِلُ هُوَ الَّذِي يَسْتَفِيدُ مِنْ كُلِّ لَحْظَةٍ فِي حَيَاتِهِ، فَالسَّاعَاتُ تَمْضِي وَلَنْ تَعُودَ مَرَّةً أُخْرَى، مَنْ اسْتَغَلَّ وَقْتَهُ فِي الْخَيْرِ نَالَ الْفَلَاحَ وَالسَّعَادَةَ، فَاحْفَظْ وَقْتَكَ فَإِنَّهُ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ مِنَ اللهِ.

التمرين علي الباب الخامس في الفكاهات و الاضاحيك

(ا)- ترجم العبارة التالية:

قَالَ بَعْضُهُمْ رَأَيْتُ مُعَلِّمًا وَقَدْ جَاءَ صَغِيرَانِ يَتَمَاسَكَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هَذَا عَضَّ أُذُنِيّ وَقَالَ الْآخَرُ لَا وَاللَّهِ يَا سَيِّدَنَا! هُوَ الَّذِي عَضَّ أُذُنَ نَفْسِهِ، فَقَالَ الْمُعَلِّمُ يَا أَحْمَقُ! أَ هُوَ كَانَ جَمَلًا يَعَضُّ أُذُنَ نَفْسِهِ. دَخَلَ طُفَيْلِيٌّ عَلَى قَوْمٍ يَأْكُلُونَ فَقَالَ مَا تَأْكُلُونَ، قَالُوا مِنْ بُغْضِهِ سَمًّا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الطَّسْتِ، وَقَالَ الْحَيَاةُ بَعْدَكُمْ حَرَامٌ.

তরজমা: কেউ একজন বললেন, আমি একজন শিক্ষককে দেখলাম যার কাছে দুটি ছোট বাচ্চা হাতাহাতি করতে করতে আসলো। তাদের একজন বলল, "সে আমার কান কামড়ে দিয়েছে!" তখন অন্যজন বলল, "আল্লাহর কসম হে আমাদের নেতা/শিক্ষক! এমনটি নয়, সে নিজেই নিজের কান কামড়েছে!" তখন শিক্ষক রেগে বললেন, "ওরে বোকা! সে কি উট নাকি যে নিজের কান নিজেই কামড়াবে?" (নিজের কান নিজে কামড়ানো অসম্ভব, বোকা শিক্ষক সেটা বুঝতে না পেরে উল্টো উটের উদাহরণ টেনেছেন!)

এক বিনামন্ত্রিত অতিথি (ফাঁকিবাজ লোক) কিছু লোকের কাছে আসল যারা খাবার খাচ্ছিল। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কী খাচ্ছেন?" তারা তাকে বিরক্ত করার জন্য বলল, "বিষ খাচ্ছি!" তখন লোকটি খাবারের পাত্রে হাত ঢুকিয়ে দিল এবং বলল, "আপনাদের ছাড়া (আপনাদের মৃত্যুর পর) এই জীবন তো হারাম!" (অর্থাৎ বিষ হলে হোক, সে তাও খাবে!)

(٢)- كون الجمل بالألفاظ الآتية:

جَلَسَ الطَّالِبُ الْمُتَكَاسِلُ فِي الْخَلْفِ-**اَلْخَلْفُ**

قَالَ النَّحْوِيُّ لِلرَّجُلِ أَنْتَ لَا تَعْرِفُ كَلَامَ الْعَرَبِ-**اَلنَّحْوِيُّ**

تَنَبَّأْتُ بِالْمَطَرِ لِأَنَّ السَّمَاءَ كَانَتْ مُظْلِمَةً-**تَنَبَّأْتُ**

يَدْخُلُ الْمَاءُ فِي الشُّغْدُفِ لِأَنَّ قُمَاشَهُ مَثْقُوبَةٌ-**مَثْقُوبَةٌ**

لَوْ وَقَعْتُ مِنَ الْجَمَلِ لَتَحَطَّمْتُ فِي الطَّرِيقِ-**لَتَحَطَّمْتُ**

(٣)-املأ الفراغ ثم ترجم:

غَسَلَ رَجُلٌ **يَوْمًا** قَمِيصَهُ وَ **نَشَرَهُ** عَلَى حَبْلٍ فَهَبَّتِ **الرِّيحُ** وَأَلْقَتْهُ **عَلَى الْأَرْضِ** فَلَمَّا رَأَى **ذَلِكَ** خَرَّ رَاكِعًا وَقَالَ **أَحْمَدُكَ** اللَّهُمَّ لِأَنَّهُ لَوْ **كَانَ وَقَعَ** وَأَنَا **مُتَرَدِّيهِ** لَتَحَطَّمْتُ.

তরজমা: এক ব্যক্তি একদিন তার জামা ধুয়ে একটি দড়ির ওপর শুকাতে দিল। এরপর তীব্র বাতাস বয়ে গেল এবং জামাটিকে মাটির ওপর ফেলে দিল। লোকটি যখন এই দৃশ্য দেখল, সে সাথে সাথে রুকুতে (নত হয়ে) পড়ে গেল এবং বলল: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা করছি (শুকরিয়া জানাচ্ছি), কারণ জামাটি যখন মাটিতে পড়েছিল, আমি যদি তখন ওটা পরিহিত অবস্থায় থাকতাম, তবে তো আমি ভেঙে চুরমার হয়ে যেতাম!''

(٤)- أعرب الجمل الآتية:

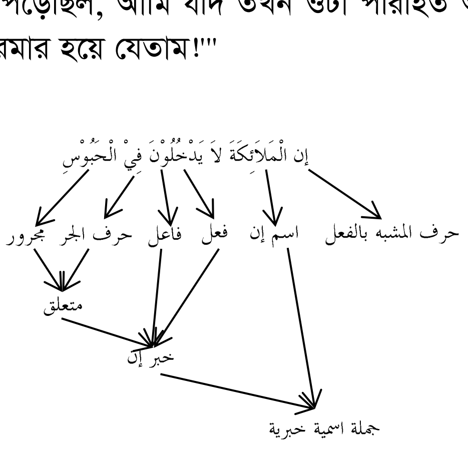

(٥)- اكتب فكاهةً من حياتك باللغة العربية:

قِصَّةٌ مُضْحِكَةٌ قَصِيرَةٌ

دَخَلَ تِلْمِيذٌ إِلَى الْفَصْلِ مُتَأَخِّرًا، فَقَالَ لَهُ الْمُعَلِّمُ: لِمَاذَا تَأَخَّرْتَ؟
قَالَ التِّلْمِيذُ:يَا أُسْتَاذُ! رَأَيْتُ لَوْحَةً كُتِبَ عَلَيْهَا: «اَلْمَدْرَسَةُ أَمَامَكَ، فَسِرْ بِبُطْءٍ»، فَمَشَيْتُ بِبُطْءٍ حَتَّى وَصَلْتُ.
فَضَحِكَ الْمُعَلِّمُ، وَقَالَ: تِلْكَ اللَّوْحَةُ لِلسَّيَّارَاتِ، لَا لِلتَّلَامِيذِ!

التمرين علي الباب السادس في الحكايات

(١)- ترجم العبارة التالية:

قِيلَ اجْتَازَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْمُغَفَّلِينَ بِمَنَارَةٍ فَقَالَ الأَوَّلُ مَا أَطْوَلَ
الْبَنَّائِينَ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي حَتَّى وَصَلُوا إِلَى رَأْسِ هَذِهِ الْمَنَارَةِ
فَقَالَ الثَّانِي يَا أَبْلَهُ لَيْسَ الأَمْرُ كَمَا زَعَمْتَ لَكِنْ عَمِلُوهَا عَلَى
وَجْهِ الأَرْضِ وَأَقَامُوهَا، فَقَالَ الثَّالِثُ يَا جُهَّالُ كَانَتْ هَذِهِ بِئْرًا
فَانْقَلَبَتْ مَنَارَةً

তরজমা: বর্ণিত হয়েছে একবার ৩ জন নির্বোধ ব্যক্তি একটি মিনারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। প্রথমজন বলল, " আগের কালের রাজমিস্ত্রিরা কত লম্বা ছিল যে তারা এই মিনারের চূড়া পর্যন্ত পৌঁছে যেত!" দ্বিতীয়জন বলল, "আরে বোকা তা নয়; তারা এটা মাটির উপর শুয়ে তৈরি করেছে, তারপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।" তখন

তৃতীযজন বলল, “তোরা সবাই মূর্খ! আসলে এটা একটা কূপ ছিল, যা উল্টে গিয়ে এখন মিনার হয়ে গেছে।”

(٢)- املا الفراغ ثم ترجمها:

قَبَّحَهُ **اللّٰهُ** تَعَالَىٰ وَ**قَبَّحَ** مَنْ **اسْتَعْمَلَهُ**، قَالَ: أَتَعْرِفُ مَنْ أَنَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: **الْحَجَّاجُ**، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ مَنْ أَنَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَنَا **مَجْنُونُ** بَنِي **عِجْلٍ**، أُصْرَعُ كُلَّ يَوْمٍ **مَرَّتَيْنِ**، فَضَحِكَ الْحَجَّاجُ وَأَمَرَ لَهُ **بِصِلَةٍ** جَلِيلَةٍ.

তরজমা: আল্লাহ তাকে এবং তার গর্ভনরদেরকে নিপাত করুক। হাজ্জাজ বললেন, আপনি জানেন আমি কে? বৃদ্ধ বললেন, না। তিনি বললেন, আমিই তো হাজ্জাজ। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি জানেন আমি কে? হাজ্জাজ বললেন, না। তখন তিনি বললেন, আমি ইজল গোত্রের একজন পাগল। আমি দৈনিক দুইবার পাগল হই, হাজ্জাজ তখন হাসলেন এবং তাকে মোটা অংকের উপঢৌকন দেয়ার আদেশ দিলেন।

(٣)- أعرب الجمل الأتية:

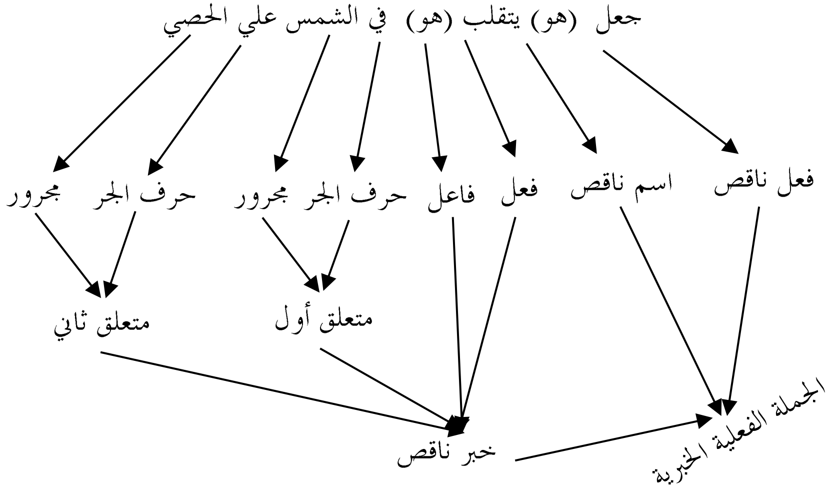

طلب الاجازة

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى حضرة مدير المدرسة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: طلب الإجازة

بعد الاحترام، أرجو من حضرتكم التكرم بالموافقة على منحي إجازة ليوم واحد بسبب المرض\الضرورة، حيث لا أستطيع\ لم استطيع الحضور إلى المدرسة

راجياً من الله ثم منكم حسن القبول

.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المطيع

الاسم: محرمة نورين فاطمة

الصف: نحومير

التاريخ: ١١\١٠\ ٢٠٢٦

تعبير الاوقات

একটা বাজে	السَّاعَةُ الْوَاحِدَةُ	١
একটা বেজে ৫ মিনিট	السَّاعَةُ الْوَاحِدَةُ وَخَمْسُ دَقَائِقَ	٢
একটা বেজে ১০ মিনিট	السَّاعَةُ الْوَاحِدَةُ وَعَشَرُ دَقَائِقَ	٣
সওয়া একটা	السَّاعَةُ الْوَاحِدَةُ وَالرُّبُعُ	٤
একটা বেজে ২০ মিনিট	السَّاعَةُ الْوَاحِدَةُ وَالثُّلُثُ	٥
দেড়টা বাজে	السَّاعَةُ الْوَاحِدَةُ وَالنِّصْفُ	٦
একটা বেজে ২৫ মিনিট	السَّاعَةُ الْوَاحِدَةُ وَخَمْسُ وَعِشْرُوْنَ دَقِيقَةً	٧
পৌনে দুইটা	السَّاعَةُ الثَّانِيَةُ إِلَّا الرُّبُعُ	٨
দুইটা বাজতে ২০ মিনিট বাকি	السَّاعَةُ الثَّانِيَةُ إِلَّا الثُّلُثُ	٩
দুইটা বাজতে ১০ মিনিট বাকি	السَّاعَةُ الثَّانِيَةُ إِلَّا عَشَرُ دَقَائِقَ	١٠
দুইটা বাজতে ৫ মিনিট বাকি	السَّاعَةُ الثَّانِيَةُ إِلَّا خَمْسُ دَقَائِقَ	١١
ঠিক দুইটা	السَّاعَةُ الثَّانِيَةُ تَمَامًا	١٢
তিনটা বাজে	السَّاعَةُ الثَّالِثَةُ	١٣
চারটা বাজে	السَّاعَةُ الرَّابِعَةُ	١٤
পাঁচটা বাজে	السَّاعَةُ الْخَامِسَةُ	١٥
ছয়টা বাজে	السَّاعَةُ السَّادِسَةُ	١٦
সাতটা বাজে	السَّاعَةُ السَّابِعَةُ	١٧
আটটা বাজে	السَّاعَةُ الثَّامِنَةُ	١٨
নয়টা বাজে	السَّاعَةُ التَّاسِعَةُ	١٩
দশটা বাজে	السَّاعَةُ الْعَاشِرَةُ	٢٠
এগারোটা বাজে	السَّاعَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ	٢١
বারোটা বাজে	السَّاعَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ	٢٢

الساعات الزمانية

رقم	عربي	بنغلا	رقم	عربي	بنغلا
١	الصباح	সকাল	١٠	بعد الغد	আগামী পরশু
٢	المساء	বিকাল	١١	وهن الليل	রাতের অংশ
٣	النهار	দিন	١٢	الان	এখন
٤	الليل	রাত	١٣	الساعة	ঘণ্টা
٥	الظهيرة	দুপুর	١٤	الدقيقة	মিনিট
٦	اليوم	আজ	١٥	الثانية	সেকেন্ড
٧	أمس	গতকার	١٦	الاسبوع	সপ্তাহ
٨	غذا	আগামীকাল	١٧	الشهر	মাস
٩	قبل امس	পরশু	١٨	السنة\العام	বছর

أيام الأسبوع

رقم	عربي	بنغلا	رقم	عربي	بنغلا
١	يوم السبت	শনিবার	٥	يوم الاربعاء	বুধবার
٢	يوم الاحد	রবিরার	٦	يوم الخميس	বৃহস্পতিবার
٣	يوم الاثنين	সোমবার	٧	يوم الجمعة	শুক্রবার
٤	يوم الثلثاء	মঙ্গলবার			

الفصول الستة

رقم	عربي	بنغلا	رقم	عربي	بنغلا
١	صيف	গ্রীষ্ম	٤	موسِم ما بعد الخريف	হেমন্ত
٢	موسم الامطار	বর্ষা	٥	شتاء	শীত
٣	خريف	শরৎ		ربيع	বসন্ত

الجهات الستة

رقم	عربي	بنغلا	رقم	عربي	بنغلا
١	يمين	ডান	٤	خلف	পিছনে
٢	يسار	বাম	٥	تحت	নিচে
٣	أمام	সামনে	٦	فوق	উপরে

الشهور القمرية

رقم	عربي	بنغلا	رقم	عربي	بنغلا
١	المحرم الحرام	মহররম	٧	رجب المرجَّب	রজবুল মুরাজ্জাব
٢	صفر المظفَّر	সফর	٨	شعبان المعظَّم	শা'অবানুল মুআজ্জাম
٣	الربيع الاول	রবিউল আউল	٩	رمضان المبارك	রমযানুল মোবারক
٤	الربيع الثاني	রবিউস সানি	١٠	شوّال المكرَّم	শাওয়ালুল মুকার্‌রাম
٥	جمادي الاولي	জুমাদাল উলা	١١	ذو القعدة	যু'ল ক'অদাহ
٦	جمادي الأخري	জুমাদাল উখরা	١٢	ذو الحجة	যু'ল হিজ্জাহ্‌

الشهور الشمشية

رقم	عربي	بنغلا	رقم	عربي	بنغلا
١	يَنَايَرْ	জানুয়ারী	٧	يُوْلِيُوْ	জুলাই
٢	فَبْرَائِرْ	ফেব্রুয়ারী	٨	اَغْسْطُسْ	আগস্ট
٣	مَارِسْ	মার্চ	٩	سِبْتَمْبَرْ	সেপ্টেম্বর
٤	اَبْرِيْلْ	এপ্রিল	١٠	اُكْتُوْبَرْ	অক্টোবর
٥	مَايُوْ	মে	١١	نُوْفِمْبَرْ	নভেম্বর
٦	يُوْنِيُوْ	জুন	١٢	دِيْسَمْبَرْ	ডিসেম্বর

والله أعلم وصلي الله علي نبينا محمد و علي آله و صحبه و سلم تم

بحمد الله